শ্রীমধুসূদন

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

("বনফুল")

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য—১৷৹
বৈশাখ—১৩৪৬

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭৷৩বি হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা

ভূমিকা

এই নাটকের নায়ক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ইতিহাস অথবা জীবনচরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অবশ্য মধুসূদনের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথা-মত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই। অভিনয়কালে—যদি অবশ্য ইহা কখনও অভিনীত হয়—যে যে দৃশ্যের পর বিরতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়া দিয়াছি। যদি কোন দুঃসাহসী নাট্যসম্প্রদায় নাটকখানি অভিনয় করিতে অভিলাষী হন তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন চরিত্রগুলির আকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদা স্মরণে রাখেন এবং মেক্-আপ সম্বন্ধে উদাসীন না হন—কারণ এই নাটকের চরিত্রগুলি তিমিরাচ্ছন্ন পৌরাণিক চরিত্র নহে।

"বনফুল"

পাত্র-পাত্রী

পুরুষগণ

মধুসূদন দত্ত

রাজনারায়ণ দত্ত—মধুসূদনের পিতা

গৌরদাস বসাক	মধুসূদনের সহপাঠীগণ
ভোলানাথ চন্দ্র	
রাজনারায়ণ বসু	
বঙ্কুবিহারী	
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	
গিরীশ ঘোষ	
স্বরূপ	
হরি	

প্যারীচরণ—রাজনারায়ণ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র

Dr. Corbyn

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—পাদরি

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গোবর্দ্ধন দত্ত—পাওনাদার

রঘু—ভৃত্য

তিনজন পণ্ডিত, ভৃত্য, রাজনারায়ণ দত্তের বন্ধুগণ, রাজনারায়ণ দত্তের জনৈক আত্মীয়, শ্রীমন্ত (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভৃত্য), পাদরি, বয়, বালক ভৃত্য।

স্ত্রীগণ

জাহ্নবী—মধুসূদনের মাতা

কমলমণি—কৃষ্ণমোহনের কন্যা ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পত্নী

বিন্ধ্যবাসিনী—কৃষ্ণমোহনের পত্নী

দেবকী—কৃষ্ণমোহনের আর একটি কন্যা (কমলমণির অপেক্ষা বয়সে ছোট)

রেবেকা—মধুসূদনের প্রথমা পত্নী

হেনরিয়েটা—মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী

হরকামিনী—রাজনারায়ণ দত্তের কনিষ্ঠা পত্নী

বাঈজি

মধুসূদনের ৬ বৎসরের কন্যা

দাসী

ভিখারিণী

উৎসর্গ

সাহিত্যরসিক বন্ধু—

অমূল্যকৃষ্ণ রায়

করকমলেষু—

অমূল্যবাবু,

এই পুস্তকটি রচনা করিবার কল্পনা যখন অঙ্কুররূপে আমার মনে প্রথমে উদ্গত হইয়াছিল তখন আপনি উৎসাহ না দিলে ইহা বিকশিত হইত কি না সন্দেহ। আপনার উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে পুস্তকটি আপনার নামের সহিত যুক্ত করিলাম।

১৫।২।৩৯

ভাগলপুর।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটি কক্ষ। কক্ষটি মহার্ঘ আসবাবপত্রাদিতে সুসজ্জিত। কয়েকটি কেদারা কৌচও রহিয়াছে। একদিকে প্রাচীর গাত্রে একটি বড় আয়না বিলম্বিত। মধুসূদন সেই আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া 'টাই' খুলিতেছেন। তাঁহার জননী জাহ্নবী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মধুসূদন ১৮ বৎসরের যুবক। কালো রঙ—পাতলা গড়ন—টানা চোখ। চোখে প্রতিভার ছটা। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পরিচ্ছদ। তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন। 'টাই'টা ফেলিয়া তিনি একটি কৌচে বসিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারী।

মধু। মা, একটা কাউকে ডাকো না—জুতোর ফিতেগুলো খুলে দিক।

জাহ্নবী। (উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—রঘু—

রঘু প্রবেশ করিল

মধু। (পা বাড়াইয়া দিলেন) ফিতেগুলো খোল—

রঘু বসিয়া ফিতা খুলিতে লাগিল

মা, তুমি আজ কলেজে মাত্র দু'টো পোষাক দিয়েছিলে কেন বলত? এমন অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল আমাকে।

জাহ্নবী। দিয়েছিলাম ত তিনটেই—তোমার বেয়ারাগুলো একটা ফেলে গেছে দেখলাম শেষে—

মধু। Idiots! ওরে রঘু—বেয়ারাগুলোকে বলে দিস—আজ একটু পরে আবার পালকির দরকার হবে। আসে যেন তারা ঠিক সময়ে। মা, গৌর বঙ্কু ভোলানাথ আজ আসবে—মনে আছে ত! এখুনি আসবে তারা—

জাহ্নবী। হ্যাঁরে হ্যাঁ—সব মনে আছে আমার। তুই এখন আমার কথার জবাব দে।

মধু। বলেছি ত ও আমার দ্বারা হবেনা।

জাহ্নবী। বিয়ে করবিনা তুই?

রঘু বুট জুতা দুইটি খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একজোড়া সুদৃশ্য চটি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন চটি পায়ে দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন

মধু। বলেছিত বিয়ে যদি করি ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করব!

জাহ্নবী। শোন ছেলের কথা একবার! কেন বাঙালীর মেয়ে কি দোষ করলে!

মধু। বাঙালীর মেয়ে! বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারেনা!

জাহ্নবী। ক্ষেপা ছেলের কথা শোন একবার।

স-স্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া

লক্ষ্মী সোনা আমার—সব ঠিক হয়ে গেছে! এখন কি আর অমত করলে চলে!

মধু। তা হয়না মা—এ আমি কিছুতেই পারবনা।

জাহ্নবী। এতে না পারবার কি আছে বাবা—বেটা ছেলে বিয়ে করবি সে আর কি এমন শক্ত—

মধু। ভীষণ শক্ত।

আয়নার সম্মুখে গিয়া কলারটা খুলিতে লাগিলেন

জাহ্নবী। না হয় শক্তই—কিন্তু তুইত কোনদিন শক্ত কাজ করতে ভয় পাসনা। ছেলেবেলায় ভায়ের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে তুই পোষা পাখীর ছানাটা কেটে ফেলেছিলি মনে আছে? তুই সব পারিস।

মধু। (ফিরিয়া) তার সঙ্গে এর তুলনা দিচ্ছ তুমি মা! ভায়ের চেয়ে কি পাখীর ছানা বড়?

হাসিলেন

জাহ্নবী। বড় নয় তা মানি। কিন্তু অপর কেউ হলে পারতনা—তুই বলেই পেরেছিলি! তুই ইচ্ছে করলে না পারিস কি? ছেলেবেলায় যখন পাঠশালায় পড়তিস্—রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী বড় বড় বই কেমন অনায়াসে তুই পড়ে ফেলেছিলি! রামের কথা ভুলে গেলি?

মধু। ভুলিনি—কিন্তু যাই বল মা—তোমাদের শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক ছিলেন—কোন শ্রদ্ধা নেই তার প্রতি—

জাহ্নবী। ছি, ও কথা বলতে নেই বাবা—শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার—এ দেশের আদর্শ! ইংরেজি পড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি!

মধু। এতে আর ইংরেজি বাংলা কি আছে? ইংরেজি না পড়লেও রামকে আমি খুব বড় মনে করতে পারতাম না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, খুব পণ্ডিত হয়েছ তুমি! এখন বিয়ের কি করি তাই বল!

মধু। বললাম ত আমি পারবনা! ও আট বছরের অচেনা খুকিকে আমি বিয়ে করতে পারবনা।

জাহ্নবী। তুই যে অবাক করলি বাছা। অচেনা মেয়েকেইত বিয়ে করে সবাই—আর আমাদের দেশে আট ন বছরেই ত বিয়ে হয়। সুন্দরী—সদ্বংশের মেয়ে—তোকে কি যা তা ধরে দিচ্ছি আমরা?—অচেনা আবার কি!

মধু। ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা কোথা রাখলাম—এই যে! গৌরকে দিতে হবে এটা।

জাহ্নবী। আমার কথার জবাব দে—

মধু। আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথা?

জাহ্নবী। ওঘরে আছে—জবাব দিচ্ছিস না যে আমার কথার!

মধু। (অধীরভাবে) বলেছি ত—পারবনা।

জাহ্নবী। উনি কথা দিয়েছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে—এখন 'না' বললে কি চলে বাবা?

মধু। কথা দিলে কেন তোমরা! কিছুতেই আমি এ বিয়ে করবনা।

জাহ্নবী। কিছুতেই না?

মধু। কিছুতেই না—কিছুতেই না—ও কথা আমায় আর বলোনা কেউ! আমার ঢিলে পাজামা কোথা দাও—

জাহ্নবী। ওঘরে আছে—বললাম ত—

মধুসূদন পা-জামা পরিতে গেলেন।
জাহ্নবী বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।
রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। লিখে দিলাম চিঠি—ওরা সুবিধে মত এসে একদিন ঠিকঠাক করে ফেলুক। শুভস্য শীঘ্রম্—কি বল! শহরের যে রকম

হাওয়া, মধুকে আর বেশী দিন অবিবাহিত রাখা ঠিক নয়—বিশেষতঃ মধুর মত ছেলে—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—কি বল।

জাহ্নবী। মধু কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয়।

রাজনারায়ণ। রাজী নয়, মানে?

বিস্মিত হইলেন—তারপর হাসিয়া বলিলেন

বিয়ের আগে ছেলেরা অমন বলেই থাকে!

জাহ্নবী। না, তা ঠিক নয়। এই ত এতক্ষণ তাকে বোঝাচ্ছিলাম—কিছুতেই রাজী নয় সে।

রাজনারায়ণ। (দৃঢ়তার সহিত) রাজী হতে হবে—সব জিনিসে ত আর আবদার চলেনা—সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে—এখন আর পেছোনো যায়না—

জাহ্নবী। ও যেরকম এক-গুঁয়ে, ধর যদি বিয়ে না করে—

রাজনারায়ণ। (সজোরে) যদি টদি নেই—করতেই হবে। রাজনারায়ণ মুন্সী যখন ঠিক করেছে তখন আর 'যদি'র স্থান নেই তার মধ্যে। ভাল করে' বুঝিয়ে বলো তাকে—

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ বলিয়া চলিলেন

সে কি মনে করে আমার কথার কোন দাম নেই? কোন ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মেয়ের পাল্লায় পড়েছে আর কি! সেদিন কে যেন বলছিল কেষ্ট বন্দ্যোর বাড়ীতে খুব যাতায়াত করছে আজকাল—ও সব চলবে টল্‌বেনা—বুঝিয়ে বোলো—বুঝলে?

জাহ্নবী। আচ্ছা বলব।

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুরা ত আজ আসবে এখানে খেতে—তাদের বলো ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় যেন যে সব স্থির হয়ে গেছে—এখন আর পেছোনো অসম্ভব। গৌরকে ডেকে বোলো—বুঝলে? গৌরের কথা ও শোনে খুব—

ভৃত্য আসিয়া একটি আলবোলায় তামাক দিয়া গেল। রাজনারায়ণ নিকটস্থ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

তুমি ওদের সামনে আধহাত ঘোমটা দিয়ে বেরোও কেন? ছেলের মত ওরা—মধু কোথা গেল?

জাহ্নবী। ভেতরে আছে—

রাজনারায়ণ। তাকে ডেকে দাও ত—আচ্ছা থাক্। গৌরকেই ডেকে বোলো—বুঝলে?

জাহ্নবী। বলব—

রাজনারায়ণ। কখন আসবে ওরা!

জাহ্নবী। মধু ত বলছিল এখুনি আসবে—যাই আমি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে—

জাহ্নবী চলিয়া গেলেন--রাজনারায়ণ বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

রাজনারায়ণ। মধু দিন দিন বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। পাদ্‌রি কেষ্ট বাঁড়ুয্যের বাড়ী খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছে—তার এক সুন্দরী মেয়ে আছে শুনেছি। উহুঁ—এ ভাল কথা নয়! বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। গৌরবাবু, ভোলানাথবাবু, বঙ্কুবাবু এসেছেন—

রাজনারায়ণ। ও, এসেছে ওরা—আচ্ছা—ডেকে নিয়ে আয় এইখানে। আর মধুকেও খবর দে—

ভৃত্য চলিয়া গেল। একটু পরে গৌরদাস, ভোলানাথ ও বঙ্কু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলের পোষাক সেকেলে ধরণের। পরিধানে কাপড়, আজানুলম্বিত আচকান—মাথায় শামলা জাতীয় টুপি—সকলেরই গায়ে শাল রহিয়াছে

এস—এস—বস—তারপর খবর কি? ভাল আছ ত সব?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। তাহার পর—

রাজনারায়ণ। আচ্ছা তোমাদের mathematicsএর professor রিজ্‌সাহেব নাকি নোপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন শুনতে পাই? কথাটা কি সত্যি?

ভোলানাথ। তাই ত শুনেছি আমরা!

রাজনারায়ণ। তোমাদের Captain Richardsonও ত মিলিটারিতে ছিলেন—captain যখন, তখন নিশ্চয়ই ছিলেন।

বঙ্কু। আজ্ঞে হ্যাঁ—

রাজনারায়ণ। যত সব Soldier এসে মাষ্টারি সুরু করেছে!—তাই বোধ হয় তোমাদের চালচলনও মিলিটারি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। ভাল কথা—রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজটার এডিটার আজকাল তোমাদের স্কুলেরই একজন টিচার—না?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—রামবাবু—রামচন্দ্র মিত্র সেটা চালান আজকাল—

রাজনারায়ণ। তোমরা লেখ টেখ তাতে?—মধু কি যেন লিখেছে তাতে শুনলাম। দেখবার আর ফুরসৎ পাইনি!

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও একটি শালের পাড় বসান দামী গরমের ওভার-কোট

মধুসূদন। বাইরে একজন মক্কেল এসে বসে আছেন—

রাজনারায়ণ। তাই না কি! জ্বালাতন করেছে ব্যাটারা। তোমরা তাহলে বস—আমি দেখি কে আবার এলেন! এই নাও—

এই বলিয়া আলবোলার নলটা মধুসূদনের হাতে দিলেন ও মধুসূদন রাজনারায়ণের সম্মুখেই তাহাতে টান দিতে লাগিলেন

মধু, এদের ফিরে যাওয়ার জন্যে বেয়ারাদের বলে রেখেছ ত? সন্ধ্যে হলেই পালায় ব্যাটারা।

মধুসূদন। তাদের থাকতে বলেছি—

রাজনারায়ণ। তোমরা তাহলে বস! আমি যাই—

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) তোর হাতে উনি আলবোলার নলটা দিয়ে গেলেন যে! বাবার সামনে তুই তামাক খাস্!

মধু। My father minds not your common punctilios—তামাক ত ছেলেমানুষ—আমি যে মদ খাই তা-ও উনি জানেন। ভাল কথা, will you have drink, boys?

বন্ধু। Oh yes—এ সম্বন্ধে আশা করি মতদ্বৈধ নেই—

মধু আলবোলার নলটা ভোলানাথের হাতে দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন ও এক বোতল Liqueur ও কয়েকটি গ্লাস লইয়া আসিলেন

ভোলানাথ। (বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন) Grand !

বঙ্কু। মালটা কি ?

ভোলানাথ। Liqueur.

মধু গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন

সেবার তোমাদের বাড়ী পোলাও যা খেয়েছিলাম—জীবনে তা ভুলব না—চমৎকার। পাঁঠার মাংসের পোলাও আর আমি কখনও খাই নি!

মধু। আজও পোলাও হচ্ছে—

গৌরদাস। মাংসের নাকি—

মধু। হ্যাঁ।

গৌরদাস। আমি বৈষ্ণবের ছেলে—আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা! রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন !

বঙ্কু। বাবাকে জানাবার দরকার কি বাবা ?

মধুসূদন সকলের হাতে এক এক গ্লাস Liqueur দিলেন ও নিজের গ্লাসটি ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

মধু। I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O
But she, oft with disdain repaid
My fondness and affection, O

For her I sighed and e'er shall sigh
Tho' she shall ne'er be mine, O
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.
I drink her health.

মদ্যপান করিলেন

ভোলানাথ। I drink to Pilau—the Csar of all dishes.

বঙ্কু। I do the same.

গৌরদাস। My dear মধু—I drink to you.

সকলে মদ্যপান করিলেন

মধু। Here is your lavender my boy—I hope you got the Pomade all right—Believe me I could not get the lavender that day. এখানকার দোকানদারগুলো হতভাগা—beggars—

ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা আনিয়া গৌরদাসকে দিলেন

গৌরদাস। Many thanks—

মধু। Needn't mention—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা গৌরবাবুকে ভেতরে ডাকছেন একবার—

গৌরদাস। আমাকে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। মাংস খাবি কিনা তাই জানতে চাইছেন হয়ত—

ভৃত্যের সহিত গৌরদাস ভিতরে চলিয়া গেলেন

(ভোলানাথের প্রতি) Have you seen my last sonnet in the Literary Gleaner ?

ভোলানাথ। (সোচ্ছ্বাসে) Oh yes. It is splendid—রিচার্ডসন সায়েব ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সে দিন—

মধু। রিচার্ডসনের প্রশংসা তুমি শুনলে কোথা থেকে ?

ভোলানাথ। আপিসে সেদিন মাইনে জমা দিতে গেছলাম—দেখলাম রিচার্ডসন সায়েব তোমার সনেটটা Kerr সায়েবকে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর তোমার তারিফ করছেন।

মধু। (সানন্দে) তাই না কি ? Did Mr. Kerr say anything ?

ভোলানাথ। না—

মধু। He is a rogue and idiot combined—ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন। I don't like the fellow.

উপরোক্ত কথা-বার্ত্তার ফাঁকে বঙ্কু "with your permission মধু" বলিয়া আর এক গ্লাস মদ ঢালিয়া চুমুকে চুমুকে পান করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ। খাবার আগেই অত বেশী টেনো না—খেতে বসে কেলেঙ্কারী করবে শেষকালে—

বঙ্কু। (সহাস্যে) Don't fear—I am Banku. দু এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না—

গৌরদাস ফিরিয়া আসিলেন

মধু। মা ডেকেছিলেন কেন রে তোকে ?

গৌরদাস। তোর বিয়ের কথা বলছিলেন। তুই নাকি বলেছিস বিয়ে করব না ! What non-sense is this ?

কথাগুলি মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন

মধু। I never talked more sense in my life !

গৌরদাস। বিয়ে করবি না ?

আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন

বঙ্কু। বিয়ে করবি না ! This is unpoetic, my friend ! বিয়ে করবি না কিরে ! We are certainly anxious to get a Juno for our Jupiter.

মধু। (ঈষৎ হাস্য-সহকারে) I don't mind getting a Juno. কিন্তু আট বছরের এক প্যান্‌পেনে খুকী is hardly a Juno, my boy.

ভোলানাথ। বুঝেছি—

মদ্যপান

মধু। কি বুঝেছিস্ ?

ভোলানাথ। বাড়ুয্যে সায়েবের বাড়ী থেকে তোমাকে বেরোতে দেখেছি একদিন বন্ধু ! I wish you good luck. কিন্তু গেনু ঠাকুরও যাতায়াত করছে—I warn you.

মধু। সে আর আমি জানি না ?—But he is for the elder and most probably he is going to marry her.

বঙ্কু। You mean—কমলমণিকে ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে খৃষ্টান হবে শেষে ? Wonderful !

মধু। I think there is no harm in it.

গৌরদাস। Miss দেবকী ব্যানার্জ্জির কথা সত্যি নাকি মধু ?

মধুসূদন কিছু না বলিয়া এক গ্লাস মদ ঢালিলেন ও ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন।

বঙ্কু। মধু, সত্যি নাকি ?

মধু একনিশ্বাসে সমস্ত মদটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন

Yes, boys, I am in love—I have been fascinated by her! বাঙালীদের ঘরে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়েনি। রূপসী অনেক থাকতে পারে—কিন্তু আমি ভালবেসেছি তার রুচিকে তার কাল্‌চারকে—! তুমি ত জান ভাই গৌর, আমার জীবনের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা আমি মহাকবি হ'ব—why আকাঙ্ক্ষা—a conviction. I know, I feel, I shall be a great poet. I shall cross the ocean and go to England—the land of Shakespeare and Milton. আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—I shall not rest—I shall soar up and up till I am tired and even then I shall soar—আমার জীবনের যে সঙ্গিনী হবে she must be my true companion—I cannot marry a baby—simply I can't.

ভোলানাথ। Bravo, bravo—my boy.

মধু। না, ঠাট্টা নয়—If need be I shall run away—I shall run away to England. You all know what Pope said—to follow poetry one must leave father and mother. If necessary I shall leave mine.

গৌরের দিকে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া

And if you inform my parents about this you are no friend of mine.

গৌরদাস। আমি inform করতে যাব কেন ?

বঙ্কু। এখনি যে কবিতাটি আবৃত্তি করলে ওটি ত তোমারই লেখা ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। Miss ব্যানার্জ্জির উদ্দেশ্যে ?

মধু। No—Miss Banerjee is not blue-eyed. কিন্তু আমি কল্পনায় যেন একজন কাকে দেখতে পাই—she is blue-eyed—she is not of this land—এ আমার স্বপ্ন-সঙ্গিনী—একে হয়ত কোন দিন পাব না।

অস্ফুটস্বরে আবার আবৃত্তি করিলেন

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft, with disdain repaid
My fondness and affection, O.

গৌরদাস। Are you seriously in love with Miss Banerjee ?

মধু। Love ? ঠিক্ বলতে পারি না, I have a fascination for the girl, she is cultured.

গৌরদাস। কিন্তু এদিকে যে তোমার বাবা পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন। It is already fixed up.

মধু। He must unfix it—এ বিয়ে আমি করব না—করতে পারিনা—

বঙ্কু। আরে, একটা বিয়ে করবি তাতে হয়েছে কি ! এদেশে লোকে হামেসাই চার পাঁচটা বিয়ে করছে। তুইও না হয় একটা করে ফেল বাপ মার অনুরোধে—পছন্দ মাফিক পরে আবার করিস !

মধু। বাপ মায়ের চেয়ে যে আমার কাছে বড় সে আমায় মানা করছে। তার অবাধ্য আমি হতে পারি না—হবার ক্ষমতা নেই।

ভোলানাথ। সে আবার কে!

মধু। সে এই।

বলিয়া নিজের কপালে টোকা দিলেন

ভোলানাথ। (বঙ্কুর প্রতি) শুনলে ?

বঙ্কু। শুনলাম ত!

গৌরদাস। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ দেখে বড় কষ্ট হল—তাঁর মনে কষ্ট দিও না ভাই—

মধুস্থদন কিছু না বলিয়া আরও খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

ভোলানাথ। যাকগে ওসব কথা—মধুর একটা গান শোনা যাক্।

গৌরদাস। A splendid idea! অনেকদিন গান শুনিনি তোর! গজল হোক একখানা—

মধু। এখন গাইতে ইচ্ছে করছে না ভাই—I am not in the proper mood for it.

বঙ্কু। গান ধরলেই—mood এসে যাবে—

গৌরদাস। হাঁ হাঁ—ধর—

মধু। শুধু গলায় শোন তাহলে—এস্রার ওপরে আছে।

ভোলানাথ। শুধু গলাতেই হোক, এস্রার দরকার নাই।

মধুস্থদন গুন গুন করিয়া শেষে একটি ফারসী গজল ধরিলেন ও তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইয়া গেলে—অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

গৌরদাস। চমৎকার! মধু, তুই বাঙলায় এগুলো লিখতে পারিস?

মধু। বাঙলায়? I hate Bengali. Nevertheless, my friend, I shall write poetry and be a great poet. I have told you many times how I would like to see you write my life if I happen to be a great poet.

বঙ্কু। You are already a Pope in our college.

মধু। যদি ইংলণ্ড যেতে পারি—দেখিস আমি কত বড় কবি হব! England—the land where Shakespeare was born. By the by, how is our Newton—ভূদেব? I am sorry I forgot to invite him to-day. I would like to give a grand dinner to all the members of the Mechanics Institute one day. How do you like the idea?

বঙ্কু। Simply grand.

ভোলানাথ। ভূদেব চটে আছে তোমার ওপর সেদিন তর্কে হেরে গিয়ে।

মধুসূদন। (সহাস্যে) কেমন সেদিন প্রমাণ করে দিইনি Shakespeare could be a Newton if he liked—কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও Newton Shakespeare হতে পারতেন না। কিন্তু না—ভূদেব চটে আছে আমার ওপর একথা বিশ্বাস করতে পারি না। He is great. গৌর তুই অমন চুপ করে বসে আছিস কেন?

গৌরদাস। তোর মায়ের মুখটা মনে পড়েছে ভাই। মায়ের মনে কষ্ট দিস না তুই—মায়ের মনে কষ্ট দিলে জীবন সুখের হয় না!

মধুসূদন। My dear fellow—যা আমি পারব না তা আমাকে করতে বল কেন! আমি মায়ের জন্যে মরতে পারি—কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

ত কলেজের ঈশ্বরচন্দ্রকে চেন ?

fellow who became বিদ্যাসাগর ? চিনি—

! He is a brilliant Brahmin.

মাতৃভক্তির গল্প শুনেছ ?

ার হইয়া) Please don't—সকলের মাতৃভক্তি

তে হবে—সবাইকে যে নদী সাঁতরে মাতৃভক্তি

বিশ্বাস করি না। Believe me, I love my

n way and no less.

গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া

iour—you, my dear G. D. Bysak, I love
ıeart. I wish you were a girl.

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

য়েছে—ছাড়—ছাড়।

ভৃত্যের প্রবেশ

। ঠাঁই হয়েছে—আপনারা চলুন—

—

ভৃত্য চলিয়া গেল

এগোও—আমি এগুলো সামলে রেখে দিই—

ল আর কিছু থাকবে না এতে—গৌর, তুমি নিয়ে

গৌর, বঙ্কু ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন।
মধুস্থদন মদের বোতল ও গেলাসগুলি
দেওয়াল-আলমারিতে তুলিয়া রাখিলেন।
রাজনারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এরা কোথায় গেল ?

মধু। ভেতরে খেতে গেছে—

রাজনারায়ণ। তুমি যাবে না?

মধু। যাচ্ছি—

রাজনারায়ণ। শোন—(মধু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)—সব ঠিক হয়ে গেছে শুনেছ ত?

মধু। শুনেছি। কিন্তু ও বিয়ে আমি করতে পারব

রাজনারায়ণ। পারবে না মানে?

মধু। পারব না!

রাজনারায়ণ। You must. আমার বাড়ীতে কথার অবাধ্য হওয়া অসম্ভব। আমার মুখের ওপর (পারব না! I wonder at your cheek! ভাল কর ওসব ছেলেমানুষি ছাড়, It is no easy job to trifle I give you time—কাল সকালে তোমার definite জ

ভিতরের f

মধু। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) No. It is impossibl

তিনিও ভিতরের

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক একটি কেদারায় উপবিষ্ট ও ধূমপানে রত। তিনি যে বৈষ্ণব তাহা তাঁহার বেশ-ভূষাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। গৌরদাস সম্মুখে দণ্ডায়মান

রাজকৃষ্ণ। লোকের মত লোক ছিল বটে—হেয়ার সাহেব। লোকটা সেদিন মরে গেছে—সমস্ত দেশটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। এই সব দুরন্ত ছোকরাদের এখন সামলায় কে!

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ডেভিড হেয়ার গামছা হাতে করে স্কুলের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াত—কোন ছেলেকে অপরিষ্কার দেখলে তার মুখ মুছিয়ে দিত! কলেজের ছোকরারা মিশনরিদের সঙ্গে মিশলে তাদের শাসন করে দিত। এখন সে সব করবে কে? (কিছুক্ষণ পরে) মিশনরিদের লেকচার খুব শুনছ ত!

গৌরদাস। আজ্ঞে না—

রাজকৃষ্ণ। আর, 'না'—(কিছুক্ষণ পরে) আজকাল তোমরা বাবা লেখাপড়া শিখছ বটে কিন্তু তোমাদের চালচলন কেমন যেন—

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ওই তোমার বন্ধুটি—বড়লোকের ছেলে—পড়াশোনাতেও ভাল শুনেছি—কিন্তু কেমন যেন—

আবার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌরদাস। মধুর কথা বলছেন ?

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ। তোমাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি ওর সঙ্গে মিশে তুমি যেন কুপথে পা দিও না। সর্ব্বদাই মনে রেখো—ইংরিজিই পড় আর যা-ই কর সর্ব্বদা এটা মনে রেখো তুমি বৈষ্ণববংশের সন্তান! মধু বড়লোকের ছেলে যা করবে মানিয়ে যাবে। তুমি যেন ও সব অনুকরণ করতে যেও না।

গৌরদাস। আজ্ঞে না—

রাজকৃষ্ণ। কটা টাকা চাই তোমার ?

গৌরদাস। আজ্ঞে দশটা। দুখানা বই কিনতে হবে।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক ত—

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—

রাজকৃষ্ণ। এই নাও—

ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন

—লেখাপড়া শেখা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে বাপ পিতামহের ধর্ম্মটা জলাঞ্জলি দিতে হবে এমনও কোন কথা নেই। ওই এক কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো জুটেছে—সৎ ব্রাহ্মণবংশের ছেলে—কি দুর্ম্মতি দেখ দিকি লোকটার। নিজে মজেছে—দেশসুদ্ধ লোককে মজাচ্ছে। ডিরোজিও সায়েব কড়মড়িয়ে মাথাটি খেয়ে গেছে ওর। ওই খিদিরপুরে তোমার মধুর বাড়ীর পাশেই থাকে এক ছোকরা—কি যে ছাই নামটাও ভুলে গেলাম—তাকেও শুনছি মজিয়েছে—

গৌর। নবীন ?

রাজকৃষ্ণ। হাঁ নবীন—নবীন মিত্তির—শুনছি ছোকরা খৃষ্টান হয়ে যিশু ভজ্‌ছে। চেন নাকি তাকে? মিশোনা ও সব নবীন ফবিনের সঙ্গে—অতি বদ্‌ ছোকরা ওসব।

উত্তেজিতভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌর। আজ্ঞে না—আমি ত মিশি না ওর সঙ্গে—

রাজকৃষ্ণ। না মিশো না—খবরদার মিশো না—এই ফিরিঙ্গি ব্যাটারা এদেশে সুক্ষণে এসেছে কি কুক্ষণে এসেছে নারায়ণই জানেন!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খিদিরপুরের রাজনারায়ণ বাবু আইচেন—দেখা করবার লেগে---

রাজকৃষ্ণ—তাই নাকি?—ডেকে নিয়ে এস—

ভৃত্য চলিয়া গেল

হঠাৎ রাজনারায়ণ এল কেন এ সময়!

রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি

রাজকৃষ্ণ। এস ভায়া এস—খবর সব কুশল ত?

রাজনারায়ণ। মধু এখানে এসেছে?

রাজকৃষ্ণ। না—গৌরদাস মধু এসেছে নাকি?

গৌরদাসের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন

গৌরদাস। না—

রাজনারায়ণ। আসে নি? কোথা গেল তবে!

রাজকৃষ্ণ। বস, বস দাঁড়িয়ে রইলে কেন! বস। মধু ত আসে নি!

রাজনারায়ণ হতাশভাবে একটা চেয়ারে
বসিয়া পড়িলেন

রাজনারায়ণ। আসে নি? আমি আশা করেছিলাম এখানেই পাব তাকে!

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার কি বল ত!

রাজনারায়ণ। মধু কোথা চলে গেছে কোন খবরই পাচ্ছি না--

রাজকৃষ্ণ। চলে গেছে?

রাজনারায়ণ। কাল থেকে সে বাড়ী যায় নি। তোমার ছেলে গৌরদাসের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব, ভাবলাম সে হয়ত কোন খবর দিতে পারবে। কিন্তু তোমরা কিছুই জানো না দেখছি।

গৌরদাস। আমি ত কিচ্ছু জানি না—মধু কাল থেকে কলেজেও যায় নি!

সকলেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন

রাজকৃষ্ণ। এ ত বড় বিষম খবর আনলে তুমি। এখন উপায়?

গৌরদাস। দেখি একটু খোঁজ করে—দেখি গিরীশের কাছে যদি কোন খবর পাই—

রাজনারায়ণ। বঙ্কু, ভোলানাথ, ভূদেব এরাও ওর খুব বন্ধু। হয়ত ওদের কারো কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে।

গৌরদাস। আপনি বসুন—আমি গিরীশের কাছে দেখি আগে—

চলিয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। তামাক খাও—ওরে কায়স্থের হুঁকোটা নিয়ে আয়—

রাজনারায়ণ। থাক্—তামাক খাব না—

রাজকৃষ্ণ। ও, তুমি বুঝি বার্ডসাই খাও! বার্ডসাই খেয়ে দেখেছিলাম সেদিন। ও সব পোষায় না ভায়া আমার—

রাজনারায়ণ। না কিছু খাব না এখন—ভারি দুশ্চিন্তা হয়েছে—কোথায় গেল যে ছেলেটা!

রাজকৃষ্ণ। দুশ্চিন্তা ত হবেই! হঠাৎ মধুর অন্তর্দ্ধানের কারণটা কি অনুমান কর? তার বিবাহ ত স্থির হয়েছে শুনলাম—

রাজনারায়ণ। ঐ বিবাহ নিয়েই যত গোলমাল। মধু কিছুতেই বিবাহ করবে না—অথচ সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ কি রকম আব্দার বল দেখি।

রাজকৃষ্ণ নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন ও তাহার পর কথা কহিলেন

রাজকৃষ্ণ। আজকালকার এই কলেজের ছোকরারা বড় বেশী স্বাধীন হয়ে পড়েছে ভায়া। একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে কি শিক্ষাই যে ছেলেরা আজকাল পাচ্ছেন তা আর কহতব্য নয়। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) ওই কেষ্ট বন্দ্যো—রামগোপাল ঘোষ—ওদের কি শিক্ষিত বল তুমি?

রাজনারায়ণ। শিক্ষিত বই কি।

রাজকৃষ্ণ। বিশ্বাস করি না আমি! যত সব আচারভ্রষ্ট কুলাঙ্গার। মানুষ ত নয় মদের পিপে এক একটি!

রাজনারায়ণ। (সহাস্যে) কালের গতিকে রোধ করবার কারো সাধ্য নেই। ভাল কথা, রামগোপাল ঘোষ জর্জ টমসনের সঙ্গে জুটে খুব বক্তৃতা করছে আজকাল—শুনেছ তার বক্তৃতা? বক্তৃতা ভালই দেয়!

রাজকৃষ্ণ। ফৌজদারি বালাখানায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—না কি একটা হবে শুনছি! ব্যাপারটা কি হে! হবে কি সেখানে?

রাজনারায়ণ। রাজনীতির আলোচনা! টম্‌সন সায়েবের লেকচার শুনেছ?

রাজকৃষ্ণ। শুনেছি—লোকটা বাগ্মী বটে—

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়! দ্বারকা নাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এদেশে এনে এদেশের মহা উপকার করেছেন। এ রকম বক্তৃতা এদেশে কেউ কখনও শোনে নি—

রাজকৃষ্ণ। তা বটে—চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌সন ত একেবারে মেতে উঠেছে—

রাজনারায়ণ। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কি লিখেছে দেখেছ? যেন ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হচ্চে! কামানের ধ্বনিই বটে! (সহসা।) কিন্তু গৌর ত এখনও ফিরল না ভাই। মনটা ভারি উতলা হয়ে উঠেছে। আমার সহধর্ম্মিণী ত অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ। ভাই, রাগ যদি না কর একটা কথা বলি তোমায়—

রাজনারায়ণ। কি কথা? বল, রাগ করব কেন?

রাজকৃষ্ণ। দেখ, তোমরাই অপরিমিত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। তুমি যথেষ্ট উপার্জ্জন কর—শহরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক—সবই ঠিক। তোমার ছেলেও খুব প্রতিভাশালী ছেলে, এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু অতি বর্ষণে ভাল ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায় অত্যধিক আদরে ভাল ছেলেও তেমনি বিগ্‌ড়ে যায়। ছেলেদের হাতে বেশী কাঁচা পয়সা দেওয়াটা ঠিক নয়—বুঝলে—দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে—

রাজনারায়ণ। তুমি ঠিকই বলেছ—কিন্তু কি করি বল। আমার গৃহিণীই ভাই যত নষ্টের মূল। আর দেখ তুমি বন্ধু লোক তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—গৃহিণী সম্বন্ধে আমার একটু দুর্ব্বলতা আছে। তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করা আমার পক্ষে

সহজ নয়। তিনিই আদর দিয়ে দিয়ে মধুর সর্ব্বনাশটা করেছেন! বিশেষ আমার দুটি ছেলে প্রসন্ন আর মহেন্দ্র মারা যাবার পর মধুই হয়েছে তার নয়নের মণি। আমিও যে তাকে প্রশ্রয় দিই নি তা নয়—মানে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর সহসা বলিলেন

I mean he is my only son. গৌর এখনও ফিরছে না কেন বল ত! গিরীশ কে?

রাজকৃষ্ণ। গিরীশ ঘোষ বলে কে একজন ওদের বন্ধু আছে। আজকাল ধর্ম্মের ভেকধারী নানারকম ছেলে-ধরা শহরে আছে কি না—সেই জন্যেই দুশ্চিন্তা। (কিয়ৎকাল পরে) এদিকে ক্রিশ্চান মিশনারী—ওদিকে আবার ঠাকুর-বাড়ীর 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতাপ! তত্ত্ববোধিনী সভা—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও বেরুলো শেষকালে। তত্ত্ব না বুঝিয়ে আর ছাড়বে না। দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে দেবেন ঠাকুর শেষকালে স-পারিষদ ব্রাহ্ম সমাজে ঢুকে পড়ল হে। রামমোহন আর ডিরোজিও ডোবালে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে। এখন দেখ তোমার ছেলে গিয়ে কোন দলে ভিড়ল কিনা—

গৌরদাস প্রবেশ করিলেন। তাহার মুখ শুষ্ক

গৌরদাস। শুনলাম মধুকে নাকি পাদ্রিরা নিয়ে গেছে—খৃষ্টান করবে!

রাজনারায়ণ বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিলেন

রাজনারায়ণ। খৃষ্টান করবে!

রাজকৃষ্ণ। দেখ! নিশ্চয়ই ওই কেষ্ট বন্দ্যো আছে এর ভেতর এ কেষ্ট বন্দ্যো না হয়ে যায় না। সাংঘাতিক লোক! কিছুদিন আগে 'চন্দ্রিকা-প্রকাশে' বেরিয়েছিল মনে নেই? কার এক ছেলেকে ভুলিয়ে গাড়ী করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল! উঃ এ যে ভীষণ ব্যাপার হয়ে উঠল ক্রমে! ছেলে-ধরা হয়ে দাঁড়াল।

রাজনারায়ণ দত্তের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল

রাজনারায়ণ। আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে খৃষ্টান করবে! স্পর্দ্ধা ত কম নয়! খুন করে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সিকে চেনে না ব্যাটারা! লেঠেল আর শড়কিওয়ালা এনে আগুন ছুটিয়ে দেব। দেখি ত ব্যাটাদের কতদুর হিকৃমৎ। এস ত আমার সঙ্গে গৌর—কোথায় খবর পেলে তুমি—

গৌর। চলুন।

রাজনারায়ণ ও গৌর বাহির হইয়া গেলেন

রাজকৃষ্ণ। তুমি আবার ফিরে এসো এখুনি।

গৌর। (নেপথ্য হইতে) আসছি—

তৃতীয় দৃশ্য

গোলদীঘি। দূরে এক ক্রিশ্চান পাদরি দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন এবং অনেক লোক ভীড় করিয়া তাহা শুনিতেছে। বক্তৃতা বিশেষ বোঝা যাইতেছে না—কিন্তু বক্তৃতার অদ্ভুত বাঙলা একটু আধটু শোনা যাইতেছে। ভীড় হইতে বেশ কিছু দূরে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র—বঙ্কু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব একটা ফাঁকা জায়গায় বসিয়া জটলা করিতেছেন। অধিকাংশই ১৭।১৮ বৎসরের যুবক। পরিচ্ছদ নানা রকম। কাহারও পরিধানে ধুতি—কেহ ইজার চাপকান পরিধান করিয়া রহিয়াছেন—কাহারও বা সাহেবি পোষাক। দুই একজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেটও রহিয়াছে। ইঁহারা পাদরির বক্তৃতায় মোটেই মনোযোগী নহেন

ভূদেব। My God—রিচার্ডসন আজ কি চমৎকার শেক্‌সপীয়রই পড়ছিল!—অদ্ভুত। মধুর জন্যে মন কেমন করছিল—সে শুনলে আত্মহারা হয়ে যেত। আচ্ছা, মধু কদিন থেকে কলেজে আসছে না কেন? যে গুজবটা শুনছি সত্যি নাকি—মধু নাকি ক্রিশ্চান হবে?

বঙ্কু। কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে—

ভোলানাথ। ইংরেজেরা আফগানিস্থানের লড়ায়ে জিতেছে—General Pollock has planted the British flag on

Bala Hissar. These British people will conquer the best of us—মধুসূদন ক্রিশ্চান হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

রাজনারায়ণ। মধুর সঙ্গে অবশ্য তেমন ভাব নেই আমার—কিন্তু শুনেছি ইংলণ্ডে যাবার ওর ভয়ানক ইচ্ছে—কোন পাদরি ওকে যদি বিলেত নিয়ে যাবে আশা দেয়—he will jump at it.

একটি খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বঙ্কু। ইংলণ্ড কেন—এই ভারতবর্ষেই খৃষ্টধর্ম্ম বরণ করবার স্বপক্ষে ওর প্রবল যুক্তি রয়েছে—lovely Miss Banerji!

ভূদেব। আচ্ছা, এ গুজবটা কি সত্যি?

বঙ্কু। সকলেই ত জানে—

ভোলানাথ। আরে মধু হ'ল রিচার্ডসন্ সায়েবের প্রিয়তম ছাত্র—তার হাতের লেখাটা পর্য্যন্ত নকল করতে চায়। এ বিষয়েও সে যে তাঁর অনুকরণ করবে আশ্চর্য্য কি? শুনেছ ত ক্যাপ্টেন সায়েবের কাণ্ড কারখানা!

হাস্য

ভূদেব। আমি সেদিনের কথাটা ভাবছি—

বঙ্কু। কি কথা—?

ভূদেব। সেই যে মধু ফিরিঙ্গির মত চুল ছেঁটে এসে আমাকে দেখিয়ে বললে যে এর জন্য এক মোহর ব্যয় হয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম যে তুমি একজন জিনিয়াস্—তুমি যদি পাঁচচূড়ো সাতচূড়ো কি ন'চূড়ো কেটে আসতে নতুন কিছু হ'ত একটা। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের নকল করা তোমার মত প্রতিভাবান লোকের সাজে না। আমার কথাটা শুনে মধু যেন একটু বিরক্ত হল।

ও যে ফিরিঙ্গি মহলে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে তাত জানতাম না তখন আমি—

হাসিলেন

বঙ্কু। তুমি নিজে বামুন পণ্ডিতের ছেলে কি না—তাই তোমার মধুর চুল-ছাঁটা খারাপ লেগেছে। যাই বল—ওরকম চুল ছেঁটে আর সায়েবি পোষাকে মধুকে ভারি মানিয়েছিল !

ভূদেব। কি জানি—tastes differ—সে যাই হোক কিন্তু মধু ক্রিশ্চান হলে বড় অন্যায় হবে। সে তার বাপের একমাত্র ছেলে—তার এসব না করাই উচিত।

বঙ্কু। Why not ? Tell me—why not ? The recent French Revolution in Europe has taught us equality—freedom of thought and many other things.

ভূদেব। But, my dear fellow, that is not the most recent thing—the most recent moral power in Europe is Prince Metternich. He believes in sovereignty.

বঙ্কু। I wish Modhu were present here to silence you, Bhudeb. He alone can tackle you. রাজনারায়ণ তুমি একটু চেষ্টা কর না—you are good at history—কি পড়ছ' তুমি ওটা ?

রাজনারায়ণ। বেঙ্গল স্পেকটেটার—

ভোলানাথ। It has become a fine paper. Is it not Modern Bengal speaking ? Ram Gopal Ghose Peari Chand Mitra are really men of talents.

রাজনারায়ণ। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) এই যে আমাদের মধুময় গৌরদাস আসছেন—মধুর খবর কিছু পাওয়া যাবে।

গৌরদাস বসাক ও সহপাঠী হরি প্রবেশ করিলেন

গৌরদাস। খবর শুনেছ ?

রাজনারায়ণ। সেইজন্যেই ত উদ্‌গ্রীব রয়েছি।

হরি। সবাই যখন জোটা গেছে—দাঁড়াও কিছু নিয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। মধু ক্রিশ্চান হচ্ছে।

ভূদেব। যা গুজব রটেছে সত্যি তাহলে ?

গৌরদাস। বর্ণে বর্ণে—it has passed the stage of গুজব now. সে পাদরিদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা নিয়েছে।

ভোলানাথ। আড্ডা নিয়েছে ? This is something new.

বঙ্কু। And fits Modhu admirably.

হরি নামক যুবকটি এক বোতল মদ, কয়েকটি ভাঁড় ও কিছু শিককাবাব লইয়া প্রবেশ করিলেন

ভূদেব ব্যতীত আর সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

ভোলানাথ। That's right. This was wanting.

বঙ্কু। হরি রসিক লোক—এ না হ'লে আড্ডা জমে! এস সব বসা যাক—গোল হয়ে ব'স সব—মাঝখানে রাখ এগুলো। ভূদেব, এস না হে!

ভূদেব। না ভাই—please excuse me—তোমরা খাও—আমি দেখি।

সকলে গোল হইয়া বসিলেন ও শিককাবাব সহযোগে মদ্যপান চলিতে লাগিল

বঙ্কু। Let us drink to Modhu first—the absent genius.

ভূদেব। গৌর—মধু পাদ্রির ওখানে আড্ডা নিয়েছে—এর মানে কি ?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ সব খুলে বল দিকি—কোন্ পাদ্রি ? ডফ্, ডলট্রি, না ব্যানার্জি ?

গৌর। Details ঠিক জানি না ভাই। মধুর বাবা কিন্তু ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন।

রাজনারায়ণ। মানে ?

গৌরদাস। তিনি নাকি লাঠিয়াল, শড়কি-ওলা সব আনিয়েছেন মধুকে পাদ্রির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে।

ভূদেব। I wish he would be successful.

বঙ্কু। Tell me—why do you wish this ? হরি তুমি সবটা খেয়ো না—বাঃ—

হরির হাত হইতে খানিকটা মাংস কাড়িয়া মুখে পুরিলেন

রাজনারায়ণ। হরি হচ্ছে নীরব কর্ম্মী—কথাটি কইছে না—কাজ করে যাচ্ছে খালি।

হরি একটু হাসিয়া এক চুমুক মদ্যপান করিলেন

বঙ্কু। ভূদেব—কথার জবাব দিলে না যে! Tell me why do you wish that Modhu should not be Christian.

ভূদেব। কারণ মধুর মত রত্ন আমরা হারাতে প্রস্তুত নই।

বঙ্কু। হারাতে মানে ? রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুয্যে কি হারিয়ে গেছেন ? মহেশ ঘোষ কি হারিয়ে গেছেন ? দেবেন ঠাকুর ক্রিশ্চান না হোন ব্রাহ্ম হয়েছেন তিনি কি হারিয়ে গেছেন ? What do you mean by হারাতে প্রস্তুত নই! We are all

cowards—মধুর মত বুকের পাটা থাকলে আমরা সবাই ক্রিশ্চান হতুম!

ভোলানাথ। (একপাত্র পান করিয়া) Your views are narrow my dear Bhudeb—I must say.

রাজনারায়ণ। ক্রিশ্চান হওয়াটা অবশ্য প্রাণের ভেতর থেকে সমর্থন করি না কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বলতে যা বোঝায় তাতেও কোন ভদ্রলোক টিঁকতে পারে না!

ভোলানাথ। তাই বুঝি মশায়ের ব্রাহ্মসমাজে আজকাল গতিবিধি হচ্ছে!

ভূদেব কিছু না বলিয়া বিমর্ষমুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন

গৌরদাস। আমি তর্ক করতে পারব না ভাই—আমার কিন্তু ভারি খারাপ লাগছে—আমার কান্না পাচ্ছে।

বঙ্কু। Here comes the good Macduff—I mean গিরীশ।

গিরীশ ঘোষের প্রবেশ

গিরীশ। ওহে, খবর শুনেছ? মধু—

বঙ্কু। (তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া) খৃষ্টান হয়ে গেছে—এই ত?

গিরীশ। গেছে কি না ঠিক জানি না—তবে হবে এটা ঠিক!

বঙ্কু। Old news my boy—এ সব শুনেছি আমরা—এই নাও একপাত্র নাও, টেনে নতুন যদি কিছু বলতে পারো বল!

গিরীশ উপবেশন করিলেন

গৌরদাস। শুনেছিস মধুর বাবা নাকি লাঠিয়াল, শড়কিওলা আনিয়েছেন—পাদরিদের হাত থেকে মধুকে ছিনিয়ে নেবেন। শহরের অনেক বড়লোক নাকি সাহায্য করবেন বলেছেন—

গিরীশ। কিছু হবে না। আমার মামাও ত রাজনারায়ণ বাবুকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আজ সকালে আমাদের বাড়ীতে এই নিয়ে আলোচনা হচ্চে এমন সময় রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুয্যে এসে হাজির—

বঙ্কু। কেষ্ট বন্দ্যো কি মধুকে জামাই করে ফেলেছে অল্‌রেডি?

গিরীশ। আরে না—শোন না। তিনি বললেন লাঠিয়াল শড়কিওলার কর্ম্ম নয়। মধু খৃষ্টান হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে! সে খোকাও নয় বোকাও নয় যে পাদ্‌রিরা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। সে নিজেই Lord Bishopএর কাছে অনুরোধ করে কেল্লাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—I mean ফোর্ট উইলিয়ম্‌। ব্রিগেডিয়ার পাউনির বাড়ীতে তারই রক্ষণাবেক্ষণে সে আছে—যাতে কেউ তার অঙ্গস্পর্শ করতে না পারে! সে কি সোজা ছেলে!

বঙ্কু। I admire him—

গৌরদাস। এ কি সত্যি?

গিরীশ। রেভারেণ্ড বাঁড়ুয্যে বললেন স্বকর্ণে আমি শুনেছি—

গৌরদাস। চল যাই—দেখা করে আসি।

গিরীশ। সেখানে ঢুকতে দেবে কি আমাদের?

বঙ্কু। পাগল হয়েছ? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে। তার চেয়ে চল বাবা—বুল্‌বুলির লড়াই হচ্ছে দেখি গে—

ভোলানাথ। পেনিটির বাগানে ভাল বাচ খেলাও আছে আজ। কেল্লায় গিয়ে গোরার গুঁতো খাওয়ার চেয়ে—বাচ খেলা দেখা ঢের ভাল। তোমরা যাও ত চল—বাণীও যাবে বলেছে!

রাজনারায়ণ। কেল্লায় গিয়ে কোন লাভ নেই—প্রথমত ঢুকতেই দেবে না—secondly, it will be useless to argue with Modhu. He will not listen to reasons.

গৌরদাস। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি !

ভূদেব। Of course. চল আমি যাব।

উঠিয়া পড়িলেন

গৌরদাস ও ভূদেব চলিয়া গেলেন। বাকী সকলে বসিয়া জটলা করিতে লাগিলেন। তখনও দূরে অদম্য অধ্যবসায় সহকারে হাস্যকর ভাষায় পাদ্রি তাঁহার বক্তৃতা চালাইতেছেন

গিরীশ। আমিও যাই—

চলিয়া গেলেন

———

চতুর্থ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী। রাজনারায়ণ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন—জাহ্নবী রোরুদ্যমানা

রাজনারায়ণ। এখন আর কাঁদলে কি হবে! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চলে গেল। উঃ রামকমলের পরামর্শে কি কুক্ষণেই যে তোমাদের খিদিরপুরে এনেছিলাম—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আমার। (উচ্চৈঃস্বরে) প্যারি—প্যারি—

জাহ্নবী। প্যারি নেই, তাকে পাঠিয়েছি এক জায়গায়।

রাজনারায়ণ। কোথায় পাঠালে তাকে? রোঘো রোঘো—

রঘু নামক ভৃত্যের প্রবেশ

রঘু। কি বলছেন হুজুর।

রাজনারায়ণ। বৈঠকখানায় মুহুরিকে জিগ্যেস্ করে' আয় যে যশোর থেকে কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছে কি না! শালাদের দেখাচ্ছি আমি!

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে?

রাজনারায়ণ। কি কথা?

জাহ্নবী। এ নিয়ে আর একটা অনর্থ বাধিয়ো না তুমি। তোমার দিশি লাঠি-ওলা কি কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পারবে?

রাজনারায়ণ। তুমি বল কি! বাঙ্‌লা দেশে লাঠির এখনও এত শক্তি আছে যে বন্দুক তার কাছে হার মেনে যাবে! আর

তুমি কি মনে কর বন্দুক আমার নেই?—না, জোগাড় করতে পারি না? আগুন ছুটিয়ে দেব দেখো তুমি! বাঘের বাচ্ছা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাটাদের! রোঘো—রোঘো—

রঘুর পুনঃ প্রবেশ

রঘু। কুঞ্জ গোমস্তা ফিরেছেন—লেটেলরা সব এসেছে।

রাজনারায়ণ। যা তুই—বসতে বল—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

জাহ্নবী। (কম্পিতকণ্ঠে) আমার ভয় খালি মধুর জন্যে। মধু ত এখন ওদেরই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে—ওদের সঙ্গে চটাচটি করলে ওরা যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে। ওরা সব পারে—এক নীলকর সায়েব আমাদের গাঁয়ের একজনকে পুড়িয়ে মেরেছিল।

রাজনারায়ণ। (রাগতকণ্ঠে) তাহলে কি করতে বল তুমি!

জাহ্নবী। আমি বলি ওদের বুঝিয়ে সুজিয়ে মধুকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

রাজনারায়ণ। বুঝিয়ে সুজিয়ে! আর্কডিকন্ ডলট্রি আর ব্রিগে-ডিয়ার পাউনি কি তোমার পদি-পিসি না শান্তমাসী যে বুঝিয়ে সুজিয়ে বললেই বুঝে যাবে? ওরা একমাত্র যুক্তি বোঝে যার নাম বাহু-বল!

জাহ্নবী। একবার দেখ না তুমি চেষ্টা করে—

রাজনারায়ণ। সে আমি পারব না! ওই ফিরিঙ্গি পাদরি ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় করে আমি বলতে পারব না যে আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া করে! এ অসম্ভব আমার পক্ষে!

জাহ্নবী। (সহসা রাজনারায়ণের পায়ে ধরিয়া) ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলেকে তুমি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনে দাও! রাগ কোরো না আমার ওপর—আমার মনের ভেতর কি হচ্ছে যদি বুঝতে পারতে তাহলে তুমি রাগ করতে না। প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি—শেষকালে কি মধুকেও হারাব!

রাজনারায়ণ। (সহসা দ্রবীভূত হইলেন) ওঠ—ওঠ—কি করছ! তুমি কি মনে কর মধু তোমারই ছেলে? সে আমার ছেলে নয়? ভুলে যাচ্ছ কেন মধু আমারও একমাত্র ছেলে—একমাত্র বংশধর। দেখি দাঁড়াও—মানে লেটেলরা—বড় মুস্কিলে ফেল্লে দেখ্‌ছি তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরের দিকে একটি ভিখারিণীর গান শোনা যাইতে লাগিল। একজন দাসী আসিয়া প্রবেশ করিল

দাসী। গুপ্তকবির গান গাইতে পারে সেই ভিকিরি মাগি এসেছে মা! সেই যে সেদিন বলছিলাম যার কথা—তুমি ডেকে আনতে বলেছিলে মনে নেই? ডাকব ওকে? তুমি অমন করে মন গুমরে থেকো না মা, তাতে ছেলের আরও অকল্যেণ হবে। ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে দেখো—। ডেকে আনি কেমন? একটু গান শোন—মন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসী চলিয়া গেল ও ভিখারিণীর সহিত পুনরায় প্রবেশ করিল

ভিখারিণী। জয় হোক মা—

দাসী। ভাল দেখে একটা গান গা দেখি; গুপ্তকবির সেই আগমনীটা গা—

ভিখারিণী খঞ্জুনি বাজাইয়া স্থরু করিল

পুরবাসী বলে রাণী তোর হারা তারা এলো ওই
অমনি পাগলিনী প্রায় এলোকেশে ধায়
বলে, কই আমার উমা কই।
স্নেহে রাণী বলে আমার উমা কি এলে
একবার আয় মা আয় গো করি কোলে
অমনি দুবাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলি
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা, মায়া কি পাসরিলি
কৈলাসেতে সবাই বলে উমা তোর কি মা নাই
অমনি সরমে মরে যাই
আমি বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।

জাহ্নবী। ওকে চারটি ভিক্ষে দিয়ে দে!

দাসী ও ভিখারিণীর প্রস্থান ও তৎপরে রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণের প্রবেশ

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কি খবর বাবা!

প্যারীচরণ। আমরা অনেক কষ্টে কেল্লায় ঢুকেছিলাম—মধু এলো না।

জাহ্নবী। এলো না? আমার কথা বলেছিলি?

প্যারীচরণ। সব বলেছিলাম। কত বোঝালাম তাকে—সে

কিছুতেই এল না। সেখানে ঢোকা কি সহজ ব্যাপার! আমাদের আগে গৌরদাসবাবু ভূদেববাবু গেছলেন—কিন্তু পাদ্রিরা মধুর সঙ্গে দেখাই করতে দেয় নি! ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল পর্য্যন্ত গেছলেন——তাঁকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দেয় নি। ব্যাটারা কি কম পাজি! কাকাকে বল, ব্যাটাদের নামে ঠুকে দিক এক নম্বর!

জাহ্নবী। আমার কথা বলেছিলি তুই ভাল করে বুঝিয়ে?

প্যারীচরণ। বলি নি? অনেকবার বলেছি—সেখানে বেশী কথা কইবার কি যো আছে? গোরা পাহারা—পাদরি—গিজগিজ করছে!

জাহ্নবী। মধু এলো না—!

নিস্পন্দভাবে চাহিয়া রহিলেন

———

পঞ্চম দৃশ্য

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের মধ্যে একটি কক্ষ। মধুসূদন সেই ঘরে একাকী পদচারণ করিতেছেন। তাঁহার হস্ত-দ্বয় পিছনে নিবদ্ধ—ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত। তাঁহার পরিধানে সাহেবী পোষাক—অর্থাৎ ঢিলা পায়জামা ও গরম ওভারকোট। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তিনি পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিলেন ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। Dr. Corbyn—যাঁহার বাড়ীতে মধু অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

Dr. Corbyn। The friend who called the other day has come again. Do you like to see him ?

মধু। Who is he ?

Dr. Corbyn। Some Gourdas Bysak.

মধু। Is there anyone else ?

Dr Corbyn। No, he is alone.

মধু। Please bring him—or rather send him.

Dr. Corbyn। [হাসিয়া] All right.

Dr. Corbyn চলিয়া গেলেন ও একটু পরে গৌরদাস আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গৌরদাস আসিতেই মধু তাহাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন

মধু। I am sorry—সেদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। ভূদেব কোথায়? সে এলো না আজ?

গৌরদাস। না, সে আসতে পারলে না। মধু, তুই এ কি করলি ভাই!

মধু। (সহাস্যে) Please don't give moral lectures, my dear friend. Believe me—I could not help it.

গৌরদাস। Could not help it! তুই শেষে খৃষ্টান হবি—এ যে ভাবতেও পারি না!

মধু। Well, it requires a little imagination. তোমার ত সে বালাই নেই—So it is a surprise to you.

গৌরদাস। Really, it *is* a surprise to me—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি!

মধু। তোর কল্পনার দৌড় আর কতটুকু? একটা হাউইএ আগুন ধরিয়ে দেবার পর সে কি করবে কল্পনা করতে পারিস?

গৌরদাস। তার মানে?

মধু। The rocket has caught fire my friend and it will shoot up. You cannot stop it by giving moral lectures.

গৌরদাস। Fireটা কি তাই ত বুঝতে পারছি না। Is it Miss Banerji?

মধু। Nonsense.—

গৌরদাস। তবে কি?

মধু। I don't know what it is exactly. But I won't be ruled over. I shall break through bonds. It is in

my nature—it is in my blood. (একটু পরে) Nonsense—Miss Banerji indeed !

গৌরদাস। সবাই তাই বলছে।

মধু। Let them.—

গৌরদাস। তোর মায়ের কথা একটুও মনে হল না !

মধু। (মিনতি করিয়া) Please don't. This is silly ; (সহসা উত্তেজিত হইয়া) তোমরা পাঁচজনে এসে মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবে তবে আমি সে কথা ভাবব why do you take me for such an inanimate thing ? How dare you ? Please let my private feelings alone—I curse them—I nurse them —but I shall never let them crush me. Do you know she haunts me ? But I won't be dragged down—I shall stick to my principle. I will.

গৌরদাস। তোমার আবার principle আছে না কি ? You have enough of sentiments, no doubt—কিন্তু principle ?

মধু। My sentiments are my principle—

গৌরদাস। পিতামাতার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত ?

মধু। আছে। কিন্তু পিতামাতারও ত আমার প্রতি একটা কর্ত্তব্য থাকা উচিত !

গৌরদাস। তার মানে ?

মধু। They should let me go my own way—তাঁরা আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন—প্রতিপালন করেছেন—ওইখানেই তাঁদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয়েছে—এর পর আমার জীবনের ভার আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ! আমার ambition অনেক বেশী। I shall

go to England—I shall become a great poet—why shall I rot in this barbarous Hindu Society of Bengal ?

গৌরদাস। আচ্ছা, তুই একবার বাড়ী ফিরে চল্ ত—মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে চলে আসিস্ !

মধু। অসম্ভব—এখন আমি কোথাও যাব না।

গৌরদাস। কাউকে কিছু না বলে এমন ভাবে লুকিয়ে চলে আসাটা ঠিক হয় নি তোমার !

মধু। গৌর—তুমি বৈষ্ণব ত ! তোমাদের চৈতন্যদেব যদি মায়ের অাঁচল ধরে বসে থাকতেন—খুব ভাল কাজ হত সেটা ? Believe me, my dear Gourdas, the tremendous force which made him leave his hearth and home for something Great has driven me also to Christianity—একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি। পাখী যখন ডিম ফুটে বেরোয় সে কি তখন খোসাটাকে অাঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারে ? ডানা মেলে আকাশে তাকে উড়তেই হবে—this is life.

গৌরদাস। Well, then enjoy life—Good Bye.

মধু। (আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) না—না—রাগ করিস না ভাই গৌর। তোরাও যদি রাগ করিস—তোরাও যদি আমাকে না বুঝিস—তাহলে আমি দাঁড়াব কোথা ভাই ! Please understand me. The women folk or their like may misunderstand me—but why should you ! শোন—এইটে লিখেছি আজ। This will be sung on the occasion of my conversion—ব'স্—ভাল করে—শোন্

পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন

1

Long sunk in Superstition's night
By Sin and Satan driven
I saw not, cared not, for the light
That leads the blind to heaven.

2

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut, was closed in me
I hasten'd to Eternity
O'er error's dreadful sea.

3

But now, at length, Thy grace, O Lord
Bids all around me shine !
I drink Thy sweet, Thy precious word
I kneel before Thy shrine !

4

I have broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake
All, all I love beneath the skies ,
Lord ! I for thee forsake !

গৌরদাস। Can you really forsake ?

মধু। মিল দিয়ে কবিতা লেখার ত ওই গোলমাল ভাই ! You are forced to use words which you don't mean to ! কেমন হয়েছে লেখাটা (হাসিলেন)

গৌরদাস। Your poems are always good to me.

মধু। Don't be sulky, Gour—come.

Dr. Corbyn আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই গৌর উঠিয়া দাড়াইলেন।

Dr. Corbyn। Tea is ready.

মধু। (গৌরদাসকে) Will you have tea ?

গৌরদাস। No, thanks. I shall go now.

Dr. Corbyn। I hope you will tell his father that we have kept his son as nicely as our means would permit. Are you not comfortable here Mr. Dutt ?

মধু। Oh yes—thank you.

গৌরদাস। চললাম তাহলে—Good Bye.

Dr. Corbynও মধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেলেন।

Dr. Corbyn। Come, let us go. The tea is getting cold.

মধু। Yes, let us.

উভয়ে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর। দত্ত
মহাশয় চেয়ারে উপবিষ্ট—জাহ্নবী তাঁহার
পায়ের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছেন

রাজনারায়ণ। ওঠ—আমার পা ছাড়। তোমার কথা ত রেখেছি—লেটেল শড়কিওলা সব ফিরিয়ে দিয়েছি—মধুকে ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—হল না ত কিছুই! এই কোলকাতা শহরে খৃষ্টান না হয়ে সে যদি বিলেত গিয়ে খৃষ্টান হত তাহলেও বাঁচতাম—মাথাটা আমার এতখানি হেঁট হত না—শহরময় এমন টি টি পড়ত না। দ্বারিকঠাকুর, রামমোহন রায়—শহরের দুজন ভদ্রলোক ত বিলেত গেছেন, ওতে লজ্জার কিছু ছিল না। ছাড় আমার পা ছাড়—ওঠ—ওঠ—কি করতে বল আমাকে তুমি!

জাহ্নবী উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু নতমুখে
অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন

হাজারখানেক টাকাও তাকে পাঠিয়েছিলাম—যে খৃষ্টান হতে হয় বিলেত গিয়ে হও গে—কিন্তু সে টাকাও ত সে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেঁদে আর কি হবে—আমি আর কি করব বল! একমাত্র ছেলে হলেও খৃষ্টান ছেলে আর ঘরে নেওয়া যায় না। কি মুস্কিল—কথা বলছ না কেন—কি করতে বল আমাকে তুমি!

জাহ্নবী। (ধীরে ধীরে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিলেন) তাকে মাপ কর তুমি।

রাজনারায়ণ। মাপ করতে পারি কিন্তু ঘরে নিতে পারি না! মাপই বা করব কেন তাকে? সে আমাদের যত বড় আঘাত দিয়েছে

তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে না? পুত্রের কর্ত্তব্য সে ত করে নি।

জাহ্নবী। রাগ কোরো না—ভেবে দেখ—আমাদের কর্ত্তব্যও আমরা করি নি।

রাজনারায়ণ। করি নি? তার জন্যে না করেছি কি? সে যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি—তার জন্যে জলের মত অর্থব্যয় করেছি—

জাহ্নবী। টাকা খরচ করলেই কর্ত্তব্য করা হয় না—অতিরিক্ত আদর দিয়ে আমরাই তাকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছি—মধু যে আজ এমন হয়েছে—তার জন্যে আমরাই দায়ী—

রাজনারায়ণ। তবে কি তোমার ইচ্ছেটা আমি এখন গিয়ে পায়ে ধরে তার ক্ষমা চাই?

জাহ্নবী। না, তার ক্ষমা চাইতে হবে না—তাকেই তুমি ক্ষমা করো—তার ওপর রাগ ক'রে থেকো না। সে আমাদের একমাত্র ছেলে।

রাজনারায়ণ। (উচ্চতরকণ্ঠে) শুধু একমাত্র ছেলে নয়—একমাত্র বংশধর—জল-পিণ্ডের একমাত্র আশা। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে খৃষ্টান হয়েছে—ধর্ম্মত তার মৃত্যু হয়েছে—আমরা অপুত্রক হয়েছি—তার জন্যে কাঁদতে পার—কিন্তু আর তাকে ফিরে পাবে না।

জাহ্নবী। (ব্যাকুলভাবে) না, এমন কথা তুমি ব'লো না। মধু আবার ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে—প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার তাকে ঘরে তুলে নেব আমরা। আমি প্যারীকে পাঠিয়েছি—

রাজনারায়ণ। কোথা পাঠিয়েছ?

জাহ্নবী। (সভয়ে) মধুকে ডেকে আনতে—

রাজনারায়ণ। তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি—

উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জাহ্নবী। রাগ ক'রো না—মাপ কর তাকে!

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) মাপ তাকে আমি করতে পারি না! খৃষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে—পরকালের সদ্গতির পথ বন্ধ করেছে। সে আমার পুত্র নয়—শত্রু!

আবার উপবেশন করিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব

জাহ্নবী। আমার একটা কথা রাখবে তুমি। আবার তুমি বিয়ে কর—

রাজনারায়ণ। বিয়ে করব!

জাহ্নবী। আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমার আর ছেলে হবে না। যদি বিয়ে করে আবার তোমার ছেলে হয় আমাদের দুজনেরই ভাল হবে। তুমি আবার বিয়ে কর—আমাদের সমাজে তাতে ত বাধা নেই!

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন
তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

রাজনারায়ণ। এ তুমি বলছ কি!

জাহ্নবী। ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি। তাছাড়া এতে মঙ্গলই হবে। তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। আমি তোমায় অনুরোধ করছি তুমি আবার বিয়ে কর—আবার নূতন পুত্র লাভ কর। মধু আমার একারই থাক—তাকে তুমি ক্ষমা কর শুধু—

রাজনারায়ণ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) ক্ষমা কর—মানে? কি করতে হবে আমাকে?

জাহ্নবী। তার ওপর রাগ করে থেকো না—তার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রো না।

রাজনারায়ণ। বেশ! তার জন্যে কিছু অর্থব্যয় করলেই যদি তোমার তৃপ্তি হয়—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছেলেদের ত স্থান নেই।—বিশপস্ কলেজে অবশ্য পড়তে পারে! খৃষ্টান ছেলেরা সেখানে পড়ে শুনেছি! (একটু পরে) কিন্তু সে আমার টাকা নেবে ত? হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম—ফেরত দিয়েছে। সাবালক পুত্র তোমার!

জাহ্নবী। সে আমি ব্যবস্থা করব।

রাজনারায়ণ। বেশ!

জাহ্নবী। পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার হিন্দু করে নেব।

রাজনারায়ণ। পণ্ডিতদের বিধানে খৃষ্টান হয়ত হিন্দু হতে পারে—কিন্তু অবাধ্য ছেলে বাধ্য হয় না। অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি; সে অনুরোধ আমায় ক'রো না—

উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জাহ্নবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্যারীচরণকে দেখিয়াই জাহ্নবী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

প্যারীচরণ। (চুপি চুপি) কাকীমা—মধু এসেছে।

জাহ্নবী। (সাগ্রহে) কই, কোথা?

প্যারীচরণ। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ভেতরে এলো না—বলছে ভেতরে এলে যদি তোমরা রাগ কর—

জাহ্নবী। যা তুই—ডেকে নিয়ে আয় তাকে—

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন। একটু পরেই মধু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুর সাহেবী পোষাক। মধু আসিয়াই জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিলেন

মধু—মধু—বাবা আমার!

মধু। মা খুব রাগ করেছ তুমি? সত্যি আমায় ভুল বুঝো না মা তোমরা। আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। খৃষ্টান হওয়া কিছু অন্যায় কাজ নয়—আগে শোন আমার কথা—মিছে ভুল বুঝে দুঃখ করো না!

জাহ্নবী। দুঃখ করব না? তুই বলছিস কি মধু! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না! আমাদের একমাত্র ছেলে তুই খৃষ্টান হয়ে গেলি—দুঃখ করব না? না হয় বিয়ে তুই না-ই করতিস, খৃষ্টান হতে গেলি কেন!

মধু। খৃষ্টান হওয়া ত কোন খারাপ কাজ নয় মা। আজকাল পৃথিবীর সভ্য লোকেরা সবাই খৃষ্টান। আমি পৃথিবীতে বড় হতে চাই মা—খৃষ্টান না হলে বড় হওয়া যায় না। যীশুখৃষ্ট কত বড় লোক ছিলেন তা যদি জানতে তাহলে বুঝতে আমি কোন হীন কাজ করি নি। যিনি পরের জন্যে অনায়াসে—

জাহ্নবী। আমি কিছু বুঝতে চাই না বাবা! আমার একমাত্র ছেলে তুই—তোকে আমি একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারব না তুইই কি পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমি সামনে বসে না খাওয়ালে যে তোর খাওয়া হয় না বাবা। এ ক'দিন কোথা ছিলি তুই? কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছিলি—

মধু। চ্যাপ্‌লেন ভনের বাড়ীতে আছি এখন। কাঁদছ কেন তুমি ?

জাহ্নবী। আজই চলে আয় তুই সেখান থেকে—আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মধু। এখন নয় মা—ওরা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে বলেছে; ওদের সঙ্গে এখন কিছুদিন থাকা দরকার—

জাহ্নবী। না, কিছু দরকার নেই। তুই এখানকার লেখাপড়া শেষ করে নে—বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা পরে হবে'খন।

মধু। বিশপ স্‌ কলেজে পড়ার অনেক খরচ—পাব কোথায় ?

জাহ্নবী। পাবি কোথায় ! এতদিন যেখানে পেয়েছিস সেখানেই পাবি !

মধু। বাবার টাকা আমি নেব না।

জাহ্নবী। অমন কথা বলিস যদি—আত্মহত্যা করব আমি ! (স-স্নেহে) ছি বাবা অমন কথা বলতে নেই ! পণ্ডিতদের বিধান নিয়েছি—শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার তোকে—

মধু। প্রায়শ্চিত্ত ? কিসের ? কোন পাপ ত করি নি !

জাহ্নবী। তা না হলে সমাজে যে তোকে ঠাঁই দেবে না।

মধু। এই পচা সমাজে ঠাঁই পেতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। তাছাড়া আমি বিলেত যাবই—তখন এ সমাজে আমার স্থান হবে কি করে ? এ সমাজে ত বিলেত-ফেরতদেরও স্থান নেই !

জাহ্নবী। প্রায়শ্চিত্ত করবি না তুই তাহলে ?

মধু। অসম্ভব—প্রায়শ্চিত্ত করব কেন ? কি এমন পাপ করেছি !

জাহ্নবী। লক্ষ্মী বাবা আমার—

মধু। তোমার কথায় বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি

বিশপ্‌স্ কলেজে পড়াশোনা করতে রাজি আছি—কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না।

জাহ্নবী নতমুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কেঁদো না মা—কাঁদছ কেন শুধু শুধু। কেঁদো না—কেঁদো না—তোমার কান্না দেখতে পারি না আমি। বিশ্বাস কর আমি কোন খারাপ কাজ করি নি। আমি বড় হতে চাই—আজকাল খৃষ্টান না হলে বড় কিছু হওয়া যায় না। অবুঝের মত কেঁদো না খালি—বুঝে দেখ—শোন আমার কথা—মা শুনছ—কেঁদো না—কেঁদো না—

জাহ্নবী। তুই ফিরে আয় বাবা—

মধু। আমি ত যাই নি কোথাও—শুধু শুধু অস্থির হও কেন?

জাহ্নবী। ফিরে আয় বাবা—তুই ফিরে আয়—

উঠিয়া গিয়া মধুকে জড়াইয়া ধরিলেন—
অবিচলিত মধু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া
রহিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন।

মধু। মা—আমি এখন চললাম—

জাহ্নবী। এখনই?

জাহ্নবী। হ্যাঁ—প্রায়শ্চিত্তের তাহলে—

মধু। ও কথা ব'লো না—তাহলে আর আসব না আমি। প্রায়শ্চিত্ত করা অসম্ভব। সে আমি পারব না।

দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী
তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া
রহিলেন

প্রথম বিরতি

সপ্তম দৃশ্য

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহসংলগ্ন উদ্যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার পত্নী কমলমণি দুইখানি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের হস্তে একটি খবরের কাগজ—কমলমণি কার্পেট বুনিতেছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দেবকীর ইচ্ছেটা কি ?

কমলমণি। (মুচকি হাসিয়া) তার ত খুবই ইচ্ছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আর বাধাটা কি ? মধুসূদন ত খৃষ্টান হয়েই গেছে—সুতরাং ধর্ম্মত আর কোন বাধাই নেই। তাহলে এবার লাগিয়ে দেওয়া যাক বিয়েটা—

কমলমণি। তোমার যে খুব উৎসাহ দেখছি !

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয় ! ল্যাজকাটা শেয়ালের গল্প শোন নি ?

কমলমণি। শুনেছি। তা ল্যাজ নিয়ে থাকলেই পারতে নিজেদের সমাজে—ল্যাজের জন্যে যখন মনে মনে এত আক্ষেপ !

জ্ঞানেন্দ্র। ওই দেখ ! রাগ করলে ত ? নাঃ—খৃষ্টধর্ম্ম তোমাদের মনে এখনও যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে নি দেখছি ! তোমরা যে মেয়েমানুষ সেই মেয়েমানুষই থেকে গেছ।

কমলমণি। তাত ঠিকই !—কিন্তু একটা কথা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে হয় !

জ্ঞানেন্দ্র। কথাটা কি ?

কমলমণি। তুমি ত বড় হিন্দুবংশের সন্তান—বিশেষ করে 'রিফর-মার' পত্রিকার সম্পাদকের ছেলে—তুমি যে খৃষ্টান হয়ে গেলে সত্যি করে বুকে হাত দিয়ে বল দিকি কেবল কি আলোকের জন্যে?

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়! ফড়িং পর্য্যন্ত আলোর দিকে ছুটে আসে—আমরা ত মানুষ।

কমলমণি। হিন্দুধর্ম্মে কি আলোকের অভাব আছে বলতে চাও?

জ্ঞানেন্দ্র। (সামান্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া) তুমি ব্যারিষ্টারি করবে?

কমলমণি। (সবিস্ময়ে) ব্যারিষ্টারি করব মানে?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হওয়ার কথা—আমি ভাবছি—আমি ব্যারিষ্টারি না পড়ে তোমাকে পড়ালে বেশী কাজ হবে!

হাসিলেন

কমলমণি। থাক—ঢের হয়েছে! এদেশে মেয়েরা করবে ব্যারিষ্টারি? তাহলেই হয়েছে। এমনিই ত তোমাদের গুপ্ত-কবির ছড়ার জ্বালায় অস্থির। মেয়েরা ইস্কুলে সামান্য লেখা-পড়া শিখবে তাই নিয়েই তোমাদের কত আন্দোলন, খবরের কাগজে লেখালেখি মাঠে-ঘাটে বক্তৃতা সামান্য ইস্কুলে পড়া নিয়েই এত কাণ্ড—ব্যারিষ্টারি করলেই হয়েছে! (একটু পরে) ভাগ্যে মিশনারিরা কতকগুলো মেয়েদের ইস্কুল করেছে তাই এদেশের মেয়েদের বর্ণ-পরিচয় হচ্ছে। চোখ বুজে ভাবছ কি?

জ্ঞানেন্দ্র। গুপ্ত-কবির সেই ছড়াটা মনে করছি—দাঁড়াও—হ্যাঁ মনে পড়েছে—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে।

আর কিছু দিন থাক রে ভাই

পাবেই পাবে দেখতে পাবে

আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী

গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বেড়ে লিখেছে কিন্তু—

কমলমণি। তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না যে!

জ্ঞানেন্দ্র। কি কথার?

কমলমণি। খৃষ্টান হয়েছ কেন? সত্যি করে বল ত।

জ্ঞানেন্দ্র। অন্ধকার থেকে আলোকে আসতে কে না চায়!

কমলমণি। (গম্ভীরভাবে) বিশ্বাস করি না।

জ্ঞানেন্দ্র। বিশ্বাস না করার হেতু?

কমলমণি। হেতু খুব স্পষ্ট। তুমি খৃষ্টান হয়েছ আমার জন্যে, আর মধুসূদনবাবু খৃষ্টান হয়েছেন দেবুর জন্যে। আলো টালো বাজে কথা।

জ্ঞানেন্দ্র। তোমারই ত আলো—কি মুস্কিল!

কমলমণি। ভারি খারাপ লাগে আমার!

জ্ঞানেন্দ্র। কি খারাপ লাগে?

কমলমণি। তোমাদের এই ভণ্ডামি। বাবা কিন্তু খৃষ্টান হয়েছিলেন ধর্ম্মের জন্যে—বিয়ে করার জন্যে নয়।

জ্ঞানেন্দ্র। গুরুজন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চাই না—

কমলমণি। তোমরা সব ভণ্ড!

জ্ঞানেন্দ্র। (হাসিয়া) শুধু ভণ্ড—লণ্ডভণ্ড!

পুনরায় কমলমণি কার্পেটে এবং জ্ঞানেন্দ্র-মোহন কাগজে মন দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

কমলমণি। মায়েরই হয়েছে মুস্কিল! তিনি সেকেলে মানুষ— গোঁড়া বামুনের মেয়ে—কিছুতেই তিনি তোমাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছেন না! বেশী বাড়াবাড়ি তাঁর বরদাস্ত হয় না কিছুতে। বাবা খৃষ্টান হবার পর কিছুদিন ত তিনি আসেনই নি বাবার কাছে— জান ত এ কথা?

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি।

কমলমণি। এখনও তিনি মনে মনে গোঁড়া হিন্দুই আছেন। মা বলছিলেন, মধুস্থদন খৃষ্টানই হোক আর যাই হোক, কায়স্থ ত! সেই জন্যে মায়ের মনোগত ইচ্ছে নয় যে দেবুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়!

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ—ভাগ্যে আমি তাহলে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলুম বল!

কমলমণি। নিশ্চয়, অন্য জাত হলে মা কক্‌খনো বিয়ে দিতে রাজী হতেন না!

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা তোমার বাবা যে একটি হিন্দু বিধবা যুবতীকে এনে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে বাড়ীতে জিইয়ে রেখেছেন সেটির গতি কি হবে?

কমলমণি। শুনছি গোপালবাবু তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। কে—গোপাল মিত্তির—the famous scholar?

কমলমণি। শুনছি ত। যাই বল বাপু—লেখাপড়াই শেখ আর যা-ই কর তোমরা পুরুষরা ভারি হ্যাংলা!

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাংলা বললে একটু বেশী অবিচার করা হয় আমাদের ওপর। আমরা ঠিক কি জান? যাকে বলে Inquisitive! নতুন কিছু দেখলেই সেদিকে ছুটে যাই—সেটাকে উলটে পালটে নেড়ে চেড়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। বছর কয়েক আগে কোলকাতায় একবার বেলুন উড়েছিল—রবার্টসন সায়েব উড়িয়েছিলেন—উঃ সেদিনের কথাটা

এখনও আমার বেশ মনে আছে—সারা শহরময় সে কি হৈ চৈ—হেঁটে হেঁটে পায়ে ফোস্‌কা পড়ে গেল—ব্যাপার কি—না, একটা বেলুন উড়বে!

কমলমণি। আমাদের বিয়ে করাটা তাহলে সেই বেলুন দেখার মত?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে না, তা হতে যাবে কেন? কি মুস্কিল! আমাদের স্বভাবটা কি রকম তাই বলছিলাম—

কমলমণি। (মাথা নাড়িয়া) বুঝেছি—

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশভূষা হিন্দুভাবাপন্ন। পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি—মাথায় সিন্দুর—হাতে শাঁখা। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। তিনি আসিতেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও কমলমণি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী। কমলি! তুই দেখতো মা গিয়ে—চায়ের সব আয়োজন ঠিক মত হল কি না। আমি বাপু পাড়াগেঁয়ে মানুষ ওসব চা-টা করা আমার ঠিক আসে না। ওঁর ত কলেজ থেকে আসবার সময় হ'ল। সব ঠিকঠাক করে দে মা তুই।

কমলমণি। (সহাস্যে) চাকরটাকে বল না—সে ত সব জানে।

বিন্ধ্যবাসিনী। না বাছা—ও সব অনাচার আমি সইতে পারব না। মেলেচ্ছ চাকরের হাতে আমি খেতেও পারব না—কাউকে খেতে দিতেও পারব না। কি জাত তার ঠিক নেই!

কমলমণি। মা-কে নিয়ে আর পারা গেল না!

হাসিয়া চলিয়া গেলেন

বিন্ধ্যবাসিনী। তাছাড়া মেলেচ্ছই হোক আর যাই হোক—আমরা থাকতে চাকরে খাবার তৈরি করবে কেন—কি বল বাবা!

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাঁ—তাত ঠিকই।

বিন্ধ্যবাসিনী। আচ্ছা বাবা—রাজনারায়ণবাবুর ছেলে মধুসূদন ত দেবুকে বিয়ে করতে চাইছে—শুনেছ বোধ হয় সে কথা!

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছি। মধু ছেলে ভাল।

বিন্ধ্যবাসিনী। তা আমি জানি। কিন্তু শুধু ছেলে ভাল হলেই ত চলবে না—আরও অনেক জিনিষ ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত—ওরা কায়স্থ। খৃষ্টানই হোক আর যা-ই হোক রক্ত ত বদলাবে না! তার পর দ্বিতীয় কথা খৃষ্টান হওয়ার জন্যে ওর বাপ হয়ত ওকে ত্যাগ করবে। বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত যদি করে ওকে—ওর হাতে কি মেয়ে দেওয়া উচিত হবে?

জ্ঞানেন্দ্র। আমার হাতে মেয়ে দিয়েছেন তাহলে কি করে? আমিও ত বাবার মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টান হয়েছি।

বিন্ধ্যবাসিনী। তোমার কথা আলাদা! কত বড় বংশের ছেলে তুমি! তা ছাড়া তুমি বিলেতে যাবে—ব্যারিষ্টার হবে। মধু ত ছেলেমানুষ—লেখাপড়াই শেষ হয় নি এখনও ওর। মেয়ের ভবিষ্যৎ ত ভাবতে হবে।

জ্ঞানেন্দ্র। মধু পড়াশোনায় খুব ভাল—ও ছেলে উন্নতি করবেই। মধুর পড়াশোনার খরচ ত ওর বাবাই দিচ্ছেন। ত্যাজ্যপুত্র করবেন কেন?

বিন্ধ্যবাসিনী। এখন না হয় খরচ দিচ্ছেন—কিন্তু ধর যদি তাঁর একটি ছেলেই হয়—তখন? বিয়ে যখন করেছেন তখন ছেলে হবেই না'বা কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। মধু যে রকম ছেলে ওর ঠিক উন্নতি হবে। উনি যদি বরাবর ওকে পড়ার খরচ দেন—আর দেবেনই বা না কেন—ত্যাজ্যপুত্র করার কোন কথা ত শুনি নি।

বিন্ধ্যবাসিনী। ত্যাজ্যপুত্র করতে আর কত দেরী লাগে—করলেই হল। কিন্তু আসল কথা কি জান বাবা—আমরা নৈকষ্য কুলীনের বংশ—আমাদের বংশের মেয়েকে কায়স্থের হাতে দিতে কেমন যেন মন সরে না!

জ্ঞানেন্দ্র। দেবকীর ইচ্ছেটা কি?

বিন্ধ্যবাসিনী। মেয়ে ত মধুকে বিয়ে করবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছেন! কালে কালে কতই যে দেখব বাবা! (সহসা) যাই দেখি ওরা কতদূর কি করলে—ওঁর কলেজ থেকে ফেরবার সময় হল। তোমাকে কি চা পাঠিয়ে দেব, না উনি এলে একসঙ্গে খাবে?

জ্ঞানেন্দ্র। একসঙ্গেই খাব।

বিন্ধ্যবাসিনী চলিয়া গেলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছনে লম্বা বেণী দুলিতেছে। মেয়েটি রূপসী। স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের কমনীয় চটুলতা তাঁহাকে আরো মনোহারিণী করিয়াছে। তাঁহার হাতে একটা পুস্তক রহিয়াছে—শেলির কাব্যগ্রন্থ

দেবকী। বাজি জিতেছি—টাকা দিন।—এই দেখুন—'our' রয়েছে—

জ্ঞানেন্দ্র। তাই নাকি? কই দেখি?

দেবকী। এই যে—দেখুন,

পাঠ করিলেন

We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

এই দেখুন স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'our'। ছ'জায়গাতেই আছে!

জ্ঞানেন্দ্র। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) এটা কার edition? আমরা যে edition পড়েছিলাম তাতে ছুটো 'our' ছিল না! দেখি।

দেখিলেন

দেবকী। বা যে editionই হোক না—শেলীর কবিতার কথা কি বদলে যাবে! বাজি জিতেছি আমি—টাকা দিন—ওসব চালাকি চলবে না!

জ্ঞানেন্দ্র। নাও উপায় কি!

পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন

দেবকী। (উৎফুল্লকণ্ঠে) কেমন হারিয়ে দিলাম! ভারি যে তর্ক করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে!

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) আসল কথাটা বলি এবার তাহলে?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাব আমি আগেই জানতাম।

দেবকী। বাঃ—তাহলে বাজি রাখতে গেলেন কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। হেরে যাওয়ার জন্যে! শালীর কাছে হেরে যাওয়ার মধ্যে যে একটা কি বিরাট আনন্দ আছে—তা তুমি কি বুঝবে! That lift of your brow and lilt of your tone, the flickering smile on those naughty lips—এ সবের দাম যে পাঁচ টাকার চেয়ে

ঢের বেশী তা বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মধু would appreciate me.

দেবকী। যান—ভারি অসভ্য আপনি!

জ্ঞানেন্দ্র। হায়, সত্যিই যদি অসভ্য হতাম! এই সুসভ্য খৃষ্টান-ধর্ম্মের মহা একটা দোষ কি জান?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। এতে বহু-বিবাহ করতে দেয় না!

দেবকী। কেন, দিলে কি করতেন আপনি? বহু বিবাহ করতেন?

জ্ঞানেন্দ্র। বহু না করি—অন্তত আর একটা ত করতামই। মধুকে তাহলে কি ঘেঁষ্‌তে দিই তোমার কাছে!

দেবকী। যান—ভারি অসভ্য আপনি! এই নিন্ আপনার টাকা চাই না!

টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহিত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমোহন পাদরির পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন। মধুসূদনের অঙ্গে কিন্তু অতিশয় চটকদার পরিচ্ছদ। সাদা সিল্কের কাবা—তদুপরি নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত রঙীন শালের রুমাল। মাথায় উকিলদের ন্যায় শালের পাগড়ি। শালের রুমাল ও শালের পাগড়ি—বহুবর্ণ বিচিত্রিত। নানা রঙ্গে ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন। (সহাস্যে) দেখ, মধুর কীর্ত্তি দেখ!

জ্ঞানেন্দ্র। (সবিস্ময়ে) হঠাৎ এ বেশ কেন ! What is this ?

মধু। (সগর্ব্বে) Why this is our own national dress ! আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা এই পোষাকই পরে। আমাকে collegiate costume যদি পরতে না দেওয়া হয়—I must put on our own dress. I think there is no harm in it.

কৃষ্ণমোহন। There is much harm. College is not the place for displaying your fancy dress.

জ্ঞানেন্দ্র। ব্যাপার কি !

কৃষ্ণমোহন। ও কিছু নয়—ব্যাপার মিটে গেছে। It is one of his whims—আর কি ! (হাসিলেন) মধু ব'স—চা খেয়ে যেও। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া) Well, what's the matter ?

মধু। Look at the cheek of Dr. Whithers—our Principal ! বলে কিনা তুমি নেটিব ক্রিশ্চান তুমি কালো ক্যাসক্ অর্থাৎ European collegiate costume পরে আসতে পাবে না—তোমাকে সাদা ক্যাসক্ পরতে হবে ! Damn it. I told him straight that either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on my own national dress. I won't be treated shabbily. I don't care for the rules of this Bishop's College !

জ্ঞানেন্দ্র। Right you are—তুমি এই পোষাকেই কলেজে গেছলে নাকি আজ ?

মধু। Oh yes and there was a sensation !

জ্ঞানেন্দ্র। Very interesting—কি হল শেষ পর্যন্ত?

মধু। I think the authorities had to yield. Collegiate costume পরতে দিতে রাজী হতে হয়েছে!

জ্ঞানেন্দ্র। (মধুর পিঠ চাপড়াইয়া) বাঃ—এইত চাই!

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। ভেতরেই চা দেওয়া হয়েছে—মা আপনাদের আসতে বললেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। রাজপুত্র! দেখছ কি? রূপকথার real রাজপুত্র এসে হাজির হয়ে গেছে! (মধুর প্রতি) পক্ষীরাজটা কোথা রেখে এলে বন্ধু!

মধু। (সবিস্ময়ে) রেখে আবার আসব কোথায়! পক্ষীরাজ কি আস্তাবলে থাকে না কি! সে থাকে এইখানে- -(বুকে টোকা দিলেন) whether পক্ষীরাজ is carrying me or I am carrying পক্ষীরাজ that is a problem, indeed.

জ্ঞানেন্দ্র। সাধু, সাধু,—তোমরা নিভৃতে তাহলে একটু বিশ্রম্ভালাপ কর—আমি অপসৃত হয়ে পড়ি। ওখানে ত বিশেষ সুবিধে হবে না।

হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

মধু। কেমন দেখাচ্ছে বল ত আমাকে এই পোষাকে!

দেবকী। সুন্দর মানিয়েছে—সত্যি রাজপুত্রের মতই দেখাচ্ছে।

মধু। I wonder when my princess will awake!

দেবকী। শিগ্‌গির চল—ভারি লজ্জা করছে আমার—

মধু। তোমার লজ্জা লজ্জা মুখখানি ভারি সুন্দর দেখায়। আজ

কুমারস্বামীর কাছে কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ছিলাম। তোমাকে দেখে তার দু' লাইন মনে হচ্ছে—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং

দেবকী। (হাসিয়া) আমি চললাম তাহলে !

মধু। না, যেও না—শোন তোমার বাবা মা আমাদের বিয়ের সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন তাত এখনও জানতে পারলাম না কিছু।

দেবকী। (মুচকি হাসিয়া) শুনলাম তুমি কায়স্থ বলে মা আপত্তি করছেন।

মধু। What ! কায়স্থ ! I am no more কায়স্থ now than she is Brahmin. We are all Christians—sailing on the same boat ! Are we not ?

দেবকী। মা ভয়ানক গোঁড়া যে !

মধু। But this won't do—I must have you. I must speak to Rev. Banerjee to-day.

দেবকী। না—আজ ওসব ব'লো না বাবাকে আমার সামনে—অন্য সময় ব'লো—ভারি লজ্জা করবে আমার ! তুমি এস—আমি চল্লাম—

চলিয়া গেলেন

মধু। শোন—শোন—দেবকী একটা কথা।

দেবকী। (নেপথ্য হইতে) এখন নয়—পরে। তুমি এসো—

ক্ষুব্ধ মধু দেবকীর অনুসরণ করিতে যাইবেন এমন সময়ে গৌরদাস বসাক আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। Hallo—গৌর—হঠাৎ এ সময় !

গৌর। I hope you will excuse this intrusion into your Heaven, my friend কলেজে গিয়ে তোমার খোঁজ না পেয়ে

খেয়ে এখানে এলাম—শুনলাম তুমি রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জির সঙ্গে এই-দিকেই এসেছ। I hope I am not unwelcome.

মধু। You are always welcome, Gour.

গৌর। কিন্তু তোমার একি বেশ! এই পোষাকেই কলেজে যাও নাকি আজকাল? অথবা দেবী আরাধনার জন্যে এই বৈচিত্র্য!

মধু। Leave my dress alone—সে অনেক কথা—পরে বলব। বাড়ীর খবর কি? খিদিরপুরে গিয়েছিলে আর?

গৌর। হাঁ—প্রায়ই যাই। তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন শুনেছ ত?

মধু। শুনেছি। মা কেমন আছেন?

গৌর। Need you ask that? তিনি বেঁচে আছেন এই পর্য্যন্ত! মায়ের কথা থাক এখন—তোমার এদিককার খবর কি! Are you seriously in love with Miss Banerjee? Are you going to marry her?

মধু। I don't know whether I am seriously in love with her. But I want to marry her—she is a cultured girl—fit to be my companion.

গৌর। Are you not sure about your love?

মধু। I am not sure about anything now—Gour; আমি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারব না ভাই তোকে। (সহসা তাহার দুইটি হাত ধরিয়া) ভাই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়! আমার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals are treating me shabbily—বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল—but now they are very cold about it—I

have practically given up all hopes. But go to England I must.

গৌর। খৃষ্টান হয়ে লাভ হয়েছে বল।

মধু। লাভ যে হয় নি তা নয়—I have come in contact with eminent scholars—I am studying Greek, Latin and Sanskrit—কিন্তু শান্তি নেই আমার—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছল ভাই! আবার হিন্দু হওয়া যায় না! Is there no respectable way? প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না! That's a degrading process.

গৌর। ওসব কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই।

মধু। I know.

খানসামা জাতীয় একটি ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সাহেব ডাকছেন—

মধু। হাঁ যাচ্ছি—যাও তুমি—

ভৃত্য চলিয়া গেল

গৌর। তাহলে তুমি যাও—আমি আর একদিন আসব!

মধু। আসিস্—নিশ্চয় আসিস—please don't forget.

গৌর। আসব! যাই এখন—Good Bye (মুচকি হাসিয়া) Wish you all success with Miss. Banerjee.

সাহেবী কায়দায় করমর্দ্দন করিয়া গৌরদাস বিদায় লইতেছিলেন—এমন সময় মধুসূদন তাহাকে আবার ডাকিলেন

মধু। গৌর—শোন ভাই।

গৌর। (ফিরিয়া আসিয়া) কি?

মধু। তুই মাকে একটু দেখিস ভাই—বুঝিয়ে বলিস—যাস্ মাঝে মাঝে—বুঝলি ?

গৌর। আচ্ছা—

গৌরদাস চলিয়া গেলেন। মধুসূদন তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অষ্টম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ীর বৈঠকখানা। বৈঠকখানা-গৃহের প্রকাণ্ড মেজেতে বিস্তৃত ফরাস বিছানো। বাঈনাচ হইতেছে। দত্ত মহাশয় তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলার নল হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন। সুরাপানের সমস্ত সরঞ্জাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। আতর-দান, গোলাপ-পাশ, পানের বাটা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিষই বর্ত্তমান। একজন মুসলমান বাঈজি গান গাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে একজন সারেঙ্গি ও দুইজন তবল্‌চি বাজাইতেছে। বাঈজি নৃত্যসহযোগে একটি উর্দ্দু গান গাহিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। 'কেয়াবৎ', 'বাহবা' প্রভৃতি উৎসাহবাণী দ্বারা সকলেই গায়িকাকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছেন। দত্ত মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। তিনি মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছেন ও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নাচ গান হইবার পর গায়িকা উপবেশন করিল। দুই-একজন তাহাকে রুমালে টাকা বাঁধিয়া 'প্যালা' দিলেন

১ম ভদ্রলোক। (এক পাত্র পান করিয়া) যাই বল দাদা, এর কাছে

থিয়েটার ফিয়েটার কিছু লাগে না—যদিও আজকাল থিয়েটার একটা ফ্যাসান বটে।

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঃ—কিসে আর কিসে!

রাজনারায়ণ। আমার ত এই বেশী ভাল লাগে!

১ম ভদ্রলোক। এতে একটা সত্যিকারের খাঁটি প্রাণ রয়েছে—নকল কিছু নেই। আর থিয়েটারের হ'ল সবটাই নকল। থিয়েটারের চেয়ে কবির লড়াই ঢের ভাল। দাশু রায় মাৎ করে দেয়।

তৃতীয় ভদ্রলোক। তা ছাড়া আমাদের ভাল নাটক কোথা! সুঁড়োর বাগানে সেবার প্রসন্ন ঠাকুর থিয়েটার করালেন—নাটক উত্তররামচরিত—অনুবাদ করেছেন শুনলাম কে এক উইলসন সায়েব!

২য় ভদ্রলোক। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করলে সায়েবে—তার অভিনয় হল সুঁড়োতে—হা—হা—হা—

রাজনারায়ণ। কিন্তু সায়েবদের নিজেদের যে থিয়েটারটা আছে সেটা ভাল।

১ম ভদ্রলোক। হতে পারে ভাল, কিন্তু ওসব ইংরিজি মিংরিজি শুনে তেমন জুৎ হয় না ভায়া। অর্থাৎ ঠিক কি রকম জান? অপরকে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে নেওয়ার মত, অর্থাৎ সে যদি ঠিক জায়গাটাতে চুল্‌কোতে না পারে সে যেমন একটা অস্বস্তি হয়, এ অনেকটা তাই—সেজেগুজে সব আসছে যাচ্ছে হাত-পা নাড়ছে—বোঝা যাচ্ছে না অথচ কিছুই! ও আমাদের পোষায় না।

তৃতীয় ভদ্রলোক। যাক—আর বাজে কথায় কাজ কি! বিবিজান, তুমি আর একটা সুরু কর। কি বলেন দত্তমশায়?

রাজনারায়ণ। বেশ ত—হোক না আর একখানা—

দত্ত মহাশয় আর এক পাত্র পান করিলেন। সারেঙ্গীবাদক ও তবল্‌চি সুর মিলাইতে লাগিল। বাঈজী অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান ধরিয়াছে, ঠিক এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে সবেগে রঘু নামক ভৃত্যটি আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। বাবু, শিগ্‌গির ভেতরে চলুন—মা মূর্চ্ছা গেছেন!

রাজনারায়ণ। কে, বড় বউ?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। কি হ'ল আবার! যা—আমি আসছি। (অতিথিগণের প্রতি) আপনারা তাহ'লে বসুন একটু—আমি আসছি এখনি।

আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে শশব্যস্তে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

এ কি তুমি কখন এলে!

আত্মীয়। খানিকক্ষণ হ'ল এসেছি—আপনি একবার চলুন ভেতরে মধুর মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

রাজনারায়ণ। এ ত একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

রাজনারায়ণ ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

১ম ভদ্রলোক। এঃ—এ ত ভারি রসভঙ্গ হ'ল হে!

২য় ভদ্রলোক। অসুখের ওপর ত আর হাত নেই।

তৃতীয় ভদ্রলোক। রাজনারায়ণবাবু কেমন মন-মরা হয়ে আছেন দেখেছ? এমন একটা মাইফেলি লোক, কেমন যেন হয়ে গেছেন?

২য় ভদ্রলোক। মদের মাত্রাটাও বাড়িয়েছেন—

১ম ভদ্রলোক। বাড়াবে না—বল কি! একমাত্র ছেলে খৃষ্টান হয়ে গেল! ছেলে ব'লে ছেলে—ছেলের মত ছেলে! ছেলে হবার আশায় আরও দু-দুবার বিয়ে করলেন, কিন্তু সেদিকেও ত বিশেষ আশাভরসা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং মদের মাত্রা বাড়বে বই কি!

তৃতীয় ভদ্রলোক। শুনেছি নাকি ওঁর প্রথম স্ত্রী অভিশাপ দিয়েছেন যে, যতই না কেন উনি বিয়ে করুন, ছেলে আর হবে না ওঁর।

২য় ভদ্রলোক। ওসব বাজে কথা! (মদ্যপান) তুমি থামলে কেন বিবিজান—চলুক না ততক্ষণ—বাবুজি আসছেন এখুনি।

বাঈজি আবার গান সুরু করিতে যাইতেছে এমন সময় রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। বাবু এখন গান বাজনা বন্ধ রাখতে বললেন—অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

১ম ভদ্রলোক। তাই না কি!

২য় ভদ্রলোক। তাহলে ত উঠতে হয়।

তৃতীয় ভদ্রলোক। এঃ—এমন আসরটা মাটি হ'ল!

১ম ভদ্রলোক। (বাঈজীর প্রতি) আর একদিন হবে, আজ চললাম তাহলে। আদাব!

বাঈজি। আদাব—

প্রথমে ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে সকলেই বাঈজীর নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে বাঈজিও সদলবলে প্রস্থান করিলেন। রঘু জিনিষপত্র সরাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একটু পরেই রাজনারায়ণবাবু ও সেই আত্মীয়টি আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মূর্চ্ছা ত ভেঙে গেল—এদের না যেতে বললেই হ'ত! হ্যাঁ, মধুর কথা কি বলছিলে তুমি? ওরে তামাক দে—

রঘু আলবোলাটা আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজনারায়ণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতেই আত্মীয়টিও অদূরে উপবেশন করিলেন

আত্মীয়। মধুর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনি—তাতে লজ্জায় মাথাকাটা যায়! ওকে আপনার একটু সাবধান করা দরকার।

রাজনারায়ণ। কি শোন তার সম্বন্ধে?

আত্মীয়। সে সব এমন কথা যে উচ্চারণ করাই শক্ত!

রাজনারায়ণ। যে কথা উচ্চারণই করতে পারবে না সে কথা বলতে এসেছ কেন?

আত্মীয়। মানে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর কি!

রাজনারায়ণ। সে ত আর নতুন কথা নয়—ও ত চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল—এটা উচ্ছৃঙ্খলতারই যুগ।

আত্মীয়। তবু সব জিনিষেরই একটা সীমা থাকা দরকার ত—

রাজনারায়ণ। উচ্ছৃঙ্খলতা জিনিষটা আপনিই কিছুদিন পরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে! ও নিয়ে বেশী হৈ চৈ করাটা বোকামি!

আত্মীয়। তবু—

রাজনারায়ণ। (একটু বিরক্তভাবে) এ নিয়ে তোমার এত শিরঃপীড়া কেন?

আত্মীয়। আমাদের ত শুনতে হয়—লোকের মুখ ত বন্ধ করা যায় না।

রাজনারায়ণ। নিজের কান বন্ধ করলেই পার—কানে তুলো দিয়ে থাকলেই হয়! আমাকে এসে বলছ কেন? আমি কি করতে পারি!

আত্মীয়। বাঃ—আপনি না পারলে আর পারবে কে?

রাজনারায়ণ। না, আমি পারব না। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির। তার ওপর তোমরা যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তাহ'লে ত পাগল হয়ে যাব আমি।

আত্মীয়। কি মুস্কিল! আপনাকে বিরক্ত করাই কি আমার উদ্দেশ্য না কি! মধুর সম্বন্ধে নানারকম কুৎসিত জিনিষ শুনছি, সেটা আপনাকে জানানো কর্ত্তব্য মনে করি। মধু যে এসব ক'রে বেড়াচ্ছে—সে ত আপনার অর্থেই!

রাজনারায়ণ। (স-ক্রোধে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার অর্থেই! আমার টাকা আছে আমার ছেলেকে তা যত খুশী দেব এবং সে যেমন খুশী তা খরচ করবে! তোমার তাতে কি?

আত্মীয়। (সক্ষোভে) আমার কিছুই নয়—আপনাদেরই ভালর জন্যে বলা!

রাজনারায়ণ। না, আমার ভাল করতে হবে না তোমাকে—এ রকম্ হিতৈষণা বরদাস্ত হবে না আমার। ও নিয়ে আর কোন কথা ব'লো না আমাকে!

আত্মীয়। (এইবার একটু চটিয়াছিলেন) সমাজে থাকতে গেলে এসব শুনতে হবে বই কি। তাছাড়া, আর একটা কথাও আপনাকে জানানো দরকার। মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, কিন্তু তবু না কি সে বাড়ীতে যাতায়াত করে—আপনাদের সঙ্গে একই বাসনপত্রে খাওয়া দাওয়া সবই চলে—এ নিয়ে অনেকে—

এইবার রাজনারায়ণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

রাজনারায়ণ। তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয় হে! বাড়াচড়াও হয়ে উপদেশ দিতে এসেছ! আমার ছেলে আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করবে না ত কার বাড়ীতে করবে? এ নিয়ে কে কি বলছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার অবসর আমার নেই! তাছাড়া দুশ্চিন্তা বা কিসের? এই লক্ষ্মীছাড়া সমাজের মেরুদণ্ড ব'লে কিছু আছে নাকি! যার টাকা তারই সমাজ। টাকা সম্প্রতি আমার যথেষ্ট আছে, সুতরাং কোন ব্যাটারাই তোয়াক্কা করি না আমি। যাও—তুমি আমায় বিরক্ত ক'রো না!

আত্মীয়। না, বিরক্ত করব কেন? পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম। আপনার ভাল যদি না লাগে আমি আর কি করব বলুন। সত্য সর্ব্বদাই অপ্রিয়—

রাজনারায়ণ। এ ছাড়া তোমার আর যদি কোন বক্তব্য না থাকে—তুমি যেতে পার।

আত্মীয়। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হ্যাঁ, যাব বই কি—আপনার বাড়ীতে থাকতে আমি আসি নি—থাকবার প্রবৃত্তিও নেই।

সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ ক্ষুব্ধ চিন্তিতমুখে আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন। একটু পরেই মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাহেবী পোষাক। ফ্রক কোট্—বিভার হ্যাট্......মুখে চুরুট

মধু। Good evening, father. How do you do ?

রাজনারায়ণ দুই তিনবার তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন—তাহার পর বলিলেন

রাজনারায়ণ। মধু, শুনছি তুমি আজকাল বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছ ?

মধু। (সবিস্ময়ে) বাড়াবাড়ি ! What do you mean ?

রাজনারায়ণ। (সজোরে) I mean বাড়াবাড়ি—বাংলা ভুলে গেছ না কি !

মধু। Excuse me—বুঝতে পারছি না ঠিক।

রাজনারায়ণ। তা পারবে কেন ! অথচ তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালপালা হয়ে গেল !

মধু। উচ্ছৃঙ্খলতা ! Well, I have done nothing unusual recently—আমি মদ খাই—সে আপনি জানেন। পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়েও হয় ত আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, I prefer to be clad like a gentleman. I spend a penny too much perhaps on dress ! এর বেশী ত আর কিছু করি না !

রাজনারায়ণ। তবে তোমার নামে আত্মীয়স্বজনেরা নানা কথা বলে কেন ?

মধু। Because they are heathen rascals.

এই কথায় রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Heathen rascals !—খৃষ্টান হয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ত দেখছি ! Don't you know, you swine, that all your Christian glare has been bought by money earned by your heathen father ?

মধু। (অপ্রতিভ হইয়া) I am sorry father—I withdraw it.

রাজনারায়ণ। Withdraw it! এসো না আর এ বাড়ীতে। তোমার টাকা—the only tie between you and me now—I shall send—আস কেন এখানে?

মধু। আসি মাকে দেখতে।

রাজনারায়ণ। যখন খৃষ্টানই হয়ে যেতে পেরেছ, তখন মায়ের প্রতি অত টান কেন? She is heathen too!

মধু। আমি ছাড়া এখন যে আর মায়ের কেউ নেই—

রাজনারায়ণ। তার মানে?

মধু। তার মানে ত' আপনার জানা উচিত। শুনলাম আপনি আবার নাকি বিয়ে করবার আয়োজন করছেন!

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়। বিয়ে আমি ক্রমাগত করে যাব যতক্ষণ না আমার আবার ছেলে হয়!

মধু। কেন, আমি কি আপনার ছেলে নই!

রাজনারায়ণ। ছেলে ছিলে, কিন্তু এখন তুমি আমার কেউ নও। A Christian son is no good to a Hindu father—a heathen father!

রঘুর পুনঃ প্রবেশ

রঘু। মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন!

মধু। কি হয়েছে মায়ের?

রাজনারায়ণ। তুই যা—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

মধু। কি হয়েছে মায়ের?

ভিতরের দিকে যাইতে উদ্যত

রাজনারায়ণ। You need not be anxious for a heathen woman.

তাহার পথ রোধ করিলেন

মধু। আমাকে যেতে দেবেন না ভেতরে ?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। যেতে দিন আমাকে—

রাজনারায়ণ। (চীৎকার করিয়া) না—না—না—যেতে দেব না! Out you go—there's the door.

দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। মধু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

নবম দৃশ্য

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর ড্রয়িং-রুম। সন্ধ্যাকাল। ঘরের এক কোণে দেবকী অর্গানে একটি ইংরাজী গৎ বাজাইতেছেন। মধুসূদন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা শুনিতেছেন। মধু কিন্তু কেমন যেন অস্থির হইয়া রহিয়াছেন—মাঝে মাঝে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে খানিকক্ষণ পায়চারি করিতেছেন। আবার বসিতেছেন—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বাজনা শুনিতেছেন—আবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি। মধুর পরিধানে সায়েবি পোষাক—রীতিমত স্যুট। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঢিলা পায়জামা পরিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ বাজাইবার পর দেবকী থামিলেন ও অর্গান হইতে উঠিয়া আসিলেন। দেবকীও বেশ সুসজ্জিতা।

মধু। Splendid!

দেবকী। এটা এখনও perfect হয় নি—নতুন শিখেছি এটা। আপনারা বসুন—আমি দিদিকে ডেকে আনি!

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (সহাস্যে) You are rather impatient to-day, Modhu! ব্যাপারটা কি?

মধু। There is a limit to my patience, I am tired of waiting.

জ্ঞানেন্দ্র। সত্যিই কি এই বালিকাটিকে এত ভালবেসেছ যে, আর তর সইছে না!

মধু। ভালবাসার কথা ছেড়ে দিন—leave that alone. As a matter of principle, I should marry her. But I am very much afraid I shall be disappointed here too. (সহসা) You know, the gentleman who gave me hopes about England has backed out now. I have been cheated outright! এখানেও আমার সেই দশা হবে—I am afraid. শুনছি নাকি দেবকীর মা এখন বলছেন যে আমি কায়স্থ—আমার হাতে মেয়ে দেবেন কি ক'রে! What nonsense is this?

জ্ঞানেন্দ্র। ও কিছু নয়—রেভারেণ্ড ব্যানার্জি যদি মত করেন সব ঠিক হয়ে যাবে! You just tell him.

মধু। তাঁকে বলেছি অনেকবার। কিন্তু তিনি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলেন না! তাঁকে বললেই বলেন—I shall think about it to-morrow:

To-morrow and to-morrow and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death.

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেবকী আসিতেই মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

জ্ঞানেন্দ্র। বন্ধ করলে কেন, চলুক!

মধু। না, তার চেয়ে let us have another tune.

জ্ঞানেন্দ্র। বেশ! If it so pleases you—দেবকী সুরু কর। দিদি কোথা?

দেবকী। দিদি কাট্‌লেট্ ভাজছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। অর্থাৎ তিনি আর একপ্রকার রস-সৃষ্টি করছেন—fine! মা ফেরেন নি এখনও?

দেবকী। না।

মধু উঠিয়া আবার পদচারণা করিতে লাগিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। রেভারেণ্ড ব্যানার্জিও লাইব্রেরিতে, সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়! Let us have organ first—then Modhu's recitation—and cutlets last of all. মধু তোমাকে কিন্তু recitation করতে হবে। হিন্দু কলেজে তোমার recitation-এর নাম ছিল খুব। নাও দেবকী, সুরু কর।

দেবকী একটু মুচকি হাসিয়া অর্গানে গিয়া বসিলেন ও আর একটি গৎ সুরু করিলেন

আরে, শুধু নিরামিষ বাজনা কি ভাল লাগে—গানও হোক না একখানা।

দেবকী ঘাড় ফিরাইয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন ও তৎপরে একটি ইংরাজী গান ধরিলেন। মধু পদচারণা করিতে লাগিলেন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাগজে মনোনিবেশ করিলেন। গান শেষ হইলে মধু কথা কহিলেন

মধু। Fine!

জ্ঞানেন্দ্র। এইবার তুমি একটা শোনাও ভাই—

মধু। কি শোনাব?

জ্ঞানেন্দ্র। যা তোমার খুশী! তোমরা পরস্পরকে যা শোনাবার শুনিয়ে যাও—আমি ত উপলক্ষ মাত্র!

হাসিলেন

মধু। আমার যা খুশী! আচ্ছা, শুনুন তবে—

Quisquis es, haud, credo invisus caelestibus auras

জ্ঞানেন্দ্র। আরে থাম, থাম—এ কি

মধু। This is Latin—ÆNEID of Virgil.

জ্ঞানেন্দ্র। সর্ব্বনাশ! দরকার নেই ওতে—বাঙলায় কিছু বলো—

মধু। বাঙলায়? Is there anything worth reciting in Bengali? Do you want me to recite from পাঁচালি?

হাস্য

দেবকী। (জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে) মিল্টন থেকে কিছু বলতে বলুন না ওঁকে—

জ্ঞানেন্দ্র। আপনিই বলুন না মশায়

মধু। Milton?

জ্ঞানেন্দ্র। এমন একটা কিছু বল ভাই, যা বুঝতে পারি!

মধু পিছনে দুই হস্ত নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ পদ-চারণা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—

মধু। শোন তাহলে—This is from Paradise Lost.

Exile from Eden—

High in front advanced
The brandished sword of God before them blazed
Fierce as a comet; which with torrid heat,
And vapour as the Libyan air adust,

Began to parch that temperate clime : whereat
In either hand the hast'ning angel caught
Our lingering parents, and to the eastern gate
Led them direct, and down the Cliff as fast
To the subjected plain : then disappeared.
They looking back all th' eastern side beheld
Of Paradise, so late their happy seat,
Waved over by that flaming brand the gate
With dreadful faces thronged and fiery arms :
Some natural tears they dropped, but wiped them soon
The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide.
They, hand in hand, with wand'ring steps and slow
Through Eden took their solitary way.

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পাদরির পরিচ্ছদ—বগলে দুইখানি বই ও একটী ফাইল। তিনি মধুকে দেখিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন ও তাহার পর পাদরির শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিয়া মস্তকের টাকে একবার হাত বুলাইলেন। তৎপরে দেবকীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন

কৃষ্ণমোহন। এগুলো নাও ত মা। ফাইলটা ভাল করে ধ'রো—Loose কাগজপত্র আছে ওতে—বিবিধার্থ সংগ্রহের ফাইল ওটা।

দেবকী কাগজপত্র লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। দেবকী চলিয়া গেলে কৃষ্ণমোহন মধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন।

মধু, I want to speak to you—privately.

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দিকে চাহিলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আপনারা এইখানেই কথা-বার্ত্তা বলুন—আমি ভিতরে যাচ্ছি।

চলিয়া গেলেন

মধু। (সবিস্ময়ে) কি বলবেন আমাকে?

কৃষ্ণমোহন। তুমি কাল কলেজে কি করেছ?

মধু। কলেজে? কখন?

কৃষ্ণমোহন। কলেজে ঠিক নয়—খাবার সময়—

মধু। Oh, I see.

কৃষ্ণমোহন। You should be ashamed.

মধু। Ashamed? Why? খাবার পর প্রত্যেক student-কে wine দেওয়া নিয়ম—that is our legitimate due. Why will that rascal of a steward refuse to give us our share?

কৃষ্ণমোহন। He did not refuse—মদ আর ছিল না—that is a fact—ফুরিয়ে গিয়েছিল।

মধু। ফুরিয়ে গিয়েছিল? সায়েবদের বেলায় ফুরোয় না, আর Indian student-দের বেলাতেই ফুরিয়ে যায়? I won't tolerate this injustice. I am simply fed up with the distinction they make between black skin and white skin.

কৃষ্ণমোহন। তাই বলে তুমি খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার ক'রে উঠে আসবে?

মধু। I repent, I did not smash the head of that rascal.

কৃষ্ণমোহন। No, I cannot approve this unmannerly attitude—আর একটা কথা শুনলাম, তুমি নাকি বই বাঁধা দিয়ে টাকা ধার কর?

মধু। Yes, I do—but I need a lot of money to live like a gentleman here. This Bishop's College is very much expensive.

কৃষ্ণমোহন। (মাথা নাড়িয়া) You will be in deep waters if you do not check yourself, boy.

মধু। (হঠাৎ) আমি একটা কথা আপনাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করতে চাই—

কৃষ্ণমোহন। কি কথা?

মধু। আমি যখন ক্রিশ্চান হইনি তখন যাঁরা আমায় আশা দিয়েছিলেন যে, ক্রিশ্চান হ'লে আমাকে বিলেতে নিয়ে যাবেন এখন তাঁরা সবাই সরে দাঁড়িয়েছেন। আমার ক্রিশ্চান হওয়ার আর একটা কারণ ছিল—I wanted to marry your daughter দেবকী; you knew it and gave me hopes. May I know when are we going to be married?

কৃষ্ণমোহন। সমস্ত দেখে শুনে তোমার সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়েছি!

মধু। হতাশ হয়েছেন? কেন?

কৃষ্ণমোহন। To be very candid—তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে দেবকীকে আমি দিতে পারব না। তাছাড়া খিদিরপুরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল এখনি—তিনি বললেন তোমার বাবা নাকি তোমার খরচ দেওয়া বন্ধ করবেন! Naturally I cannot

marry my daughter with a thoughtless and penniless young man. You drink too much.

মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল

মধু। May I ask you one question, Sir? Are you not a disciple of famous Derozio? Is he not the man who made drinking a fashion amongst us? Is it not a fact that you yourself drank, ate beef and were turned out of your own home? আপনি আমাকে বলছেন উচ্ছৃঙ্খল মাতাল!

কৃষ্ণমোহন। I don't like to discuss these things with a youngster like you. But know it, my boy, that all the disciples of Derozio are the leading men of Bengal to-day. They are the flowers of the country.

মধু। ও সব কথা যাক্! আমি জানতে চাই দেবকীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন কি না!

কৃষ্ণমোহন। দিতে পারি, যদি তুমি solemnly promise কর যে জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না।

মধু। I am too green a Christian yet to make such a false promise. Then, this is final?

কৃষ্ণমোহন। নিশ্চয়।

দেবকী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দেবকী। বাবা, আপনি কাপড় বদলাবেন না?

কৃষ্ণমোহন। হ্যাঁ, চল যাই।

মধুসূদন নিমেষের জন্য দেবকীর দিকে একবার তাকাইলেন। কি যেন তাহাকে বলিতে গেলেন—তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া টেবিল হইতে বিভার হ্যাটটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন

মধু। চললাম তাহলে—Good night.

চলিয়া গেলেন—পিতা-পুত্রী পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

দ্বিতীয় বিরতি

দশম দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস, ভূদেব ও ভোলানাথ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। সকলেরই বয়স বাড়িয়াছে। গোঁফ গজাইয়াছে।

ভোলানাথ। সত্যি, মধু মাদ্রাজে চলে গেছে—এ কথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

ভূদেব। তিন-চার বছর হয়ে গেল, না?

গৌর। তা হ'ল বই কি—! তোমার হাতে কি কাগজ হে ওখানা?

ভোলানাথ। 'হরকরা'—আমাদের রামগোপাল ঘোষ এতদিন পরে অপমানের শোধটা তুলেছে। I am glad that British Indian Association is going to be established.

ভূদেব। টমসন সায়েবের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' আর দ্বারিক ঠাকুরের Bengal Landholders' Association—এই দুটি বুঝি amalgamated হ'য়ে গেল? কোন্ অপমানের কথাটা তুমি বলছ?

ভোলানাথ। বাঃ—মনে নেই? সায়েবরা রামগোপাল ঘোষকে Agri-horticultural Society-র সহকারী সভাপতির পদ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল!

ভূদেব। হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে।

গৌর। সায়েবরা ওর ওপর চটেছিল সেই Black act-এর ব্যাপারে! ভালই হ'ল, এসোসিয়েশন্‌টা হয়ে। এতদিনে আমাদের নিজেদের একটা জোর হ'ল—আমাদের নিজেদের কথা গুছিয়ে বলবার উপায় ছিল না! Association is a necessity.

ভোলানাথ। Certainly—আর ভাল ভাল লোক রয়েছেন এতে—দেবেন ঠাকুর—রাধাকান্ত দেব—জয়কেষ্ট মুখুজ্যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। The best men of the country are going to be assembled to uphold the cause of the native people.

গৌরদাস। তোমার native people কথাটায় মনে পড়ল—our মধু fought for this very word in Madras.

ভূদেব। কি রকম?

গৌরদাস। মাদ্রাজে দেশীদের বলত native man আর সায়েবদের বলত European gentleman. মধু খবরের কাগজে লেখালেখি করে native man কথাটা তাড়িয়েছে সে দেশ থেকে!

ভোলানাথ। ও ত সেখানে মাস্টারি করে, না?

গৌর। হ্যাঁ, খৃষ্টানদের একটা male orphan asylum আছে, সেইখানে চাকরি করে। কয়েকটা কাগজেও লেখে—Madras Circulator, Hindu Chronicle, Spectator, Athenæum—এই সব কাগজে ওর লেখা থাকে। Timothy Penpoem ত ওরই ছদ্মনাম। Circulator কাগজে ওর Visions of the Past পড় নি?

ভূদেব। যেটা ওর Captive Lady-র শেষে আছে?

গৌর। হ্যাঁ।

ভূদেব। না, Circulator-এ পড়িনি। তবে বইটাতে পড়েছি।

ভোলানাথ। সে ত সেখানে বিয়ে করেছে শুনেছি।

গৌর। Oh, yes—not a কালা মেমসায়েব—but a real Scotch girl.—মিস্ ম্যাক্টাভিস্ রেবেকা! He procured his wife from the female section of the orphan school.

হাস্য

ভোলানাথ। And this is quite befitting Madhu. Really I respect the revolutionary in him—always after adventures.

ভূদেব। কিছুদিন আগে সে মাদ্রাজ থেকে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল—প্রকাণ্ড চিঠি। তাতে আমাকে অনুরোধ করেছিল তার Captive Lady-র ওপর সংস্কৃত বই থেকে যজ্ঞ টজ্ঞ বিষয়ে note লিখে দিতে। He wanted to republish the book.—আমার আর সময় হয়ে উঠল না!

ভোলানাথ। I wonder if he is happy there.

গৌর। কি জানি—আজকাল চিঠিপত্রও লেখে না আর। বহুদিন তার চিঠি পাই নি।

ভূদেব। সে বেঁচে আছে কি না—তাই ত অনেকে সন্দেহ করছে। শুনেছি তার আত্মীয় স্বজনেরা নাকি—

গৌর। His relatives are rogues! মধু যে বেঁচে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! You can feel his fist in Hindu Chronicle of which, I think, he is the editor. I read the paper regularly.

ভোলানাথ। কতদিন তার খবর পাও নি?

গৌর। তা প্রায় বছর দুই হবে! অথচ—he sends the paper Hindu Chronicle to me regularly.

ভোলানাথ। সে আমাদের একদম ভুলে গেছে।

ভূদেব। I am sorry for his mother—জীবন্মৃত হয়ে আছেন শুনলাম।

ভোলানাথ। ওর বাপও কেমন যেন হয়ে গেছেন আজকাল।

গৌর। ভদ্রলোক আরও তিন-তিনবার বিয়ে করলেন কিন্তু একটাও ছেলে হ'ল না! What a pity!

ভূদেব। সত্যি মধু যদি ক্রিশ্চান না হ'ত! আমরা একটা জিনিয়াস্ হারালাম। তা না হ'লে বাঙালীর ছেলে হয়ে ইংরিজিতে Captive Lady-র মত একখানা বই লিখতে পারে? বাঙলা ভাষায় যদি ও লিখত! মাদ্রাজে অত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েও Captive Lady-র মত একখানা বই লিখেছে—Just think of it.

ভোলানাথ। It rose as an Aurora Borealis from amidst the stern cold of want and poverty! আরে বাবা, আমাদের কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুরুচরণ দত্ত, ও-সি-দত্ত—আরও সব কে কে যেন ইংরেজিতে কবিতা লিখেছে—but Madhu distances them all. ও বাঙলা লিখলে বাঙলা ভাষার চেহারা বদলে যাবে। বিশেষত কবিতার। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তবু গদ্যটার অনেকটা পঙ্কোদ্ধার করেছে! উঃ, কি গদ্যই ছিল আমাদের! পাষণ্ডপীড়ন, প্রতাপাদিত্য-চরিত, বেদান্তচন্দ্রিকা—কি সঙীন ভাষা হে!

গৌরদাস। মধু বাঙলা লিখলে অদ্ভুত কাণ্ড হয়। তুমি যা বলেছ বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'বোধোদয়' বাংলা গদ্যের ভোলটা ফিরিয়েছে। কিন্তু বাঙলা কবিতা এখনও সেই—দাশু রায়ের পাঁচালি, আর ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস!—We are sick of it. Shakespeare, Milton পড়বার পর এসব অত্যন্ত tame মনে হয়। মধু বাঙলা লিখলে নতুন কিছু পেতাম আমরা! His imagination has a Miltonic grandeur. মধুর কিন্তু বাঙলা ভাষার দিকে একটু যেন খেয়াল হয়েছিল কিছুদিন আগে—

ভূদেব। কি ক'রে বুঝলে?

গৌরদাস। প্রথম প্রথম ও যখন চিঠি লিখত আমায় মাদ্রাজ থেকে তখন হঠাৎ একটা চিঠিতে ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ চেয়ে পাঠিয়েছিল। This shows that he at least developed an interest for Bengali literature.

ভূদেব। তাছাড়া এই 'হরকরা'তেই ওর Captive Lady-র যা সমালোচনা বেরিয়েছিল তাতেও ওর মনে আঘাত লাগবার কথা।

ভোলানাথ। 'হরকরা'র কথা আর ব'ল না! 'হরকরা' is after all 'হরকরা'—সে কাব্যের কি বোঝে হে! 'হরকরা' গেছেন মধুর কাব্যসমালোচনা করতে! Look at its cheek!

গৌরদাস। মধু তাতে মোটেই দমে নি—সে পাত্র সে নয়। তবে বেথুন সায়েব যে চিঠিখানা লিখেছিলেন ওকে—তাতে হয়ত ওর মত বদলালেও বদলাতে পারে। It was a very decent letter.

ভূদেব। কি লিখেছিলেন বেথুন সায়েব?

গৌরদাস। লিখেছিলেন যে Captive Lady বইখানা ভালই হয়েছে, কিন্তু মধুর মত শিক্ষিত প্রতিভাবান কবি যদি বাঙলা ভাষায় বই লেখে তা'হলে বাঙলা সাহিত্যে তার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি থেকে যাবে। বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে ইংরিজিতে কিছু লিখতে যাওয়া পণ্ডশ্রম!

ভোলানাথ। আশ্চর্য্য লোক এই বেথুন সাহেব! মেয়েদের অমন একটা ভাল স্কুল ত স্থাপন করেইছে—শুনি নাকি ছোট ছোট মেয়েদের পিঠে ক'রে নিয়ে ঘোড়ার মত হয়ে খেলা করে তাদের সঙ্গে!

ভূদেব। আঃ—কথার মাঝখানে ফ্যাক্ড়া বার কর কেন? হ্যাঁ—বেথুন সায়েবের চিঠি পেয়ে মধু কিছু লিখেছিল?

গৌর। হ্যাঁ—অনেক কিছু লিখেছিল—That is the last letter I got from him—দাঁড়াও চিঠিখানা দেখাই তোমাদের।

নিকটস্থ একটা দেরাজ খুলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন

ভোলানাথ। We should be ashamed that we could not procure him many customers for his Captive Lady.

ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল

ভূদেব। রাত হয়েছে ত! এবার যেতে হবে—কাল আবার চাকরি আছে—

ভোলানাথ। মাদ্রাসার চাকরি তোমার লাগছে কেমন হে!

ভূদেব। মন্দ নয়—তবে চাকরি—চাকরিই!

গৌরদাস। আশ্চর্য্য ত—চিঠিখানা কোথায় রাখলাম!

ভূদেব। তুমি খুঁজে রেখো—আর একদিন এসে দেখা যাবে।

ভোলানাথ। হ্যাঁ সেই ভাল—যেতেও ত হবে অনেকদূর—তাও আবার চরণবাবুর জুড়িতে!

গৌরদাস। কোথা গেল চিঠিখানা! আচ্ছা, তোমরা এসো তবে —Good Night.

ভূদেব ও ভোলানাথ। Good Night.

চলিয়া গেলেন। গৌরদাস তথাপি পত্রখানি খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পত্রটি তিনি খুঁজিয়া পাইলেন

গৌরদাস। এই যে—

মধুর সমস্ত চিঠিগুলি লইয়া তিনি কৌচের উপর শুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাঁহার তন্দ্রার মত আসিল তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—যেন তিনি মাদ্রাজ গিয়াছেন। মধুসূদনের বিভিন্ন পত্রে বর্ণিত বিষয়গুলি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মধু যেন অধ্যয়ন নিরত—চারিদিকে বই স্তূপীকৃত—রেবেকা আসিয়াছে—পাওনাদার—

মধু। (সবিস্ময়ে) Hallo Gour! When did you arrive? কোন খবর না দিয়ে—হঠাৎ!

গৌরদাস। অনেকদিন তোমায় দেখি নি ভাই, থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

মধুসূদন উঠিয়া গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন

মধু। You are charming, my dear Gourdas—you are simply charming. I am so glad you have come—ব'স ব'স—please take your seat.

গৌরদাস উপবেশন করিলেন

গৌর। করছ কি?

মধু। পড়ছি। I am preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine—6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12 to 2 Greek, 2 to 5 Telegu and Sanskrit, 5 to 7 Latin, 7 to 10 English.

গৌর। রামায়ণ মহাভারত পেয়েছ ত?

মধু। নিশ্চয়! পড়ে ফেলেছি—and they have fired my imagination. There are numerous plots in these two epics of ours. I shall surely draw upon them when I begin writing in Bengali and I fully concur with Bethune—বাঙলাতেই লিখতে হবে!

গৌর। লিখেছ না কি কিছু?

মধু। না, বাঙলায় কিছু লিখি নি। (হাসিয়া) I have not mastered the language yet. But language does not count, my dear friend. I shall master it in no time.

It is the inspiration that matters and I tell you I have been inspired to write in our own language.

গৌর। কিছুই লিখছ না আজকাল? Only reading?

মধু। A few English sonnets here and there by Timothy Penpoem. Yes, I have written another poem in English—Rizia. I think I wrote to you about it—eh?

গৌর। হঁ্যা, সে শুনেছি! আচ্ছা, তুই চিঠিপত্র লেখা হঠাৎ বন্ধ করে দিলি মানে?

মধু। অবসর কই! I hardly get time to eat. Even I don't find time to talk to my wife. (হাসিয়া) I am afraid, she now repents of marrying a scholar (হাসিলেন)।

গৌর। Where is your wife?

মধু। Rebecca? বাইরে গেছে—She has gone out to buy a hat for herself.

গৌর। মেমসায়েব বিয়ে ক'রে লাগছে কেমন?

মধু। লাগছে কেমন! How shall I explain? যে কখনও বিয়ার খায়নি তাকে বুঝান মুস্কিল যে বিয়ার খেতে কেমন! (হাসিলেন) By the bye, will you have a drop? ব্র্যাণ্ডি আছে। Boy—

'বয়' আসিয়া প্রবেশ করিল। খানসামা জাতীয় ভৃত্য

ব্র্যাণ্ডি—সোডা—

বয় চলিয়া গেল

গৌর। এখনও কি আগেকার মত মদ খাও নাকি?

মধু। Not so much—লেখবার সময় ত আমি একফোঁটা খাই না। মদ খেলে আমি লিখতে পারি না!

বয় দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি-সোডা লইয়া আসিল
ও দুইজনের হস্তে দিল

গৌর। (একচুমুক পান করিয়া) মাদ্রাজ কেমন লাগছে!

মধু। Not bad. (সহসা) আচ্ছা, বাণী, হরি, শ্যাম, ভূদেব, স্বরূপ—এরা সব কেমন আছে? Has স্বরূপ started his own shop or is he still under his brother? ভূদেব is at Madrassa? How is he? How is his mother? I cannot forget his mother. She is one of the handsomest Bengali ladies I ever saw. When I think of an Indian Princess I think of Bhoodeb's mother. I have not forgotten her queen-like appearance. ভাই গৌর—আমার মা কেমন আছেন ভাই? অনেকদিন কোন খবর পাইনি—জানিস তুই কোন খবর?

গৌর। ভুগছিলেন শুনেছিলাম। এখন ভালই আছেন শুনেছি। (একটু পরে) মধু, বাঙলা দেশে আর ফিরবি না?

মধু। বাঙলা দেশে? ফিরতে ইচ্ছে হয় না ভাই। I was hounded out of Bengal! অত আশা ক'রে Captive Lady-খানা তোমাদের পাঠালাম—তোমরা গ্রাহ্যই করলে না কেউ! You could not get me more than eighteen customers. That damned 'হরকরা' was even incivil,—went so far as to cut silly jokes about my poverty! তার চেয়ে এদেশ ঢের ভাল! Here that very Captive Lady has secured me friends like Hon'ble George Norton, Mr. Nellor and many other distinguished men! বাঙলা দেশ ত আমাকে চায় না—why shall I go there?

গৌর। কে বললে, তোমায় চায় না? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমার মত একজন কবিকে পেলে লুফে নেবে! We are sick of ঈশ্বর গুপ্ত and his followers.

মধু। রঙ্গলাল কি করছে?

গৌর। ভদ্রসমাজের পাতে দেওয়ার মত ওই কিছু লিখছে আজকাল। Not bad.

রেবেকা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।
খাঁটি মেম সাহেব। সুন্দরী ও সুসজ্জিতা।
মধু ও গৌরদাস দাঁড়াইয়া উঠিলেন

মধু। Let me introduce you—Mrs. Rebecca Dutt, my wife and Mr. G. D. Bysack, my friend.

উভয়ে উভয়কে বিলাতী প্রথায় অভিবাদন করিলেন

গৌরদাস বাঙলা দেশ থেকে এসেছে—দেখছ না ওর পোষাক? ওকে বাঙালী কায়দায় নমস্কার কর। সেই যে তোমায় শিখিয়েছিলাম!

রেবেকা। (সহাস্যে) Is it so? ন-মস্-কার!

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন

গৌরদাস। নমস্কার—নমস্কার। বাঃ—আপনি বেশ সুন্দর বাঙলা শিখেছেন ত।

মধু। শিখিয়েছি ওকে। এখানে বাঙলায় কারো সঙ্গে কথা কইবার উপায় নেই—শেষে ওকেই শিখিয়ে নিলাম! বাঙলায় কথা না ব'লে ব'লে বাঙলা ভুলে যাবার জোগাড় হয়েছিল। ভাগ্যে তুই রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়েছিলি!

গৌরদাস। সুন্দর শিখেছেন উনি দেখছি—

রেবেকা। (সাহেবী সুরে) আমাকে ভিতরে যাইবার (হাসিয়া) What is the Bengali for 'permission'—I forget—

মধু। অনুমতি—am I correct Gour ?

গৌর মাথা নাড়িলেন

রেবেকা। অনুমতি দিন।

গৌরদাস। নিশ্চয়।

রেবেকা ভিতরে চলিয়া গেলেন

মধু। কি রকম দেখছিস ?

গৌরদাস। Wonderful.

রেবেকা হ্যাট প্রভৃতি রাখিয়া আবার বাহিরে আসিলেন

আস্থন। আপনার মেয়ে কই ?

রেবেকা। ঘুমাচ্ছে।

মধু। Splendid. গৌর কি রকম correct উচ্চারণ দেখ্‌ছিস !

গৌরদাস। Really good.

রেবেকা। (মদের গ্লাস লক্ষ্য করিয়া) You are drinking *now* !

মধু। বন্ধুর খাতিরে !

রেবেকা। (অনুযোগের স্বরে) But you promised you wouldn't—

মধু। (অপ্রতিভ হইয়া) বলছি ত বন্ধুর খাতিরে ! Please send for tea.

রেবেকা। Boy !

বয় প্রবেশ করিল

Tea.

বয় চলিয়া গেল

মধু। গৌর, চায়ের সঙ্গে কিছু খাবি নাকি ?

গৌর। নাঃ—কিছু দরকার নেই! আমি খালি তোমার রেবেকাকে দেখছি and I find that you did not at all exaggerate.

রেবেকা। (সলজ্জভাবে) Did he write about me ?

গৌর। I mean in 'Captive Lady'! আপনার উদ্দেশ্যে মধু Captive Lady-তে যে কবিতাটা লিখেছিল তা মোটেই exaggeration নয়। মধু, ভাই, পড়্ত কবিতাটা—আছে বইটা এখানে ?

মধু। আছে কিন্তু বইয়ের দরকার কি ?

বয় চায়ের সরঞ্জাম নিকটস্থ একটি টেবিলে রাখিয়া গেল। রেবেকা উঠিয়া চা কাপে কাপে ঢালিতে লাগিলেন। মধুসূদন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

Come, list thee, gentle one ! and whilst the lyre
Breathes softer melody for thee mine own
I'll weave thee sunny dreams those eyes inspire
In wreathes to consecrate to thee alone
Love's offering, gentle one ! to Beauty's queenly throne
'Tis sweet to gaze upon those eyes where love
Has treasur'd all his rays of softest beam
'Tis sweet to see the smile as from above—

বাহিরে দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ মধুসূদন আবৃত্তি বন্ধ করিলেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল

বয়। The bill from the press, sir.

একটী খাম মধুসূদনের হস্তে দিল

মধু। Damn it. Rebecca please go and manage to send him away. I haven't got a penny now.

বিরক্তমুখে রেবেকা উঠিয়া গেলেন

উঃ—ভাই গৌর পাগল হয়ে উঠেছি দেনার দায়ে! ক্যাপ্টিভ লেডি ছাপানোর 'বিল' এখনও শোধ হয় নি! Rebecca is losing all respect for me! তোর কাছে কিছু আছে? Can you lend me something?

বাহিরে রেবেকা ও পাওনাদারের বচসা শোনা যাইতে লাগিল

গৌরদাস। কত?

মধু। Anything.

রেবেকা ও পাওনাদারের বচসা প্রবলতর হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে একটি শিশু কাঁদিতে লাগিল। অল্পক্ষণের জন্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। গৌরদাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গৌরদাস উঠিয়া বসিলেন

গৌরদাস। (চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া) আশ্চর্য্য স্বপ্নটা দেখলাম ত! ঠিক মনে হচ্ছিল যেন মধুর কাছে মাদ্রাজে গেছি!

স্বরূপ—গৌরদাসের বন্ধু—আসিয়া প্রবেশ করিল

স্বরূপ। এই যে গৌর, বাইরে আছ দেখছি। শুনেছ—মধুর মা মারা গেছেন?

গৌর। তাই নাকি!

স্বরূপ। আমি এই কিছুক্ষণ আগে শুনলাম। এদিকে দোকানের একটা তাগাদায় এসেছিলাম, ভাবলাম তোমাকে খবরটা দিয়ে যাই!

আহা, তিনি মরবার সময় নাকি বলেছিলেন—আমি ত জীবনেই মরে আছি—জ্বলন্ত শোকের আগুনে আমাকে কয়লা করে ফেলেছে—আমি মরেই বাঁচব! কিন্তু আমার বাছা যে সাত সমুদ্রের পারে রয়েছে—তার মুখখানি না দেখে আমার মরতেও ইচ্ছে করে না! ভাবলেও কষ্ট হয়। মধুর কোন খবর টবর পাও আজকাল?

গৌরদাস বজ্রাহতের মত স্বরূপের মুখের দিকে অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

———

একাদশ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। ১৮৫১ খৃঃ অঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনারায়ণ দত্ত একটি ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছবিটি একটি বড় অয়েল পেন্টিং—স্বর্গীয়া জাহ্নবীর প্রতিকৃতি। রাজনারায়ণের বেশ বিস্রস্ত—দৃষ্টি উদভ্রান্ত—কেশ অবিন্যস্ত। তিনি অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। কিচ্ছু হয় নি—একদম কিচ্ছু হয় নি। টাকাগুলো জলে গেছে কেবল! জাহ্নবীর চেহারা ঢের ভাল ছিলো এর চেয়ে। একেবারে অন্য রকম ছিল। সায়েবে কখনও বাঙ্গালী মেয়ের ছবি আঁকতে পারে—বিশেষতঃ জাহ্নবীর! তাহলে আর ভাবনা ছিল না।

আবার কিছুক্ষণ ছবিখানার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

নাঃ—কিচ্ছু হয় নি! চোখের সে দৃষ্টি কই—যে দৃষ্টি থেকে—No, I must not be sentimental!

আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন

সবাই বলছে—she died of a broken heart! হ'তে পারে। A tender heart is bound to break some day or other. আমি কি তার জন্যে দায়ী? মোটেই না! আরও তিনবার বিয়ে

করেছি বটে কিন্তু each time with her permission ! সে অনুমতি না দিলে কিছুতেই বিয়ে করতাম না আমি ! No !

আবার খানিকক্ষণ নীরবে মদ্যপান করিলেন

It is that precious son of mine—সমস্তই সেই সুপুত্রটির কীর্ত্তি ! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছবিটির দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন) বুঝলে, সমস্তই তোমার পুত্রটির কীর্ত্তি! আমি এর জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নই—হতে পারি না। বিয়ে ? তিন-চারটে বিয়ে আজকাল করছে না কে ! তাছাড়া, তুমিই ত অনুমতি দিয়েছিলে !

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পদচারণ করিলেন

(উচ্চৈঃস্বরে) প্যারী, প্যারী—

(নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—যাই !

শশব্যস্ত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মধুর Captive Lady-খানা বাঁধিয়ে আনতে বলেছিলাম—এনেছ ?

প্যারী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। নিয়ে এস—দুর্গাচরণকে খবর দিয়েছিলে ?

প্যারী। দিয়েছিলাম। তিনি আসবেন বলেছেন।

প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন ও বাঁধানো Captive Lady-খানা আনিয়া রাজনারায়ণের হস্তে দিলেন

রাজনারায়ণ। (বইটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া) এ কি হয়েছে !

প্যারী। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে ?

রাজনারায়ণ। এ কি হয়েছে ! তোমাকে বলি নি ভাল ক'রে বাঁধিয়ে আনতে ?

প্যারী। ভাল ক'রেই ত এনেছি। ভাল চামড়া দিয়ে—

রাজনারায়ণ। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) এর নাম ভাল বাঁধান নাকি? একে ভাল বাঁধান বল তুমি! দত্ত বংশের ছেলে তুমি!

হতভম্ব প্যারী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন

কি বই জান তুমি এখানা! এ ব'য়ের দাম কত ধারণা আছে তোমার?

প্যারী। এটা ত মধুর ক্যাপটীভ্ লেডি—

রাজনারায়ণ। (উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুর ক্যাপটিভ্ লেডি! এমন ক'রে বাঁধিয়ে এনেছ কেন তা'হলে! ইডিয়ট্ কোথাকার!

প্যারী। এর চেয়ে আর কি রকম ভাল বাঁধান হবে! চামড়া দিয়ে ত—

রাজনারায়ণ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) চামড়া—চামড়া—চামড়া। ভেলভেট বাজারে ছিল না? সোনা ছিল না? সোনার পাত দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে আনলে না কেন? কে তোমাকে বারণ করেছিল!

প্যারী। (সভয়ে) আমি ভেবেছিলাম—

রাজনারায়ণ। (উত্তেজিত হইয়া) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে! তোমাদের মত অপদার্থের মুখ দেখতে চাই না আমি! বেরিয়ে যাও—

প্যারী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন

বাড়ীর সেরা ছেলেটা খৃষ্টান হয়ে গেল! রয়ে গেল হাঁদাগুলো!

নিকটস্থ টেবিলের উপর 'ক্যাপটিভ্ লেডি'-খানা রাখিয়া দিলেন ও আবার মদ খাইতে সুরু করিলেন। ভৃত্য রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। হুজুর, একজন মক্কেল এসেছে।

রাজনারায়ণ। এখন দেখা হবে না।

রঘু। বলছে জরুরি কাজ।

রাজনারায়ণ। তাড়িয়ে দে। প্যারী কোথা ?

রঘু। বাইরের ঘরে বসে আছেন।

রাজনারায়ণ। পাঠিয়ে দে এখানে।

ভৃত্য চলিয়া গেল ও একটু পরেই প্যারীচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিতেই রাজনারায়ণ স-স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

রাগ করলি বাবা! রাগ করিস না—আয়—ব'স! তোরা ছাড়া যে এখন আমার কেউ নেই! (মদ্যপান করিলেন) কেউ নেই—কেউ নেই! মধুর বইটা পড়্‌ত একটু শুনি! পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার গল্পটা কি চমৎকার ক'রে লিখেছে! অদ্ভুত! পড় একটু শুনি।

প্যারী টেবিল হইতে বইটি লইয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

প্যারী। কোন্‌খান থেকে পড়ব ?

রাজনারায়ণ। গোড়া থেকেই পড়্।

প্যারীচরণ পড়িতে লাগিলেন।

The star of eve is on the sky
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around
So vast, so wild, without a bound
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear, unrest !
But soon, soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,

And soon the lady-moon will rise
To bathe in silver earth and skies
The soft, pale silver of her pensive eyes.

রাজনারায়ণ। আচ্ছা প্যারী, মধু কোন চিঠিপত্র লেখে না কেন বল্ ত! তোকে লেখে?

প্যারী। আজ্ঞে না।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাউকে লেখে? খবর রাখিস্ কিছু!

প্যারী। কাউকেই লেখে না! কাল গৌরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বললেন যে, ছু'বচ্ছর কোন চিঠি পাননি তিনি।

রাজনারায়ণ। ছু'বচ্ছর!

উঠিয়া পড়িলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর ছবিখানার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া এক নিঃশ্বাসে সেটা পান করিয়া ফেলিলেন।

ছু'বচ্ছর চিঠি লেখেনি কাউকে! আমাকে চিঠি না লেখার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের ছু'বচ্ছর চিঠি না লেখার মানে কি! ওর ত সে রকম স্বভাব নয়!

প্যারীচরণ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ তাহাকে থামাইয়া দিলেন

ব'লো না—ব'লো না—তোমার যা মনে হচ্ছে ব'লো না সে কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু উচ্চারণ ক'রো না,—not a word! (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু নাঃ—বিশ্বাস হয় না! জাহ্নবী মরবার সময়

বলে গেছে—মধু আবার ফিরে আসবে। সতী সাধ্বীর কথা মিথ্যে হতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

দু'বচ্ছর চিঠি লেখে নি! কাউকেই লেখে নি! আশ্চর্য্য ত! এক কাজ কর তুমি। পাল্‌কিটা নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও! গৌর ভোলানাথ ভূদেব বঙ্কু—সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো—যাও—এখনি যাও—

প্যারী। এখন?

রাজনারায়ণ। হাঁ—immediately.

প্যারী। এত রাত্রে কি আসবে কেউ?

রাজনারায়ণ। Don't argue—যা বলছি কর! কেউ না কেউ আসবেই! I must have details—যাও!

নিরুপায় প্যারীচরণ চলিয়া গেলেন।
রাজনারায়ণ আবার সেই ছবিটার নিকট গিয়া একদৃষ্টে সেটার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

কি! ছেলেকে নিয়ে নিয়েছ না কি! কিছুই বিচিত্র নয় তোমার পক্ষে—you jealous woman! তোমরা সব করতে পার!

রাজনারায়ণ যখন এইভাবে ছবির সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হরকামিনী—রাজনারায়ণের কনিষ্ঠতমা পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অপরূপ সুন্দরী। বয়স ষোল-সতেরো হইবে। রাজনারায়ণ তাঁহার আগমন জানিতে পারিলেন না।

তোমরা সব করতে পার! দিব্যি ফেলে চলে গেলে ত আমাকে! অথচ যতদিন বেঁচে ছিলে আঁকড়ে ধরেছিলে—একদণ্ড ছাড়তে চাইতে না। কি তোমরা!

হরকামিনী। রান্না হয়ে গেছে—

রাজনারায়ণ। (হঠাৎ পিছনে ফিরিয়া) তুমি কখন এলে—এ ঘরে এলে কেন তুমি—মানা করে দিয়েছি না যে এ ঘরে কেউ আসবে না!

হরকামিনী। (শঙ্কিতভাবে) রান্না হয়ে গেছে—তুমি কখন খাবে তাই জানতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। আমি খাব না এখন।

হরকামিনী। কিছুই খাবে না?

রাজনারায়ণ। না।

মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

হরকামিনী। (সানুনয়ে) ওগুলো আর খেয়ো না—শুনেছি ওতে শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়!

রাজনারায়ণ। আমিও শুনেছি—

হরকামিনী। তবু খাবে?

রাজনারায়ণ। সেই জন্যেই খাব

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—
রাজনারায়ণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

হরকামিনী। এমন ভাবে আত্মঘাতী হচ্ছ তুমি কোন্ দুঃখে?

রাজনারায়ণ। সে তোমরা কেউ বুঝবে না—এইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ!

পুনরায় মদ্যপান।

হরকামিনী। তোমায় পায়ে পড়ি, ও বিষগুলো আর তুমি খেয়ো না।

রাজনারায়ণ এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মদ্যপান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মদ্যপান করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন।

রাজনারায়ণ। দেখ, এবার মনে করেছি কালীপূজো করব খুব ঘটা করে। দাদা একবার যেমন সাগরদাঁড়িতে করেছিলেন। এক আধটা কালী নয়—১০৮টা কালীর মূর্ত্তি পূজো করেছিলেন দাদা। ১০৮টা মোষ, ১০৮টা ভেড়া, ১০৮টা ছাগল একসঙ্গে বলিদান দেওয়া হয়েছিল। ১০৮টা সোনার জবাফুল অঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল মায়ের পায়ে। এই রকম পূজো এবার আমিও করব!

হরকামিনী। বড়ঠাকুর পূজো করেছিলেন কেন?

রাজনারায়ণ। ছেলের কল্যাণের জন্যে!

হরকামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

রাজনারায়ণ। কে, দুর্গাচরণ? ডেকে নিয়ে এস এখানে। (হরকামিনীকে) তুমি ভেতরে যাও—

হরকামিনী চলিয়া গেলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এস, এস, দুর্গাচরণ—ব'স।

দুর্গাচরণ। কারো অসুখ নাকি?

রাজনারায়ণ। অসুখ ঠিক নয়—একটা পরামর্শের জন্যে তোমাকে ডেকেছি।

দুর্গাচরণ। (উপবেশনান্তে) কি বলুন দেখি?

রাজনারায়ণ। মধু খৃষ্টান হয়ে দেশত্যাগ ক'রে চলে গেছে—বেঁচে আছে কি-না জানি না। থাকলেও—as a son he is no good to me. I want another issue এবং সে উদ্দেশ্যে আমি আরও তিন-তিনবার বিয়ে করেছি—you know it. কিন্তু হচ্ছে না ত কিছুই।

তাগা, মাদুলি, পাদোদক, মানত, সিন্নি—সব রকম হ'য়ে গেছে। কিচ্ছু হয় নি। এখন তোমার medical advice চাই—কি করা উচিত। Shall I marry again?

দুর্গাচরণ। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) না, বিয়ে করা আর উচিত হবে না।

রাজনারায়ণ। হবে না? কেন?

দুর্গাচরণ। (একটু ইতস্তত করিয়া) খুব সম্ভবত সন্তান না হওয়ার কারণ আপনার মধ্যেই রয়েছে। তা যদি না থাকত তাহলে কোন না কোন স্ত্রীর issue নিশ্চয়ই হত।

রাজনারায়ণ। This is logic—তোমার ডাক্তারি শাস্ত্রে কি বলে?

দুর্গাচরণ। (হাসিয়া) Medical science is not illogical!

রাজনারায়ণ। I don't mean that—ডাক্তারি চিকিৎসা করালে কিছু হবে বলতে পার?

দুর্গাচরণ। খুব সম্ভবত কিছু হবে না। (একটু ইতস্তত করিয়া) দেখুন, রাগ যদি না করেন একটা কথা বলি!

রাজনারায়ণ। কি কথা!

দুর্গাচরণ। মদটা ছাড়ুন!

রাজনারায়ণ। তার মানে you want me to give up the only pleasure of my life! ওটি পারব না! You may have a peg if you like.

দুর্গাচরণ। No, thanks—(একটু পরে) বলেন ত আপনার চিকিৎসা সুরু করে দেখি—though I cannot hold out any hope! বিয়ে কিন্তু আর আপনি করবেন না—কারণ—

রাজনারায়ণ। No moral lectures please.—বিয়ে আর করব না তা ঠিক—তার কারণ, বয়স হয়েচে—রুচিও নেই! সেদিন কে যেন বলছিল—ওহে আর বিয়ে ক'রো না, মরে গেলে অনেকগুলো একসঙ্গে বিধবা হবে! কিন্তু কিছুকাল আগে Bengal Spectator-এ রাম-গোপাল ঘোষ and চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্সন যে রকম উঠে পড়ে লেগেছিলেন তাতে বিধবারা আর বেশীদিন বেওয়ারিশ পড়ে থাকবে বলে মনে হয় না! তোমাদের মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর ঈশ্বরচন্দ্র—I mean বিদ্যাসাগর—এঁরাও ত উঠে পড়ে লেগেছেন।

দুর্গাচরণ। শুনছি ত তাই।

রাজনারায়ণ। ভাল ভাল—I wonder who would be my successors.

দুর্গাচরণ। আমি এবার উঠি তাহলে। ক'জায়গায় যেতে বাকী আছে এখনও—এলোপ্যাথি চিকিৎসা যদি করান খবর পাঠালেই আমি আসব আর একদিন।

রাজনারায়ণ। তোমরা যখন কোন ভরসাই দিচ্ছ না—তখন তোমাদের দিয়ে চিকিৎসা করান বৃথা। তার চেয়ে হকিমের দাবাই করানই ভাল! You people are no good.

দুর্গাচরণ হাসিলেন।

দুর্গাচরণ। আমি আসি তাহলে—Good night!

রাজনারায়ণ। Good night.

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলে রাজনারায়ণ তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিতে লাগিলেন।

আর আশা নেই—দুর্গাচরণ বাজে কথা বলবার লোক নয়। ছেলে আর হবে না—মধুও আর ফিরবে না—সে হয় ত বেঁচে নেই!

উঠিয়া গিয়া জাহ্নবীর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। মধুসূদন পিছনের দ্বার দিয়া সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনের পরিধানে সায়েবি পরিচ্ছদ—মুখে চাপদাড়ি। মধুসূদন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিলেন।

মধু। বাবা!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত রাজনারায়ণ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজনারায়ণ। কে—কে—who's there!

মধুসূদন আর একটু আগাইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন—এই চাপদাড়ি-যুবক যে তাঁহার পুত্র মধুসূদন তাহা প্রথমে তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষণপরেই চিনিতে পারিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া আসিলেন

মধু—তুই—তুই—তুই এসেছিস! কখন এলি!

মধু। আমি এইমাত্র এসেছি। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এসেছি!

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণের দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—তাহার পর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন

রাজনারায়ণ। Yes, your heathen mother is dead.

মধু। আমাকে খবর দেন নি কেন?

রাজনারায়ণ। প্রয়োজন মনে করি নি! But that heathen lady talked of you till death stopped her—মরবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার নাম করেছেন—প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করেছেন যে তুমি আবার ফিরে আসবে—laugh at her heathen tenacity if you like.

মধু। আমি খ্রীষ্টান হয়েছি, কিন্তু অমানুষ হইনি। আপনি—

রাজনারায়ণ। না, আমি কিছু বলছি না—I am very glad to see you, my boy—ব'স—please take your seat and have a glass of wine if you like.

এক গ্লাস মদ ঢালিয়া মধুর দিকে আগাইয়া দিলেন—কিন্তু মধু তাহা স্পর্শ করিলেন না।

হঠাৎ এলে কেন এ সময়! অকস্মাৎ এ অনুগ্রহ!

মধু। (উপবেশন করিয়া) মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে থাকতে পারলাম না—I thought it my duty to come to you—আপনার আর ছেলে হয় নি আমি শুনেছি (সহসা) ওটা কি মায়ের ছবি না কি!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন ও ছবিখানার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজনারায়ণ বিস্ফারিত নয়নে ইহা দেখিতে লাগিলেন।

রাজনারায়ণ। উঠে এসো।

মধু ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন

কতক্ষণ এসেছ তুমি?

মধু। এখনি—আর কোথাও যাই নি—সোজা এখানেই এসেছি।

রাজনারায়ণ। What do you want? Money?

মধু। I am always in need of money—কিন্তু সে জন্য আসি নি। আমি এসেছি আপনার কাছে।

রাজনারায়ণ। আমার কাছে? কেন?

মধু। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজনারায়ণ। কোথায়? মাদ্রাজে? (সবিস্ময়ে) Are you in your senses?

মধুসূদন নীরব রহিলেন।

Have you married?

মধু। Yes, I have married a Scotch girl.

রাজনারায়ণ। I see. (একটু পরে) Is she not scorching?

মধু। আপনি আমার কাছে চলুন—You will see for yourself.

রাজনারায়ণ। হঠাৎ এতদিন পরে এ আগ্রহ কেন! May I ask you?

মধু। এখানে থাকলে আপনার কষ্ট হবে। পৃথিবীতে মা আর আমি ছাড়া আপনাকে আর কেউ চেনে না। মা মারা গেছেন শুনে আমার মনে হ'ল যে আমার কাছে না থাকলে আপনি শান্তি পাবেন না —কেউ আপনাকে বুঝবে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে—সেইজন্যেই এসেছি আমি।

রাজনারায়ণ। But that is impossible my boy—আমার আরও তুটি স্ত্রী আছে and I have duty towards them. (সহসা) Do you know you are responsible for the whole thing? এখন এসেছ আমাকে নিয়ে যেতে! It is too late.

মধু। মা মারা গেছেন, তাই বলছি—

রাজনারায়ণ। তুমিও যে মরে গেছ—you are a different person—a Michael (হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে) I can never reconcile myself to this fact.

মধুসূদন স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন

মধু। The Christians are the best people on earth to-day, father.

এই কথা শুনিয়া রাজনারায়ণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Go to the best people then—there's the door—who asked you to come here?

মধুসূদন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মধু। যাবেন না তাহলে আমার সঙ্গে?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। চল্লাম তাহলে—Good night.

বাহির হইয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন

যদি কখনও কোন বিষয়ে আমাকে আপনার প্রয়োজন হয় খবর দিলেই আমি আসব। এখন তাহলে চললাম—Good night.

মায়ের ছবিটার দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ কোন উত্তর না দিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেন ও মধুসূদন চলিয়া গেলে দ্বারের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র

তৃতীয় বিরতি

দ্বাদশ দৃশ্য

মাদ্রাজে মধুসূদনের বাড়ী। মধুসূদন ও
রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি টেবিলের
দুইপাশে চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা
কহিতেছেন। মধুসূদনের হস্তে একখানি পত্র
রহিয়াছে। ১৮৫৬ খৃঃ অঃ।

মধু। বাবা মারা গেছেন ?

কৃষ্ণমোহন। হ্যা—may his soul rest in peace—বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। শেষটা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

মধুসূদন নীরব রহিলেন

যাক যা হবার সে ত হয়ে গেছে—এখন you must go back. সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমার বিষয় সম্পত্তি তোমার মায়ের গহনা পত্তর, এমন কি তোমাদের খিদিরপুরের বাড়ীটা পর্য্যন্ত দখল করে বসেছে। তাই ত শুনেছি। I think Gour has written everything in the letter I have brought.

মধু। আপনি মাদ্রাজে হঠাৎ এলেন যে!

কৃষ্ণমোহন। আমি এসেছি মিশনের কাজে। আমার আসবার খবর পেয়ে গৌর আমাকে এই চিঠিখানা দিলে, আর বললে যে আমি যেন তোমাকে নিশ্চয়ই দেশে পাঠিয়ে দি।

মধু। গৌরের চিঠি ত পড়লাম! ভাবছি আমার কি এখন ফিরে যাওয়া সঙ্গত হবে ?

কৃষ্ণমোহন। হবে না কেন ? Why not ?

মধু। I am making two ends meet here—even that may not be possible in Bengal!

কৃষ্ণমোহন। তা হবে না কেন? তাছাড়া তোমার বাবার যা সম্পত্তি আছে শুনেছি—I don't know if it is encumbered—যদি encumbered না হয় তাতেই তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া উচিত। Have you married ?

মধু। Yes, I have married second time.

কৃষ্ণমোহন। Second time ? তোমার প্রথম স্ত্রী কি তাহলে—

মধু। No, she is not dead. She divorced me.

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

কৃষ্ণমোহন। (ঈষৎ হাসিয়া) Are you still going fast ?

মধু। (সহাস্যে) I would like to—but I have not got the means.

কৃষ্ণমোহন। মধু, তুমি আমার ছাত্রস্থানীয়—I hope you will not take it amiss if I give you a piece of advice.

মধু। (হাসিয়া) আমি জানি আপনি কি উপদেশ আমাকে দেবেন। আমি নিজেই নিজেকে সে উপদেশ বহুবার দিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই পালন করতে পারি না। There is somebody within me who defies everything.

কৃষ্ণমোহন। No, no—you must be temperate—you must control yourself. তুমি কবি, তোমার জানা উচিত, সংযমই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ।

মধু। I know.

কৃষ্ণমোহন। তুমি যদি সংযত হয়ে চল, তাহলে ভাবনা কি। But it is never too late to mend.

মধু। (এ কথার কোন জবাব না দিয়া) আপনি তা হলে আমাকে বাঙলা দেশে ফিরে যেতেই বলেন ?

কৃষ্ণমোহন। নিশ্চয়—by all means! তুমি ইতস্তত করছ কেন বুঝতে পারছি না।

মধু। বাঙলা দেশ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি। Bengal did not receive my Captive Lady nicely.

কৃষ্ণমোহন। কেন, অনেকেই ত প্রশংসা করেছে! Undoubtedly it is a good piece of work—কিন্তু বাঙালীর ছেলে ইংরেজীতে বই লিখে এর চেয়ে বেশী আর কি প্রশংসা পেতে পারে বল। বেথুন সায়েব তোমার বই পড়ে কি বলেছিলেন গৌর বসাকের কাছে শুনেছি আমি। I think he was quite right. By the bye, I hope you know Mr. Bethune is dead. He died heart-broken.

মধু। হাঁা তিনি ত অনেকদিন মারা গেছেন—I think he died in—

কৃষ্ণমোহন। In 1851. These Anglo-Indians killed him. কালা আইনের উত্তেজনা তাঁর শরীরে সহ্য হ'ল না। I hope Bengal will always remember the great soul.

মধু। Ought to.

কৃষ্ণমোহন। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার এবং বেথুন—এঁদের নাম প্রত্যেক বাঙালী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে—অন্তত করা উচিত। এই তিনজন মহাত্মা বাঙলা দেশের নব-যুগের প্রতিষ্ঠাতা। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, রিচার্ডসন—এঁরাও! তুমি আজকাল বাঙলা দেশের খবর রাখ কি-না জানি না—যদি রাখতে তাহলে দেখতে এই সায়েবরা বাঙলা দেশের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে! Tremendous. It is almost like the recent French Revolution, but without

a drop of bloodshed! বাঙলা দেশের খবর রাখ কিছু আজকাল?

মধু। কিছু—কিছু—not much.

কৃষ্ণমোহন। বাঙালা দেশে নব-যুগের সূচনা হয়েছে। রাজনীতিক্ষেত্রে রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্যে যুগান্তর আনয়ন করেছেন – তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কাগজ—'The Quill' criticised the Government fearlessly—কাগজটা বোধ হয় উঠে গেছে আজকাল—তারাচাঁদ আজকাল বর্দ্ধমানের রাজার ম্যানেজার। দেশ কিন্তু জেগে উঠেছে। দেবেন ঠাকুর পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমাজের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগ চলেছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করবার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাণপাত করছেন। সাহিত্যেও নব-জীবন সঞ্চার হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর অপরূপ গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন; প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার সকলেই বাঙালাভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। এ সময় তোমার এখানে পড়ে থাকা চলে না—Bengal cannot afford to lose a genius like you at this moment. বাঙলা কাব্যসাহিত্যে এখনও কোন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয় নি—I think Bengali Muse awaits your arrival.

ইহা শুনিয়া মধুসূদন বিচলিত হইলেন।

মধু। I am very much tempted to go and I am confident of.my capability—কিন্তু আমার ভয় বাঙলা দেশে গেলে খেতে পাব কি না—

কৃষ্ণমোহন। Why? All your friends are well placed in life. তোমারও সেখানে গেলে একটা না একটা কিছু জুটে যাবেই!

নতুন educational scheme যা হচ্ছে তাতে you may get a service in educational line.

মধু। কি জানি! I love Bengal, but I haven't much faith in the Bengalees! দেখুন না, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজন আমার বিষয়সম্পত্তি দখল ক'রে বসেছে—রটিয়ে দিয়েছে আমি মরে গেছি—জাল উইল বার করেছে। Vultures!

কৃষ্ণমোহন। শকুনির অভাব পৃথিবীতে কোথাও নেই!

হেনরিয়েটা—মধুসূদনের দ্বিতীয়া পত্নী—আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি ফরাসী জাতীয়া। কম বয়স। সুন্দরী, তন্বী। পোষাক পরিচ্ছদে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

হেনরিয়েটা। আপনাদের চা কি এখানেই আনতে বলব?

মধু। হ্যাঁ—এখানেই আসুক না!

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণমোহন। তোমার স্ত্রী ত বেশ বাঙলা শিখেছেন!

মধু। (হাসিয়া) শিখিয়েছি। বাঙালীর স্ত্রীর বাঙলা না শিখলে চলবে কেন?

কৃষ্ণমোহন। নিশ্চয়ই! পড়তেও শিখেছেন নিশ্চয়।

মধু। শিখছে—এখনও খুব ভাল পারে না।

কৃষ্ণমোহন। You will teach her in no time, you are a master of languages.

মধু। বাঙলা দেশে না ফিরে গেলে বাঙলা শেখা মুস্কিল। I am not very sure of the language myself!

একটি 'বয়' একটি 'ট্রে'-তে করিয়া চায়ের কাপ প্লেট ইত্যাদি সরঞ্জাম রাখিয়া গেল। হেনরিয়েটা আসিয়া চা পরিবেশন করিতে অগ্রসর হইলেন।

কৃষ্ণমোহন। এত খাবার আমি খাব না!

হেনরিয়েটা। আপনি ডিনারও এখানে খাবেন না—কিছুই খাবেন না—তা কি হয়?

কৃষ্ণমোহন। বুড়ো হয়েছি—আর হজম হয় না। অনেক কিছুই খেয়েছি এককালে! (হাস্য)

হেনরিয়েটা। এই কেকটা আমি তৈরি করেছি—ওটা অন্তত খেতেই হবে।

কৃষ্ণমোহন। খেতেই হবে?

হেনরিয়েটা। হ্যাঁ।

কৃষ্ণমোহন। তবে খাই—(খাইলেন) বাঃ—বেশ সুন্দর হয়েছে!

মধু। She is a marvellous hand on piano—তোমার একটা বাজনা শুনিয়ে দাও না রেভাঃ ব্যানার্জিকে!

হেনরিয়েটা। (সলজ্জভাবে) I am just a novice.

কৃষ্ণমোহন। তবু শোনা যাক—তোমার বাবার বয়সী হব বোধ হয়—আমার কাছে লজ্জা কি! Let us have something.

হেনরিয়েটা উঠিয়া পিয়ানোর কাছে গেলেন ও একটি গৎ বাজাইলেন। মধু ও কৃষ্ণমোহন চা পান করিতে লাগিলেন। গৎ বাজানো ও চা পান শেষ হইলে রেভাঃ ব্যানার্জি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এবার আমি চললাম তা হ'লে। ঘুরতে হবে অনেক। I thank you very much for all this—যা বললাম সেটা ভেবে দেখো। Bengali literature needs you now, if not your father's home. Think over it. Good bye.

করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন।

মধু। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি বলছেন—বাঙালা দেশে ফিরে যেতে—my father is dead!

হেনরিয়েটা। Oh, is it!

স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

মধু।' খিদিরপুরে আমাদের বাড়ী আছে—যশোরে জমিদারী আছে—সব নাকি অপরে দখল করেছে।

হেনরিয়েটা। You should go.

মধু। Should I? I must weigh anchor then—তোমার কি মত?

হেনরিয়েটা। আমার মত? তুমি যেখানে যাবে—আমিও সেখানে যাব—তুমি আমাকে যেখানে রাখবে সেখানেই আমি থাকব। আমার আলাদা কোন মত নেই।

মধু। (স-স্নেহে তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া) I know, my dear.

ঠিক এই সময়ে একটি ছয় বৎসরের বালিকা খোলা দ্বারপথ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল ও মধুসূদনকে জড়াইয়া ধরিল। রেবেকার কন্যা—

বালিকা। Daddy!

মধু। এ কি, তুমি কি ক'রে এলে?

বালিকা। আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে—তোমাকে দেখতে পেলাম। তুমি আমাদের কাছে যাও না কেন, বাবা!

মধু। তুমি যাও—আমি যাচ্ছি এখনি।

বালিকা। না, তুমি চল।

মধু। যাচ্ছি—তুমি যাও আগে—এখনি যাচ্ছি আমি।

বালিকা। না, তুমি যাবে না!

মধু। নিশ্চয় যাব—there's a good girl—কথা শোন—তুমি যাও, আমি যাচ্ছি একটু পরে!

বালিকা অনিচ্ছাভরে চলিয়া গেল।

হেনরিয়েটা নির্ব্বাক।

No, I must leave Madras! এখানে আর থাকা অসম্ভব!

হেনরিয়েটা। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি?

মধু। পারব, মানে? পারতে হবে! I must.

হেনরিয়েটা। এক কাজ কর না।

মধু। কি?

হেনরিয়েটা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে চল তুমি। আমার একটুও আপত্তি নেই তাতে। I want to see you happy.

মধু। সে হয় না—I cannot deprive Rebecca of her children! সে বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে—সে হয় না—সে হয় না—Henrietta—my dear—this is terrible!

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন

ত্রয়োদশ দৃশ্য

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। কলিকাতায় মধুসূদনের বাসায় ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি সুবিস্তৃত ঘর। ঘরের তিন কোণে তিনটি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের সম্মুখে একটি করিয়া চেয়ার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘরের আর একদিকে দুইটি টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার সোফা প্রভৃতিও আছে। একটি বড় বুক্-শেল্‌ফে অনেকগুলি পুস্তক দেখা যাইতেছে। একটি টেবিলের নিকট মধুসূদন আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা এবং গায়েও আদ্দির ঢিলাহাতা একটা বুটীদেওয়া পঞ্জাবী। হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট। টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস রহিয়াছে। কিছুক্ষণ মনে মনে পাঠ করিয়া তাহার পর তিনি জোরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

The infernal serpent, he it was whose guile,
Stirred up with envy and revenge, deceived
The mother of mankind, what time his pride
Had cast him out from Heaven, with all
his host

Of rebel Angels, by whose aid, aspiring
To set himself in Glory above his peers,
He trusted to have equalled the most High
If he opposed and with ambitious aim
Against the throne and monarch of God
Raised impious war in Heaven and battle proud
With vain attempt—

(নেপথ্যে) মধু, বাড়ী আছে ?

মধু। (বই বন্ধ করিয়া) আছি—এসো--গৌর নাকি ?

গৌর আসিয়া প্রবেশ করিল

এস, এস—এলে কবে! তোমার যে পাত্তাই নেই আজকাল, হে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটকুলতিলক! তার পর খবর কি? তিলোত্তমাসম্ভব পেয়েছ ?

গৌর। (উপবেশনান্তে) পেয়েছি—তার সমালোচনাও পড়েছি, I congratulate you. রাজনারায়ণ, রাজেন, even old fashioned দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ of 'সোমপ্রকাশ' has praised you! You have worked wonders my friend.—তারপর খবর কি তোমার ?

মধু। খবর ? খবর ভালই। (হাসিয়া) অর্থাভাব ছাড়া আর কোন অভাব নেই।

গৌরদাস। অর্থাভাব ? কেন ? আদালতে চাকরি করছ—বই লিখেও কিছু পাচ্ছ—you should not be in want.

মধু। বই লিখে আর কত পেয়েছি!

গৌরদাস। পাওনি কি রকম! রত্নাবলীর অনুবাদ, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,

তিলোত্তমা—you have flooded our literature—তার প্রত্যেক বইখানাতেই তুমি বেশ টাকা পেয়েছ। বড় রাজা, ছোট রাজা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সবাই ত যথেষ্ট দিয়েছেন তোমাকে!

মধু। And I am grateful to them!—কিন্তু ওই কটা টাকাতে আমার কি হবে বল দেখি! বৈশ্বানর কখনও এক আধ চামচে ঘি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন! আমি দাউ দাউ করে জ্বলতে চাই! রাশি রাশি টাকা মুঠো মুঠো খরচ করতে চাই! I thrive in luxury, you know—it is a necessity for me and my imagination. I hate—I simply hate to live in close atmosphere. It suffocates me! এই কটা টাকাতে কোনক্রমে খাওয়া পরা চলতে পারে বটে, কিন্তু আমি কোনক্রমে চলাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। I want to soar—I mean, materially too! I am thinking of going to England and becoming a Barrister. I must have more money.

গৌর। তোমার জ্ঞাতিদের হাত থেকে বিষয়-সম্পত্তি ত উদ্ধার হয়েছে—নয়?

মধু। প্রায়—P and B seem to be yielding—the rascals!

গৌর। তবু তোমার কুলুচ্ছে না?

মধু। My dear G, D. Bysack, you illustrious deputy magistrate, you ought to know that a few hundred rupees per month are too inadequate for the poet of তিলোত্তমাসম্ভব। তৃতীয় সর্গ মনে আছে।

আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

এড়াইয়া কাঞ্চন তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে ;
পদ্মাসনে, পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল দল পরম হরষে !
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজি, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল—রত্নমালা,
ফল হায় কেমনে বর্ণিব ফলচ্ছটা ?

তিলোত্তমাসম্ভবখানা শেল্‌ফ্‌ হইতে পাড়িয়া লইয়া

My imagination revels in descriptions like these.

পড়িতে লাগিলেন

ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণ-ফুল ; কেহ ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃত-ফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
সঙ্গীততরঙ্গে কেহ, কেহ রঙ্গে ঢালি
মন—হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির সমীপে
স্বর্ণময়, হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেব-চক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম !—

(বই রাখিয়া দিয়া) No, my dear, I cannot remain within a few hundreds.

গৌর। (হাসিয়া) ওটা পড়ছিলে কি বই? (টেবিল হইতে দুইটি বই তুলিয়া) এটা ত দেখছি 'হোমার', এখানা 'টাসো'—ওটা কি!

মধু। Paradise Lost.

গৌর। নতুন কিছু সুরু করেছ না কি?

মধু। সুরু করেছি, মানে? তিনখানা একসঙ্গে সুরু করেছি! ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক—মেঘনাদবধও সুরু করেছি কাল থেকে।

গৌর। (সাশ্চর্য্যে) একসঙ্গে তিনখানা! বল কি হে!

মধুসূদন গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন।
মুখে স্মিতহাস্য।

মধু। চলবে না কি!

গৌর। না, থাক।

মধু। (হাসিয়া) নতুন গৃহিণীটি কিছু কড়া নাকি!

গৌর। না, সেজন্যে নয়।

মধু। একটা গুজব শুনছি প্যারীচরণ সরকার নাকি 'সুরাপান নিবারণী' সভা করবে! সেই দলে ভিড়েছ নাকি! আচ্ছা, দেবেন ঠাকুর যে কেশব সেন আর কাকে নিয়ে সিংহলে গেছলেন—ফিরেছেন কি? I have a desire to see Ceylon. And I shall one day.

গৌর। টেবিলের ওপর চিঠিখানা কার হে!

মধু। রাজনারাণের, পদ্মাবতী পড়ে কি লিখেছে দেখ না—

গৌর হাত বাড়াইয়া পত্রখানি লইলেন ও
পড়িলেন

গৌর। He is a good critic—খুব ত প্রশংসা করেছে দেখছি !

মধু। Oh, yes.

গৌর। আমি মাঝে মাঝে সেই দিনটার কথা ভাবি—

মধু। কোন্ দিনটা ?

গৌর। যেদিন তুমি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে Blank verse নিয়ে তর্ক করেছিলে—it is a memorable day in our literature.

মধু। Have I not convinced, not only J. M. T. but every educated man of Bengal, that our language is capable of Blank verse ? সংস্কৃত যে ভাষার জননী সে ভাষায় কি না হতে পারে ? মেঘনাদবধে আমি আরও প্রমাণ করব সেটা—it is going to be a grand epic.

গৌর। মাদ্রাজে পড়ে থাকলে কি এসব হত ! ভাগ্যে তোমাকে জোর জবরদস্তি ক'রে এখানে আনিয়েছিলাম।

মধু। নিশ্চয়ই,—গৌরদাস you are another ভগীরথ। আমার কাব্য-সুরধুনীকে তুমিই মর্ত্তো এনেছ ! মাদ্রাজে পড়ে থাকলে ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি মিষ্টার দত্ত would have ended in a miserable grave. You have made me famous my dear G. D. Bysack—please have a drop.

মদ আগাইয়া দিলেন

গৌর। (গ্লাসে এক চুমুক দিয়া) আচ্ছা মধু, 'একেই কি বলে সভ্যতা' লেখবার পরও ত তুমি বেশ সমান তালে মদ চালিয়ে যাচ্ছ !

মধু। Why not ? My genius and my habit are two

different things and I am slave to both.—তবে বেশী মদ এখন খাব না—লিখতে হবে। I cannot write if I drink too much.

গৌর। By the bye—'একেই কি বলে সভ্যতা' বইটাতে একটু যেন personal attack হয়ে গেছে। তোমার 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' সভা যে 'জ্ঞানার্জ্জন' সভারই নামান্তর তা বুঝতে আর কারো বাকী থাকে না। Even there is a Ghose in it !—তোমার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও কি সত্যি ঘটনা না কি ! It is too realistic a book !

মধু। হ্যাঁ—ও চরিত্রগুলি সাগরদাঁড়ির। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-নামটা ছোট রাজার দেওয়া—জান ত ?

গৌর। কার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ? তাই নাকি !

মধু। হ্যাঁ—by the bye—আমাদের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যের বহরটা দেখেছ ? তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পড়ে কি বলেছেন শুনেছ ? Hopeless ! সুন্দর জবাব দিয়েছে রাজেন !

গৌর। কে, রাজেন মিত্তির ? বিবিধার্থসংগ্রহে তার সমালোচনা পড়েছি ত !

মধু। না, সে সমালোচনা নয়। রাজেন লিখেছিল—রাজনারায়ণকে। রাজনারায়ণের কাছ থেকে আমি জেনেছি—this is private. রাজেন লিখছে রাজনারায়ণকে—I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our poet an abortion—the worthless issue of drunkenness and stupidity ! তারপর রাজেন লিখছে—would such abortions were plentiful in the country and men to know their value ! (হাসিয়া) বোঝ একবার—টুলো পণ্ডিত বিদ্যাসাগর

গেছেন তিলোত্তমাসম্ভব পড়তে! I wonder how many times he stumbled over each line! Poor Vid!

গৌর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকের কাছ থেকে—this was not expected.

মধু। This was very much expected! চেনো না তাকে? He is always sincere and always truthful—that's the trouble with him! ও ত ওরকম বলবেই—আমি মোটেই আশ্চর্য্য হই নি। ওর ত কোন দোষ নেই! He could not manage the blank verse! মিল্টনও পড়ে নি, হোমারও পড়ে নি—সুতরাং blank verse is quite blank to him. They want every one to write পজ্‌ঝটিকা or অনুষ্টুভ্‌! ও আবার যখন বুঝতে পারবে—প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে! He will be all praises—দেখো! (একটু থামিয়া) ওদের ব্যাপার কিছু বুঝি না—'শর্ম্মিষ্ঠা'খানা সংস্কৃত ছাঁদেই ত লিখেছি—তাও নাকি ওদের ভাল লাগে নি। These barren pundits understand nothing but grammar!

গৌর। বিদ্যাসাগর কিন্তু বাঙলা গদ্য যা লিখেছে তা অপরূপ!

মধু। Oh, yes! His prose is dignified and sweet—তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারতের উপক্রমণিকা পড়ছ?

গৌর। বই হয়ে বেরিয়েছে ত সেখানা?

মধু। ঠিক জানি না। It will be a good book no doubt. কালীপ্রসন্ন সিংহ কি কাণ্ড করেছে শুনেছ ত! সমস্ত মহাভারতটা অনুবাদ করবার বিরাট আয়োজন করে' বসেছে! A heroic attempt, indeed!

গৌর। বিদ্যাসাগর ওর পেছনে আছে যে! ছেলেটিও ভাল—ওর স্থাপিত 'বিদ্যোৎসাহিনী' সত্যিই 'বিদ্যোৎসাহিনী'।

মধু। Undoubtedly. He is a mere boy, but he has the soul of a sage.

গৌর। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়েছ? 'অভেদী' বলে আর একখানা বই সুরু করেছে না কি শুনলাম! 'মাসিক পত্র' কাগজটা দেখেছ?

মধু। অত চলতি আটপৌরে ভাষা আমার পছন্দ হয় না—it leaves no impression—it has no grandeur!

গৌর।' ওই কিন্তু বাঙালা ভাষার প্রথম মৌলিক উপন্যাস—I mean আলাল

মধু। (হাসিয়া) তা হোক্! আমিও প্রথমে পৃথিবী শব্দের মৌলিক বানান প এ র-ফলা হ্রস্ব-ই লিখেছিলাম। প্রথম হলেই যে ভাল হতে হবে এমন কোন কথা নেই! ভূদেব কোথা হে আজকাল?

গৌর। ঠিক জানি না! স্কুল দেখে দেখে বেড়াচ্ছে আর কি! ভূদেবও মাঝে মাঝে লেখে—দেখেছ?

মধু। দেখেছি! এডুকেশন গেজেট—

গৌর। চারিদিকেই যেন নতুনত্বের বান ডেকেছে। ওদিকে ব্রাহ্ম-সমাজে দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন, পলিটিক্সে হরিশ—রামগোপাল ঘোষ—সাহিত্যে তোমরা! গত বছর ঈশ্বর গুপ্ত মারা গেছেন—তিনিই বোধ হয় প্রাচীন যুগের শেষ কবি—কি বল?

মধু। আমাদের রঙ্গলালও খুব আধুনিক ন'ন!

গৌর। রঙ্গলাল ত ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য—but he is more chaste! ঈশ্বর গুপ্তের অনেকগুলি শিষ্যই আছেন। ওই দীনবন্ধু!—'নীলদর্পণ' পড়েছ ত? কস্যচিৎ পথিক হচ্ছেন দীনবন্ধু!

মধু। You are carrying coal to Newcastle! আমি নীলদর্পণ পড়েছি—and even I am thinking of translating the book. এ ধরণের political propaganda বাঙলাতে না হয়ে ইংরেজিতে হলেই ভাল হয়।

গৌর। দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় তোমার?

মধু। হয় মাঝে মাঝে—he is a grand fellow—মূর্ত্তিমান হাস্যরস। সেদিন ওর এক বন্ধু বঙ্কিম চাটুজ্যে তার সঙ্গেও আলাপ হল! He is a deputy magistrate. I was greatly impressed by his look. My God, he has terrible nose and eyes! মুখে যদিও বড় একটা কিছু বলে না। 'প্রভাকরে পদ্য-টদ্য লিখত শুনেছি। He is a brilliant boy.

গৌর। কোথায় তোমাদের আড্ডাটা জমে—বল ত?

মধু। বাঃ ঝামাপুকুরের তারক ঘোষের বাড়ীতে! ঠিক দিগম্বর মিত্তিরের বাড়ীর সামনে। সেখানে মাঝে মাঝে বেশ সাহিত্যিক আড্ডা জমে। Let us have another dose.

মদ ঢালিতে লাগিলেন

গৌর। বেশী মদ খেয়ো না হে—মদ খেয়ে হরিশ মারা যাবার জোগাড় হয়েছে।

মধু। হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ? বেচারাকে খুব খাটতে হয়—কি করবে! He is fighting tooth and nail against these indigo-planters. He is a thorough-bred editor and wields a powerful pen. It is a misfortune that he and Ramgopal Ghose did not write in Bengali.

গৌর। লোকটার হিম্মৎ আছে ভাই। এই ক'বছর আগে, মিউটিনির সময় কি লেখাটাই লিখেছিল!

মধু। Please don't remind me of the Mutiny—নানা সাহেবের পাশবিক কাণ্ডের কথা ভাবলেও আমার লজ্জা হয়। He killed women and children—my god !

গৌর। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তার শোধ তুলে নিয়েছে। যাক্—যেতে দাও ওসব কথা! তোমার নতুন লেখাটা একটু শোনাও না! সত্যি আমার একটা দুঃখ থেকে গেছে! শর্মিষ্ঠার অভিনয়টা আমি দেখতে পাই নি। কিছুতেই ছুটি পেলেম না। শুনেছি খুব গ্র্যাণ্ড হয়েছিল। আচ্ছা, 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এ দুটো বই staged হল না কেন বুঝলাম না !

মধু। (এক চুমুক মদ্যপান করিয়া) জানি না! These Rajas are strange fellows! তাদেরই ফরমাসে বই দুখানা লিখলাম—they paid me for them! শুনছি নাকি some of the young Bengals have intervened—রাজারা তাদের চটাতে রাজী নয়। যাক গে—satire আর লিখব না। কেশব—I mean কেশব গাঙ্গুলী—has given me a very good idea and I have got a very good plot for কৃষ্ণকুমারী from Todd.

গৌর। রঙ্গলালও শুনেছি রাজস্থানের গল্প নিয়ে আবার কি যেন একটা লিখছে।

মধু। I wish he would leave the beaten track.

বুক-শেল্ফ্ হইতে একখানি বই পাড়িলেন

এই শোন না রঙ্গলালের লেখা—

মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে,
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরের পক্ষে
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে।

বহে রক্ত-ধারা বুঁদেলা শরীরে
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদ নীরে ;
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহাশব্দ তোপে
পড়ে সৈন্য ঠাট তরবার কোপে—

This may be a good imitation of 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনা হিসাবে he ought to have been loftier in imagination. তিলোত্তমার প্রথম দিকে আমি দৈত্যদের নিকট পরাজিত দেবতাদের বর্ণনায় খানিকটা যুদ্ধের আভাস দিয়েছি—here you are.

তিলোত্তমাসম্ভবা হইতে পড়িতে লাগিলেন

যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুল
প্রবল তরঙ্গ-দল তীর অতিক্রমি'
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যাম-অঙ্গ ঋতু-কুল-পতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন—তার আভরণ !

And here again—

ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইল সবে রণে—
আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যার সখা
সর্ব্বভুক প্রবেশিলে নিবিড় কাননে
মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পলায় কেশরী,
মদকল, নাগদল চঞ্চল সভয়ে
করভ করিণী ছাড়ি পলায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দল বরাহ

মহিষ, ভীষণ-খড়্গী—অক্ষয় শরীরী
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে ত্যজি বনরাজি,
পলায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ বেগে ধায় চারিদিকে
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে।

গৌর। তোমার লেখা ত অন্য জাতেরই! It has Homeric outlook and Miltonic grandeur!

মধু। মিলটন আমার দেবতা। রঙ্গলালের আদর্শ কারা জান? Byron, Moore and Scott. I wish he would travel farther. He would then find what hills peep over hills—what Alps on Alps arise! বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, টাসো, মিলটন—এঁরাই হচ্ছেন কবিকুলগুরু! আদর্শ করতে হ'লে এঁদেরই আদর্শ করব। Byron, Moore, Scott, Pope are at a much lower level.

গৌর। হিন্দু কলেজে কিন্তু তোমাকে আমরা Pope বলতাম!

মধু। (হাসিয়া) And I became vain like a cock at this. I was a fool then.

গৌর। রঙ্গলালের কবিতার মাঝে মাঝে কিন্তু বেশ লাগে—

মধু। Oh, yes.—পদ্মিনীর এই লাইনগুলো খুব ভাল লাগে আমার!

পদ্মিনী খুলিয়া পড়িলেন

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় !
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায় !

This is superb. I have also started rhyming in ব্রজাঙ্গনা !

(নেপথ্যে) আসতে পারি আমারা ?

মধু। আসুন ! পণ্ডিতরা এসেছে—Gour, now I must bid you good-night.

গৌর। এখন পড়াশোনা হবে বুঝি—

মধু। হ্যাঁ—I shall dictate now.

গৌর। উঠি তবে। তোমার নতুন লেখাগুলো দেখাই হ'ল না —বাজে কথায় সময় কেটে গেল।

মধু। সে আর একদিন হবে।

তিনজন পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

আসুন, আপনারা বসুন। গৌর, তোমার কাছে আইনের বইও দু-একখানা নেব। আইনও পড়ছি জান ত ? (হাসিয়া) Carrying on everything.

গৌর। আচ্ছা, কাল আসব ! Good Night. (প্রস্থান)

মধু। Good Night. (পণ্ডিতদের প্রতি) বসুন আপনারা—

পণ্ডিতগণ তিন কোণে টেবিলে গিয়া বসিয়াছিলেন। মধুসূদন একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রথম পণ্ডিতের নিকটে গেলেন।

আপনি কৃষ্ণকুমারী লিখছেন, না? কতদূর হয়েছে দেখি! (দেখিলেন) দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ হয়েছে—না? That's all right!

দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকটে গেলেন।

ব্রজাঙ্গনার 'ময়ূরী' কবিতাটা কাল শেষ হয় নি! মাত্র গোড়াটা সুরু করেছিলাম। পড়ুন ত—

২য় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুইও কি দুঃখিনী!
আহা, কে না ভালবাসে রাধিকা-রমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী বিহঙ্গিনি!

মধুসূদন সিগারেটটাতে দু-একটা টান দিলেন। তাহার পর তৃতীয় পণ্ডিতের নিকট গেলেন।

মধু। মেঘনাদ কতটা হয়েছে?

তৃতীয় পণ্ডিত। ভগ্নদূত এসে রাবণকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে।

মধু। শেষের কয়েক লাইন পড়ুন ত!

তৃতীয় পণ্ডিত। (পড়িলেন)

এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি
আদেশিলা—কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?

মধু। দেখি—

দেখিলেন ও খাতা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং পশ্চাতে হস্ত নিবদ্ধ করিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা প্রথম পণ্ডিতের কাছে গেলেন।

লিখুন !

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ

সম্মুখে দেবালয়

দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী ও মদনিকা

হয়েছে লেখা ?

১ম পণ্ডিত। দাঁড়ান—হয়েছে—মদনিকা

মধু। লিখুন তাহলে এবার—মদনিকা বলছে—আর কেন সখি! চল এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্ গে। বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেব-দর্শনের ছলে এখানে এসেছি—আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি! নেপথ্যে—রণবাদ্য! লিখেছেন ?

১ম পণ্ডিত। হ্যাঁ—নেপথ্যে রণবাদ্য।

মধু। লিখুন—বিলাসবতী এবার বলছেন—ঐ শোন লো শোন। মহারাজ বুঝি ফিরে আসছেন। মদনিকা উত্তরে বলছেন—

পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া থামিতে বলিলেন

Oh, you are slow, pundit। হয়েছে ? লিখুন—মদনিকা বলছেন

—তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি কে আসছে ?

আবার কিছুক্ষণ পদচারণ।

লিখুন। বিলাসবতী। সখি আমি চক্ষের জলে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ—আমি ত কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

মদনিকা। এখন ভাই কাঁদলে আর কি হবে। ওই দেখ মন্ত্রীমশায় আসছেন। (মন্ত্রীর প্রবেশ)

এই পর্যান্ত বলিয়া মধুস্থদন আবার বেশ কিছুক্ষণ পদচারণা করিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের নিকট গিয়া থামিলেন

আপনি আর একবার ময়ূরীটা পড়ুন ত!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। (পাঠ)

তরুশাখা উপরে শিখিনি
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি, শশী, বিহঙ্গিনি!

মধু কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন

—আয় পাখি আমরা দু'জনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান
সে কি তোর হবে ?

আর কি পাইবে রাধা রাধিকা-রঞ্জনে
তুই ভাব মনে ধনি আমি শ্রীমাধবে।

দ্বিতীয় পণ্ডিত লিখিতে লাগিলেন ও
মধুসূদন আবার পদচারণা সুরু করিলেন।
সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন

ইন্দ্রের আর একটী নাম—শক্র, না?

দ্বিতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। লিখুন—

কি শোভা ধরয়ে জলধর
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে
স্বর্ণবর্ণ শক্রধনু রতনে খচিত তনু
চূড়া শিরোপর
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পরে তরুবর?

মধু। মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর। (তৃতীয় পণ্ডিতের প্রতি) এইবার আপনার পালা! পড়ুন ত খানিকটা! একটু আগের থেকে পড়ুন! Just create the atmosphere.

তৃতীয় পণ্ডিত। (পড়িতে লাগিলেন)

কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি—
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী—

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে !

মধু। চুপ করুন। ঠিক পড়া হচ্ছে না আপনার—

আর একটা সিগারেট ধরাইলেন ও টেবিল হইতে মিণ্টনখানা তুলিয়া লইয়া খানিকক্ষণ নীরবে পড়িলেন। তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া পদচারণ করিতে সুরু করিলেন। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হাতীর কি কি প্রতিশব্দ জানেন বলুন ত! তিলোত্তমাতে ব্যবহার করেছি অনেক কথা—মনে থাকে না সব!

তৃতীয় পণ্ডিত। হাতীর? হস্তী, করী, গজ, মাতঙ্গ, বারণ।

মধু। I think there is another good word.

তৃতীয় পণ্ডিত। কুঞ্জর।

মধু। That's the word—কুঞ্জর। আচ্ছা বজ্র শব্দের কয়েকটা বলুন ত—

তৃতীয় পণ্ডিত। বজ্র, কুলিশ, দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(অভিধান দেখিলেন) ইরম্মদ—

মধু। (উদ্দীপিত হইয়া) Yes, I want ইরম্মদ—সুন্দর কথাটা।

আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া

এইবার লিখুন—

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ যুড়ি
আরম্ভিলা ভগ্নদূত—হায়, লঙ্কাপতি
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ?
মদকল করী যথা পশে নলবনে

তৃতীয় পণ্ডিত। মদকল শব্দের অর্থই মত্ত হস্তী—আবার করী কেন ?

মধু। যা বলছি লিখে যান—

মদকল করী যথা পশে নলবনে
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি স্মরিলে সে ভৈরব-হুঙ্কারে !
শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জ্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব ছুটিতে পবন—
পথে ;

ধনুকের ভাল বাঙলা কি ! বেশ গালভরা একটা শব্দ বলুন ত ! There is a word.

তৃতীয় পণ্ডিত। দাঁড়ান অভিধানটা দেখি—(দেখিলেন) কোদণ্ড ?

মধু। কোদণ্ড, কোদণ্ড ! লিখুন।

কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর-ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।

মধু। শরের কতকগুলো প্রতিশব্দ দেখুন ত।

তৃতীয় পণ্ডিত। শর, তীর, বাণ, কলম্ব—

মধু। Good—লিখুন—

পদচারণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।

ঘনঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে
মেঘদল আসি যেন আবরিল রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

আবার পিছনদিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া তিনি পদচারণা সুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রথম পণ্ডিত হাই তুলিলেন ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহাকে চোখের একটা ইঙ্গিত করিলেন।

প্রথম পণ্ডিত। দত্ত মশায়!

মধু। (হঠাৎ চমকাইয়া) Shut up.—কথা বলেন কেন? কি বলছেন?

প্রথম পণ্ডিত। (ইতস্তত করিয়া) আমাদের বেতন প্রায় তিনমাসের বাকী পড়েছে—যদি কিছু দিতেন আজ ভাল হ'ত!

মধু। তিনমাসের বাকী পড়েছে! বেশ ত পাবেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিত। পাবেন পাবেন ত রোজই শুনছি! আমরা গরীব ব্রাহ্মণ—

মধু। আপনারা কি মনে করেছেন আমার হাতে টাকা আছে—অথচ দিচ্ছি না?

তৃতীয় পণ্ডিত। আজ্ঞে তা নয়—তিনমাসের হয়ে গেল কি না!

মধু। হাতে টাকা এলেই সব মিটিয়ে দেব—এখন যা করছেন করুন।

(নেপথ্যে) দত্ত মশায় বাড়ী আছেন?

মধু। Damn it—আবার কে এলো!

বাড়ীওলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বাড়ীওলা। ভাড়াটা কবে দেবেন?

মধু। কাল পাঠিয়ে দেব—

বাড়ীওলা। কাল ঠিক চাই কিন্তু—দেখবেন কাল যেন আবার ঘুরতে না হয়।

মধু। না, কাল ঠিক পাবেন।

বাড়ীওলা। ঠিক ত?

মধু। ঠিক!

বাড়ীওলা বাহির হইয়া গেলেন

(পণ্ডিতদিগকে) আপনাদেরও দেব—টাকা পেলেই দেব—টাকা শিগ্‌গিরই পাব কিছু। আসুন সুরু করা যাক। লিখুন। কতদূর হয়েছে?

তৃতীয় পণ্ডিত। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে—

পিছন হস্তনিবদ্ধ করিয়া মধুসূদন আবার পদচারণ সুরু করিলেন। একটু পরেই দ্বারে আবার শব্দ হইল ও একটি খানসামাজাতীয় লোক একটি প্যাকেটহস্তে প্রবেশ করিল।

খানসামা। (সেলাম করিয়া) হুজুর মেমসাবকো গাউন লায়া—

মধুর হস্তে প্যাকেটটি দিল

মধু। ও, যেটা সেদিন অর্ডার দিয়েছিলাম?

খানসামা। জি হুজুর!

মধু। দেখি—

প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিলেন ও একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাউনটি দামী ও দেখিতে সত্যই অপরূপ। দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাঃ—ফাইন! It will make Henrietta look like a princess! চমৎকার—ফাইন্—ফাইন্! সুন্দর নয়, পণ্ডিত?

প্রথম পণ্ডিত। তাতে আর সন্দেহ কি!

মধু। (ড্রয়ার খুলিয়া) বক্‌শিস্ লে যাও!

টাকা বাহির করিয়া খানসামাকে দিলেন

গাউনকা বিল পিছে ভেজ দেনা!

খানসামা। জি হুজুর—

খানসামা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

মধু। (গাউনটা তুলিয়া ধরিয়া) চমৎকার—বাঃ—কি সুন্দরই হয়েছে গাউনটা! Fine! হেনরিয়েটাকে পরিয়ে দেখতে হবে এখুনি! আজ আর কিছু হবে না! আপনারা আজ যান!

'হেনরিয়েটা' 'হেনরিয়েটা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিতগণ পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

চতুৰ্দ্দশ দৃশ্য

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৌবন সীমা পার হইয়াছেন—বয়স ৪১ বৎসর হইবে। গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। একটি গ্রন্থ সম্মুখে খোলা—চতুর্দ্দিকে আরও নানা পুস্তক স্তূপীকৃত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তন্ময় হইয়া কখনও পড়িতেছেন—কখনও লিখিতেছেন। সহসা দ্বার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদ। তাঁহার হাতে একখানি পুস্তক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

মধু। Good evening—Pundit!

বিদ্যাসাগর। এস এস মধু—বস! কোথায় বসতে দিই তোমাকে! তুমি সায়েব মানুষ। ওরে ছিরু—

মধু। Please don't trouble yourself. এই ত বেশ বসেছি।

চৌকিতে উপবেশন করিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমার হাতে ওখানা কি?

মধু। বীরাঙ্গনা কাব্য। নতুন লিখেছি এখানা। একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছি—ক্ষমা করবে ত?

বিদ্যাসাগর। কি বল ত!

মধু। (হাসিয়া) বইখানা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। (বইখানা খুলিয়া পড়িলেন) "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

নাম এই কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।”

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি আর লোক পেলে না!

মধু। লোক অনেক আছে—কিন্তু তোমার মত লোক আর নেই। There is only one বঙ্গকুলচূড়া।

বিদ্যাসাগর। তুমি কবি মানুষ, অনেক কিছু অলীক বস্তু কল্পনা করে থাক। তোমার সঙ্গে তর্কে ত পারব না।

মধু। তোমাকে বিরক্ত করলাম না ত? এ সব হচ্ছে কি?

বিদ্যাসাগর। লিখছি। (একটু পরে) তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল?

মধু। প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। খিদিরপুরের বাড়ীটা বিক্রি করে ফেললাম।

বিদ্যাসাগর। কে কিনলে? হরিমোহন?

মধু। হঁ্যা। আর বাকী সম্পত্তিও একজনের কাছে পত্তনি দিয়ে যাচ্ছি। সে কিছু টাকা সেলামি আমাকে অগ্রিম দেবে—তাছাড়া মাসে মাসে হেনরিয়েটাকে দেড়শ ক'রে টাকা দেবে। ওতেই চলে যাবে ওদের এখানকার খরচ। ওরা এখানে রইলো, একটু খবর-টবর নিও।

বিদ্যাসাগর। সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তাহলে! তোমার মেঘনাদ-বধ ত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে—নয়?

মধু। হঁ্যা। Bhudeb has introduced 'মেঘনাদ' in his school! Hemchandra, a real B. A., is editing the second edition.

বিদ্যাসাগর। তা জানি। (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও বাগাতে পারি নি ঠিক—কেমন যেন আটকে আটকে যায়। তোমার

'ব্রজাঙ্গনা' খাসা হয়েছে, দিব্যি গড় গড় ক'রে পড়া যায়, কোন ঘোর-প্যাচ নেই ! বাঙলা সাহিত্যে তুমি যে একজন অসাধারণ কবি এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই আর ! প্রথমে তোমার প্রতি অবিচার করেছিলাম আমি। মানে—

মধু। My dear Vid, you are great ! I prize your opinion above all others' because your admiration is honest and you are above flattering any man.

বিদ্যাসাগর। যা খুশি ব'লে যাও—কবিদের মুখ বন্ধ করার ত সাধ্য নেই ! কিন্তু একটা কথা ভাবছি, এত টাকা-কড়ি খরচ ক'রে বিলেত যাচ্ছ—শেষ পর্য্যন্ত সুবিধে হবে ত ?

মধু। বাঃ—সুবিধে হবে না ? ব্যারিষ্টার হ'ব—that will open a bigger scope for me—টাকা রোজগার করতে হবে—I can't rot in poverty !

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মুস্কিল এই যে, টাকা রোজগার করার চেয়ে খরচ করার দিকেই তোমার ঝোঁকটা বেশী ! টাকা এখনও যা রোজগার করছ, বুঝে সমঝে চললে ওতেই যথেষ্ট কুলিয়ে যায়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক করে দিয়েছিলাম তোমাকে—কিছু আয় বাড়তো তাতে, কিন্তু তুমি ফট্ করে ছেড়ে দিলে !

মধু। আমি পারলাম না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ—সবাই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু আমি পারলাম না It was impossible for me to carry on—রেখে ঢেকে ওজন ক'রে লেখা আমার কর্ম্ম নয়—I am not a journalist by nature Citizen কাগজে লিখে কি বিপদে পড়েছিলাম জান ত ?

বিদ্যাসাগর। জানি ত সব ! কিন্তু পেট্রিয়ট চালাবার মত এক ভাল লোকও যে দরকার। কালীপ্রসন্ন আমার ওপর ভার দিয়েছে

একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। কেষ্টদাস পালকেই শেষ পর্যন্ত দিতে হবে দেখছি। হরিশ মারা যাওয়ার পর থেকে কাগজটাতে অভদ্রা লেগেছে। গিরীশ আর হরিশের স্মৃতিচিহ্ন ওই কাগজখানি! ওটা নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। ভাল কথা, শুনছি নাকি নীলকর সায়েব ব্যাটারা হরিশের বিধবার নামেও মোকদ্দমা করে ডিগ্রী করছে।

মধু। শুনছি! These planters are demons, (হাসিয়া) যদিও আমার প্রথম শ্বশুর একজন planter ছিলেন—I mean Rebeccas' father—তবু ওদের সম্বন্ধে আমি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারি না। The rogues!

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) তুমি যে নীলদর্পণের অনুবাদক একথাটা বেশ জানাজানি হয়ে গেছে।

মধু। তা খুব জানি! ওপরওলার কাছ থেকে গুঁতোও খেয়েছি এর জন্যে! But I don't care. I am sick of this horrid service আমার বিলেত যাওয়ার আর একটা কারণও এই! I want an independent profession.

বিদ্যাসাগর। কিন্তু লং সায়েবের মনের জোরটা দেখলে একবার। জেলে গেল তবু কিছুতেই তোমার নাম প্রকাশ করলে না! সায়েব জাতের গুণই এই। একেবারে ইস্পাত!

মধু। আমাদের কালীপ্রসন্ন সিংহও কম ইস্পাত নয়। লং সায়েবের হাজার টাকা জরিমানা ঝনাৎ করে ফেলে দিলে আদালতে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) সে কথা একশ' বার! সঙ্গদোষে যদি বিগড়ে না যায় ও ছোকরার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে! ওর একটা মহৎ কীর্ত্তি হ'ল মহাভারতের অনুবাদ। অনেক টাকা খরচ করেছে। ভাল ভাল পণ্ডিতদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে—এ কি সোজা কথা! ওর 'হুতোম' কিন্তু সুবিধে হয় নি।

মধু। মহাভারতের পেছনে তুমি রয়েছ যে! হুতোম্ is too-realistic.

বিদ্যাসাগর। মহাভারতে আমি আর কি করেছি—জোগাড়-যন্ত্র করে দিয়েছি মাত্র।

মধু। আচ্ছা, তোমার চেহারাটা কেমন যেন শুক্‌নো দেখাচ্ছে, শরীরটা ভাল নেই নাকি ?

বিদ্যাসাগর। মেরি কারপেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় যাবার সময় সেই যে গাড়ী থেকে পড়ে গেছলাম—তার পর থেকে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাছাড়া (হাসিয়া) চালকলা—খেকো এ বামুনের চেহারা কোন কালেই কন্দর্পকান্তি ছিল না!

মধু। কে বললে? In your youth, তুমি সত্যিই কন্দর্পকান্তি ছিলে। Look at your portrait by Hudson.

বিদ্যাসাগর। আবার কবিত্ব সুরু করলে তুমি! থাম! তার চেয়ে 'বীরাঙ্গনা' থেকে কিছু পড় দেখি, শোনা যাক। বীরাঙ্গনা কি নিয়ে লিখেছ ?

মধু। এ কাব্যখানা পত্রাকারে লেখা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে কতকগুলি নারী-চরিত্র নিয়েছি—তারা যেন তাদের স্বামী অথবা প্রেমাস্পদকে পত্র লিখে নিজেদের মনোভাব জানাচ্ছে। Ovid-এর Heroic Epistle-এর ধরণে লিখেছি আর কি!

বিদ্যাসাগর। পড় ত—শুনি।

মধুসূদন পড়িতে লাগিলেন ও বিদ্যাসাগর চক্ষু বুজিয়া শুনিতে লাগিলেন।

মধু। প্রথমটাই শোন—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা।

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে

ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী ?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী !
হেরি যদি ধূলা-রাশি, হা নাথ, আকাশে
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর-বনে
অমনি চমকি ভাবি মদকল করী
বিবিধ রতন অঙ্গে পশিছে আশ্রমে
পদাতিক, বাজীরাজি স্বরথ সারথি
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ। আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা অনসূয়া ডাকি সখিদ্বয়ে
কহি, হেদে দেখ সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে।
ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে
ওই শোন কোলাহল। পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !

বিদ্যাসাগর। অতি উত্তম হয়েছে ! আমার ভয় হচ্ছে, তোমার এ শকুন্তলা পড়বার পর আমার শকুন্তলা আর কি কেউ পড়বে ! (হাস্য)

মধু। বল কি ! Your prose is unparalleled ! যতদিন বাঙলা সাহিত্য থাকবে ততদিন বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা স-গৌরবে বিরাজ করবে। You are another কণ্ব !

বিদ্যাসাগর। তোমার একটা দোষ কি জান ? অতিশয়োক্তি। সব জিনিষই অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে তোলা কেমন তোমার একটা বদ্ রোগ ! তোমার তিলোত্তমা আর মেঘনাদবধে উপমা আর অলঙ্কারের ভীড় ঠেলে এগোনই মুস্কিল।

মধু। তবু লোকে এগিয়েছে ত ! My mission is fulfilled— আমার যা করবার আমি করেছি !

বিদ্যাসাগর। (সহাস্যে) করেছ মানে! যা-তা কাণ্ড করেছ তুমি! একটা দুর্দ্ধর্ষ নাদিরশার মত এসে তুমি আমাদের হৃদয়-ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছ জোর ক'রে। 'বিদ্যোৎসাহিনী' তোমাকে সাধে অভিনন্দিত করেছে? করতে বাধ্য হয়েছে। ওদের রুচির কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না। দিলে কি-না রূপোর একটা পান-পাত্র। ছ্যাঃ! রূপোর দোয়াত কলম দিলে ঢের বেশী সুরুচিসঙ্গত হত।

মধু। আমি কিন্তু ঢের বেশী অভিনন্দিত হয়েছি সেদিন চীনে-বাজারে?

বিদ্যাসাগর। (সবিস্ময়ে) চীনেবাজারে!

মধু। হ্যাঁ! সেখানে সেদিন এক দোকানদার দেখি নিবিষ্টচিত্তে ব'সে মেঘনাদবধ পড়ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি পড়ছেন মশায়? 'একখানি নূতন কাব্য।' বললাম—কাব্য! বাঙলা ভাষায় ভাল কবিতাই নেই—কাব্য হবে কোথা থেকে! দোকানী কি উত্তর দিলে শুনবে? বললে—সে কি মশায়, মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে-কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে!

বিদ্যাসাগর। (সোৎসাহে) বটে! তারপর?

মধু। তারপর তাকে বললাম—আচ্ছা একটু পড়ে শোনান ত দেখি! সে আমার সায়েবি পোষাক দেখে বললে—এর ভাষা বোধ হয় আপনি বুঝতে পারবেন না। বললাম—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি। তখন সে খানিকটা পড়ে শোনালে! তারপর তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে আমিও খানিকটা পড়ে শোনালাম তাকে! তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এই অমিত্রাক্ষর বাঙলায় চলবে কি? সে মহা-উৎসাহে বললে—খুব চলবে মশাই—এ বাঙলায় নূতন সৃষ্টি—মনে হয় এ-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছন্দ। আমি তাকে আত্মপরিচয় না দিয়ে সরে পড়লাম—but I was puffed up like a balloon!

বিদ্যাসাগর। ছুছুন্দরিবধ কাব্য দেখেছ? (হাসিলেন)

মধু। দেখেছি। ঢাকার জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখেছে—বেশ লিখেছে। He has imitated me nicely! বেহার থেকেও কে একজন—নামটা ঠিক মনে আসছে না—হিন্দিতে অমিত্রাক্ষর লিখেছে। কিন্তু তেমন নাকি সুবিধে হয় নি।

বিদ্যাসাগর। দেখ, আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে—মেঘনাদবধ লিখতে লিখতে কি করে তুমি ব্রজাঙ্গনা লিখলে! একেবারে অন্য সুর!

মধু। ওটা লিখেছি ভূদেবের ফরমাসে। ভূদেব একদিন আমাকে বললে—'ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার?' তারই ফল 'ব্রজাঙ্গনা'। ভাল লেগেছে তোমার?

বিদ্যাসাগর। চমৎকার! (হাসিয়া) তোমার অমিত্রাক্ষর এখনও ঠিক বাগিয়ে উঠতে পারি নি! (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) যাক্—বিলেত চললে তাহলে!

মধু। হ্যাঁ—ছেলেবেলা থেকে সাধ বিলেত যাব। And go I must. কল্পনানেত্রে আমি যেন বিলেতটাকে দেখতে পাচ্ছি। টাসোর Jerusalem Delivered-এ Crusader-রা Jerusalem-এর কাছাকাছি এসে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আমার মনের অবস্থাও অনেকটা তাই—

> Wing'd is each heart and winged every heel
> They fly, yet notice not how fast they fly—

জাহাজে উঠলে যেন আমি বাঁচি—I am impatient.

বিদ্যাসাগর। তা'ত দেখতে পাচ্ছি। তোমার বন্ধু বেশ বিশ্বাসী লোক ত!

মধু। দিগম্বর মিত্তির, বৈদ্যনাথ মিত্তিরের মত লোক জামিন হয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত।

বিদ্যাসাগর। দেখো—শেষকালে বিপদে না পড়তে হয় ভবিষ্যতে।

মধু। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। এখন কিন্তু বিপদে পড়েছি।—সেইজন্যই এসেছি তোমার কাছে। কিছু টাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। টাকা? কিসের টাকা?

মধু। ধার চাই।

বিদ্যাসাগর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) আমার আর টাকা নেই—ধার দিতে পারব না। বিধবা-বিবাহ দিতে দিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। তার উপর ট্রেনিং স্কুলের ভার পড়েছে আমার উপর—আমার আর টাকা নেই। এদেশের লোক মিলেমিশে ত কিছু করবে না। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী আর মাধব ধর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে এক ট্রেনিং একাডেমি খুলে বসেছে। মনে পড়ে কিছুকাল আগে হীরাবুলবুল বলে এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা নিয়ে রাজেন দত্ত-টত্ত মিলে ঘোঁট পাকিয়ে সিঁদুরেপটিতে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ খুলে বসে? মনে নেই তোমার?

মধু। আমি বোধ হয় তখন মাদ্রাজে—

বিদ্যাসাগর। তা হবে। এই দলাদলিতেই দেশটা গেল! আমি আর ক'দিক সামলাই বল। সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু? কিসের জন্যে টাকা চাই তোমার?

মধু। খুচরো দেনা অনেকগুলো জমে আছে। সেগুলো শোধ করতে হবে ত before I sail.

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে আর টাকা নেই।

মধু। (সানুনয়ে) My dear Vid—

বিদ্যাসাগর। নেই টাকা—দেব কোথা থেকে—চুরি করব?

মধু। You can work wonders if you like! টাকা

না পেলে আমি অপমানিত হব। You are a noble man and therefore I appeal to you! বন্ধু বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে আরও কিছু দেবে বলেছে। সে টাকা পেলে আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর। মুস্কিলে ফেললে দেখছি—টাকা কই—

মধু। দাও ভাই! হাতযোড় করে বলছি তোমাকে—নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এসেছি। (হাতযোড় করিলেন)

বিদ্যাসাগর। (বিচলিত হইয়া) আহা, হা—ওকি কর তুমি! কিছুদিন আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তোমার 'আত্ম-বিলাপ' পড়ে মনে হয়েছিল যে, বুঝি তোমার অনুতাপ হয়েছে—এবার থেকে ভালভাবে চলবে! কিন্তু দেখছি—

মধু। Believe me—ভাল-খারাপ আমি কিচ্ছু বুঝি না। যখন যা প্রয়োজন তাই খরচ করি। You know necessity knows no law!

বিদ্যাসাগর। কিন্তু তোমার necessity যে রাজকীয় necessity, এই হয়েছে মুস্কিল কি না। কত টাকা চাই তোমার?

মধু। I need a lot! তুমি কত দিতে পারবে তাই বল।

বিদ্যাসাগর। আমার হাতে কিছু নেই।

মধু। কিচ্ছু নেই?

বিদ্যাসাগর। না—

মধু। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) But I counted upon your greatness. কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের লোক বলে মনে হয়। তাই তোমার কাছে এসে অসঙ্গত আবদার করি। রাগ ক'রো না আমার ওপর। I am a helpless creature. কেন জানি না, কিছুতেই কুলোতে পারি না।

বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে যদি ফিরতে পারি—I shall roll in wealth and I shall help you in all your noble projects. (উঠিয়া) আচ্ছা, যাই তা হলে—good night.

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ও ক্ষণপরেই একটি চেক্ বহি বাহির করিয়া একটা চেক্ কাটিলেন

বিদ্যাসাগর। ছিরু—

শ্রীমন্ত নামক ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল

ওই যে সাহেব এখুনি গেল—তাকে এই কাগজখানা দিয়ে আয় ত—দৌড়ে যা—

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর আবার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সহসা ঝড়ের মত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। You are great—you are great—you are great my dear Vidyasagar—you are simply great.

বিদ্যাসাগরকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। ছাড় ছাড়—কি যে কর। দোয়াত-টোয়াত সব উল্টে দেবে না কি!

মধু। সত্যিই তুমি সাগর—করুণাসাগর।

বিদ্যাসাগর। চেকটা কিন্তু পরশুর আগে ভাঙিও না—ব্যাঙ্ক একদম খালি! এর মধ্যে টাকাটা জমা করে দেব!

মধুসূদন একবার চেকটার দিকে চকিতে চাহিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিদ্যাসাগরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ বিরতি

পঞ্চদশ দৃশ্য

কলিকাতায় ভোলানাথ চন্দ্রের বাড়ীতে ভোলানাথ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথোপকথনে নিরত। ইঁহারা উভয়েই যে যৌবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

সময় ১৮৬৯ খৃঃ অঃ—মে মাস

ভূদেব। মধু তাহলে ব্যারিষ্টার হয়ে এল শেষ পর্য্যন্ত!

ভোলানাথ। নিশ্চয়—ও যা ধরবে তা করবে—এই ওর স্বভাব।

ভূদেব। বিলেতে নাকি টাকার জন্যে মহাবিপদে পড়েছিল?

ভোলানাথ। ভয়ানক! টাকার অভাবে বিলেত থেকে ফ্রান্সে চলে আসে। সেখানেও দিন চলা মুস্কিল হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর টাকা ধার ক'রে পাঠায়, তবে উদ্ধার হয়! আশ্চর্য্য লোক আমাদের দেশের! যাদের টাকা দেওয়ার কথা ছিল কেউ দিলে না। মধুর স্ত্রী-পরিবারের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠল! শেষে তারা স্বদ্ধ কোন ক্রমে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে বিলেত গিয়ে হাজির হ'ল মধুর কাছে! বোঝ একবার ব্যাপারখানা! Then the fat was in the fire! একে তারই সেখানে অনটন—তার উপর এরাও গিয়ে জুটল! হিতৈষীরা মধুর চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিতেন না শুনেছি। বিদ্যাসাগর টাকা না পাঠালে মধুকে জেলে যেত হত!

ভূদেব। জেলে? সে কি!

ভোলানাথ। ঋণের দায়ে! সেখানে না খেয়ে যে ওরা কতদিন কাটিয়েছে তার ঠিক নেই। ফ্রান্সে পাড়াপ্রতিবেশীরা নাকি লুকিয়ে ওদের ঘরে খাবার রেখে যেত শুনেছি। Look at their greatness! আর

আমাদের দেশের লোক তার বিষয়টি মেরে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল ! সত্যি ভাবলেও দুঃখ হয়।

ভূদেব। এ সব ত আমি জানতাম না।

ভোলানাথ। আরে, আমিই কি জানতাম। এক বিদ্যাসাগরকে ছাড়া ও কাউকেই লেখেনি এসব কথা। এদিকে ওর self-respect জ্ঞান ভয়ানক প্রবল কি-না !

ভূদেব। যাক্—ব্যারিষ্টারি ওর হচ্ছে কেমন ?

ভোলানাথ। হচ্ছে মন্দ নয়, কিন্তু মধুকে ত জানই—ওর টাকার অভাব কোনদিন ঘুচবে না।

ভূদেব। কেন, কি করছে ও ?

ভোলানাথ। যা চিরকাল করে আসছে—বাবুয়ানি। স্পেন্‌সেস্‌ হোটেলে লর্ডের মত বাস করছে—আর যা রোজগার করছে দু'হাতে ওড়াচ্ছে। ছেলে-মেয়ে পরিবার সব ফ্রান্সে রয়েছে—তাদেরও মাসে তিন চার শ' টাকা পাঠাতে হয়। আর হোটেলেও নিজের খরচ মাসে পাঁচ-ছ শ' টাকার কম হবে না। বেশী হতে পারে।

ভূদেব। হোটেলে থাকবার দরকার কি।

ভোলানাথ। দরকার কি ! Don't judge Madhu with our standard—he is a far more superior being ! বিদ্যাসাগরও বলেছিল—দরকার কি ! বিলেত থেকে আসবার ঠিক আগে বিদ্যাসাগর সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে খানকয়েক ঘর সাহেবী কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল—ভেবেছিল ওপাড়ায় বাসা করলে শস্তায় হবে। কিন্তু মধু জাহাজ থেকে নেমে সোজা গিয়ে হোটেলে উঠল—কিছুতেই সেখান থেকে নড়ল না। এখন সেখানে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড চলছে ! মধুর ত এখন দেশজোড়া খ্যাতি —দলে দলে বন্ধুবান্ধব যাচ্ছে—খানা খাচ্ছে—মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

ওর সেলার সর্ব্বদাই নাকি উন্মুক্ত! এমন কি, শুনেছি নাকি ওর মুন্সিকে পর্য্যন্ত ডেকে ও মদ খাওয়ায়।

ভূদেব। তাই নাকি? খুব মদ খাচ্ছে ও?

ভোলানাথ। সেদিন ললিত ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বাথ্‌রুমে বসে' জিবে লঙ্কা ঘস্‌ছে। ললিত জিজ্ঞেস করলে, এ কি করছ হে? মধু বললে—মদ খেয়ে খেয়ে জিব অসাড় হয়ে গেছে—স্পষ্ট উচ্চারণ হচ্ছে না! আন্দাজ কর তা হলে! ওর গলার স্বরও কেমন যেন বদলে গেছে—কেমন যেন একটা চেরা আওয়াজ—সে রকম মিষ্টি স্বর আর নেই ওর!

ভূদেব। বিলেত যাওয়ার এই পরিণাম তাহলে?

ভোলানাথ। বিলেত গিয়ে লাভ কিছু কম হয়নি। ব্যারিষ্টার ত হয়েছে! তাছাড়া ফরাসী, ইটালী, জার্ম্মাণ এ তিনটে ভাষা রীতিমত শিখে এসেছে। কবিতা লিখতে পারে প্রত্যেকটাতে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক হিব্রু—এগুলো ত আগেই জানত। এতগুলো ভাষা এদেশে কেউ জানে না। সেদিন এক মজার ব্যাপার হয়েছে।

ভূদেব। কি?

ভোলানাথ। ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের ছেলে সুরেন্দ্র—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে বিলেত যাচ্ছে। সেদিন তাকে নিয়ে ডাক্তারবাবু, মনমোহন ঘোষ আর বিদ্যাসাগর গেছে মধুর সঙ্গে দেখা করতে। In B. A. Surendra stood first in Latin—এই শুনে মধু তাকে পরীক্ষা করতে বসল। Horace খুলে দিয়ে বললে—এই passage-টা পড়ে বুঝিয়ে দাও দেখি! সুরেন্দ্র বুঝি ভাল করে পারে নি। তাই দেখে মধু মনমোহনকে বললে—যত কুলী চালান দিচ্ছ তুমি বিলেতে হে! সুরেন্দ্রের মত ছেলেকে যে ও কথা বলতে পারে তার self-confidence কতখানি বোঝ!

ভূদেব। ও ত চিরকালই ওই রকম! নতুন বই-টই কিছু লিখেছে আর?

ভোলানাথ। বাঃ—‘চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী’—দেখ নি? It is a masterpiece! মধুই বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেটও লিখলে! এই যে এইখানেই আছে বইখানা—বিলেতে বসে লিখেছে।

শেল্‌ফ্‌ হইতে বইখানা পাড়িলেন।

এই দেখ। There are fine pieces of different varieties.

ভূদেব। (বইখানা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এ সব বিলেতে বসে লিখেছে ও? অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কীর্ত্তিবাস, বউ কথা কও, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপাখী, পুরুরবা—বিলেতে গিয়েও মনটা তাহলে ওর সম্পূর্ণ দিশিই ছিল দেখছি!

ভোলানাথ। ওই ত ওর বিশেষত্ব—বাইরে ও সাহেব—মনটা কিন্তু ওর বরাবরই পুরো বাঙালী। এখনও হোটেলে শুনেছি হরি-মোহনের বাড়ী থেকে ও বোতলে করে মুগের ডাল আনিয়ে খায়। গৌর যখন এখানে আসে তখন তার বাড়ীতে রুটি আর ঘণ্ট ত ওঁর বাঁধা বরাদ্দ শুনেছি।

ভূদেব। (চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী উল্‌টাইতেছিলেন—বলিলেন) বাঃ—এই কবিতাটি ত সুন্দর।

ভোলানাথ। কোন্‌টা? পড় ত---

ভূদেব। (পড়িতে লাগিলেন)

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
খেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে,'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে!

ভোলানাথ। (সগর্ব্বে) He has a regular field-day in the arena of Bengali literature.—

ভূদেব। এ কবিতা যে লিখেছে সে কি করে সায়েবি হোটেলে বসে মদ আর খানা খায়—এ আমি ভাবতেই পারি না!

ভোলানাথ। ও একটা অদ্ভুত লোক। অদ্ভুত! এদিকে ঋণে জর্জ্জরিত অথচ হাতে যখন টাকা থাকে তখন মুঠো মুঠো খরচ করে। খানসামাকে বকশিস দেবে দশ টাকা—গাড়ী ভাড়া দেবে এক মোহর—এর কোন মানে হয়! Really he makes no distinction between his own money and others' money! টাকা is টাকা—সে যারই হোক—খরচ কর এই হচ্ছে ওর idea!

ভূদেব। ওর প্র্যাক্‌টিস্ হচ্ছে কেমন?

ভোলানাথ। চলছে মন্দ নয়—কিন্তু ব্যারিষ্টারি ওর বেশী দিন চলবে না।

ভূদেব। কেন?

ভোলানাথ। ও রকম করলে কি কখনও প্র্যাক্‌টিস্ হয়? ও

জজেদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করবে—কবিতা আওড়াবে! জ্যাকসন সায়েবকে সবাই ভয় করে। জ্যাকসন সায়েব একচোখে monocle লাগিয়ে যখন কারো দিকে তাকায় বুকের রক্ত জল হয়ে যায় তার। কিন্তু মধু does not care him.

ভূদেব। কি করে মধু?

ভোলানাথ। জ্যাকসন সায়েব এক চোখে গোল চশমা পরে যেই মধুর দিকে চাইবে অমনি মধুও তার spring-এর চশমা নাকের ওপর লাগিয়ে সমানে চেয়ে থাকবে তার দিকে। তর্ক ত প্রায়ই করে শুনেছি। তাছাড়া ভয়ানক চীৎকার করে কোর্টে—গলার স্বরও ওর কর্কশ হয়ে গেছে আজকাল। একদিন জ্যাকসন সায়েব নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "The court orders you to plead slowly—the court has ears." মধু তৎক্ষণাৎ বলে বসল—'But pretty too long, my Lord!' এ-রকম করলে ওর কতদিন চলবে? আমি ওকে মানা করছি অনেকবার—শোনে না কিছুতে, ও বলে—Michael can never brook anybody's bullying! জ্যাকসনের সঙ্গে ওর আদায় কাঁচকলায়। ওর হাইকোর্টে ঢোকার সময় ওই জ্যাকসনই ত বাগড়া দিয়েছিল! অনেক সুপারিশ অনেক testimonial জোগাড় করে তবে ও Bar-এ join করতে পায়। একটু মানিয়ে চলা ত উচিত—মধু কিন্তু তা কিছুতে করবে না।

ভূদেব। অনেক দিন দেখি নি তাকে—চল একদিন দেখা করে আসি।

ভোলানাথ। বেশ ত চল না—সে ত ওই চায়! বন্ধুবান্ধব—বিশেষত সাহিত্যরসিক কেউ গেলে ও মক্কেল-টক্কেল ফেলে তাদেরই সঙ্গে আড্ডা দিতে সুরু করে দেবে।

ভূদেব। চেহারা কেমন হয়েছে আজকাল?

ভোলানাথ। সে চেহারা আর নেই। বেশ মোটা হয়েছে—ভুঁড়ি হয়েছে—খুব গোঁফ, দু'দিকে দাড়ী। সে মধু আর নেই। ওর মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠারই তো বয়স হল—

ভূদেব। মেয়ের নাম শর্ম্মিষ্ঠা রেখেছে না কি?

ভোলানাথ। ছেলের নাম—Michael Milton Dutt—ডাকনাম মেঘনাদ! আর ছোট ছেলের নাম—Albert Napoleon Dutt! বল কেন সবই অদ্ভুত ওর।

নেপথ্যে। ভোলানাথ বাড়ী আছো হে!

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্ত! পুরো সাহেবি পোষাক—হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট।

মধু। Hallo—is it ভূদেব? You have changed a lot and so have I. Very glad to see you!

তাহার সহিত শেক হ্যাণ্ড করিলেন।

তারপর ভোলানাথ, ক'দিন ছুটি তোমার? ছুটিতে এসেছ শুনে এলাম। I did not expect our illustrious Bhudeb here.

ভূদেব। আমারও ছুটি এখন। তবে আজই আমি চুঁচড়ায় ফিরব।

ভোলানাথ। হঠাৎ তুমি আর্য্যপল্লী ছেড়ে অনার্য্য-পল্লীতে এসে হাজির হলে যে!

ভূদেব। আর্য্যপল্লী মানে?

ভোলানাথ। মানে মধুকেই জিগ্যেস কর! একদিন ওকে ওর কোন এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল—কোন্ পাড়ায় আছো হে? মধু উত্তর দিয়েছিল—বামুনপাড়ায়! গ্রামের মধ্যে সেরা পাড়াটা যেমন বামুনপাড়া, তেমনি কলকাতার বামুনপাড়া হচ্ছে সায়েবপাড়া—

অর্থাৎ সেরা পাড়া! তারপর ব্রাহ্মণপ্রবর, হঠাৎ পদধূলি দানের অর্থ কি!

মধু। (হাসিয়া) অর্থের সন্ধানেই বেরিয়েছি—I must have some money. শুনলাম তুমি এসেছ, তাই তোমার কাছে এলাম।

ভূদেব বিস্মিত হইয়া মধুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভোলানাথ। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল এখন?

মধু। আমার স্ত্রী সপুত্রকন্যা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে ভাই, কোন খবর না দিয়ে। মহা মুস্কিল!

ভোলানাথ। তাই না কি? এ রকম করবার মানে?

মধু। It is my fault—সময় মত টাকা পাঠাতে পারি নি! She has practically begged her way back—একথা কাউকে বলো না যেন। It will damage my prestige. ও দেশে টাকা না থাকলে একদিনও টেকা মুস্কিল!

ভোলানাথ। টাকা পাঠাও নি কেন তুমি?

মধু। For a very simple reason—ছিল না। I tried my utmost to borrow, but I failed. Even Vid failed me.

ভূদেব। সপরিবারে কি হোটেলেই থাকবে না কি?

মধু। সে ত অসম্ভব—it will go against my prestige. লাউডন ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী দেখেছি—it is a palace-like building—I would like to settle there—৪০০৲ টাকা ভাড়া চায়—but still I must have it and fix it up immediately. টাকা দিতে পার কিছু?

ভোলানাথ। মধু, তুমি যদি এই rate-এ চল, কোথায় এর পরিণতি ভেবে দেখেছ?

মধু। (হাসিয়া) যে রেটেই চলি ভাই—I know I shall end in a grave. That is certain.

ভোলানাথ। এত টাকা কিসে তোমার লাগে—তাই আমি ভাবি। রোজগার করছ সব করছ, অথচ—still you are in want!

মধু। My dear Bholanath, please be convinced once for all. ভদ্রভাবে থাকতে গেলে অনেক টাকা লাগে। মানুষেরই টাকার প্রয়োজন—পশুর টাকার প্রয়োজন হয় না। Can you tell me why should one cringe and live shabbily? এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সামান্য কেঁচোর মত কাটিয়ে যাওয়াতে কি বাহাদুরিটা আছে বলতে পারো আমায়? What right have I not to enjoy this wonderful gift of God—this life?

ভূদেব। মতে মিলছে না ভাই—my angle of vision is quite different.

মধু। I know—live according to your angle of vision by all means, but let me live according to mine.

ভোলানাথ। কিন্তু এমন ভাবে টাকা ধার ক'রে—

মধু। ধার করি—কারণ হাতে টাকা থাকে না। এই হতভাগা দেশে জন্মেছি বলেই হাতে টাকা থাকে না। In any civilized country a man of my abilities would have lived more decently.

ভূদেব। যাক্—ও সব অপ্রিয় আলোচনা থাক। We will never agree on this point.—আমাদের বাড়ীতে একদিন এসো।

মধু। নিশ্চয়ই যাব।

ভোলানাথ। এখন আমাকে কি করতে হবে বল!

মধু। ভাই, ওই বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করে দেবে চল।

ভোলানাথ। ওর চেয়ে শস্তা গোছের একটা কিছু দেখলে হত না!

মধু। (অধীর ভাবে) No, no, no—my dear. I must have that house. It will fit in with my prestige and suit me admirably.

ভোলানাথ। (নিরুপায় ভাবে) চল।

সকলে বাহির হইয়া গেলেন

ষোড়শ দৃশ্য

বেণিয়াপুকুর রোডে মধুসূদনের বাসা। ১৮৭৬ খৃঃ মার্চ্চ মাস। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। অর্থাভাবে লাউডন ষ্ট্রীটের উদ্যান-বাটিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এখানেও যে ঘরটিতে মধুসূদন বসিয়া রহিয়াছেন তাহা সাহেবি ফ্যাসানে মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। মূল্যবান সংস্করণের বহু গ্রন্থ শেলফে রহিয়াছে। ঘরখানির চতুর্দ্দিকে হোমার, দান্তে, ভাজিল, তাসো, শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন্ প্রভৃতি মহাকবিগণের bust (কোনটা প্রস্তর নির্ম্মিত, কোনটা ধাতু নির্ম্মিত)। মধুসূদন সম্প্রতি ঢাকা হইতে ফিরিয়াছেন। একটি কুশন দেওয়া চেয়ারে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পাশেই একটি টেবিলে ব্রাণ্ডির বোতল। মধুসূদনের দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। পিছন দিকের একটি দ্বার দিয়া হেনরিয়েটা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখশ্রী অবসন্ন—দৃষ্টি শঙ্কিত। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া মধুসূদনের স্কন্ধে হাত রাখিলেন। মধুসূদন কোন সাড়াশব্দ দিলেন না—তেমনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

হেনরিয়েটা। এমন ভাবে চুপ ক'রে বসে আছ কেন? কি ভাবছ?

মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন। গলার স্বর বিকৃত।

মধু। কত কি ভাবছি! চোখের সামনে নানা ছবি আসছে আর যাচ্ছে। ঢাকার কথা মনে হচ্ছে—তারা আমার সায়েবি পোষাক দেখে দুঃখ করেছিল। ভাবছি, লোকে খোসাটাকে এত বড় করে দেখে কেন! (একটু থামিয়া) এঁরা দুঃখিত হলেন আমার পোষাক দেখে, আর বিলেতে গোল্‌ডষ্টুকারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন আমি সংস্কৃতে কথা বলতে পারি না দেখে! Strange!

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।
তাহার পর বলিলেন—

এলোমেলো—কত কথাই মনে হচ্ছে! মনে পড়ছে, পঞ্চকোটের সেই দিনগুলো—সেই কোল ভীল সাঁওতাল মেয়েদের কালো কালো দেহে নিটোল স্বাস্থ্য—মাথায় জবা-ফুল গোঁজা—মাদলের তালে তালে নৃত্য করছে! (একটু পরে) মনে পড়ছে, কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়িকে—সেই বিশাল বাদামগাছটা আমি যেন দেখতে পাচ্ছি! সেই বটগাছটাও—যার তলায় বসে ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়তাম। বটগাছটা এখনও বেঁচে আছে—শ্যামল সতেজ তার পাতাগুলি প্রাণরসে টলমল করছে দেখে এলাম! সব ঠিক আছে—আমিই ফুরিয়ে গেলাম! Men end so quickly!

হেনরিয়েটা। ফুরিয়ে গেলে? Don't say that, dear.

মধু। ফুরিয়ে গেলাম হেন্‌রিয়েটা! Finished—every thing is finished! Why are you worrying, my dear? Nothing is permanent—everything will end sooner or later.

হেন্‌রিয়েটা। Don't talk of the end.

মধু। (হাসিয়া) Well, I won't.

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

But I cannot kill my thoughts! যতক্ষণ বেঁচে আছি ভাবতে হবে—this brain is a terrible machine!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—

Did I not fight my utmost, Henirietta? কত কি করলাম! বিলেত গেলাম—ব্যারিষ্টার হলাম—হাইকোর্টে চাকরি নিলাম—আবার ব্যারিষ্টারি করলাম—পঞ্চকোটে চাকরি নিয়ে গেলাম—ফের ব্যারিষ্টারি করেছি!

হেন্‌রিয়েটা। সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

মধু। ঠিক হয়ে যাবে? (হাসিয়া) I envy your optimism!

হেনরিয়েটা। কেন এমন করছ তুমি আজ? শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে?

মধু। I am not sorry for myself—তোমাদের কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না—এইটেই আমার দুঃখ। শর্ম্মিষ্ঠার বিয়েটা দিয়ে দিয়েছি—I have done a great duty—I hope Floyd will make her happy. (সহসা) মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়েছিলেন শর্ম্মিষ্ঠাকে—মনে আছে তোমার? It was lovely!

আবার চুপ করিয়া গেলেন।

হেনরিয়েটা। (স-স্নেহে তাঁহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন) শরীরটা কি তোমার বেশী খারাপ লাগছে আজ?

মধু। যা হয়েছে তার চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে! গলায় ঘা হয়েছে, পেটে জল হয়েছে, পিলে হয়েছে, লিভার হয়েছে—রক্ত বমি করছি। এখনও অন্ধ হয়ে যাই নি।—this much is wanting! Milton became blind—হোমারকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে হয়েছিল—Virgil, Ovid, Dante were exiled—টাসো, বানিয়ন্ were

imprisoned ! I don't expect a better lot. I shall die the gloriously miserable death of a poet. এইটুকুই শুধু দুঃখ যে তুমিও আমার সঙ্গে কষ্ট পেলে ! You have shared my miseries but cannot share my glories. Future generation will remember poet Madhusudan but not Henrietta who inspired him. This idea is terrible. (সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া) Why did you stick on to me—you foolish woman ! রেবেকা আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে গেল—দেবকী slipped away from my fatal grasp—why did you stick on ?

হেনরিয়েটা। (অসহায়ভাবে) এমন করছ কেন তুমি ? একটু স্থির হও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুসূদন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন—

মধু। সব ঠিক হয়ে যাবে—ঠিক। (সহসা) সত্যি ক'রে বল ত Henrietta—were you happy with me ? পেছনে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? এদিকে এস না—

হেনরিয়েটা সামনের দিকে আসিলেন।

হেনরিয়েটা। Need I say that in so many words ! লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যে সুখে ছিলাম আমরা তেমন সুখ কজনের ভাগ্যে ঘটে ? প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ী—আমাদের বড় গাড়ীখানাকে লোকে grand carriage বলত। We employed the cook of Prince Dwarakanath Tagore—আমাদের সুখে রাখবার জন্যে তুমি কি না করেছ !

মধু। Wait, wait, you will get time enough to live on memories. Don't exhaust them now ! (সহসা

হেনরিয়েটার গায়ে হাত দিয়া) এ কি, জ্বরে যে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে ! কখন থেকে জ্বর হয়েছে আবার ?

হেনরিয়েটা। না, জ্বর হয় নি আমার—ও কিছু নয়।

মধু। কিছু নয় কি ! ডাক্তার পামারকে খবর পাঠাই কাকে দিয়ে ?

হেনরিয়েটা। Don't worry for me ! আচ্ছা, তোমার বন্ধুরা বলছেন, Kaviraji treatment may do you good. Why not try it, my dear ?

মধু। I cannot degrade myself.

বাহিরে একটা কোলাহল ও বচসা শোনা যাইতে লাগিল

হেনরিয়েটা। What's this ? I think—

বয়-ভৃত্যের প্রবেশ।

বয়। বিল নিয়ে এসেছে কয়েকজন লোক—ভেতরে আসতে চাইছে—গালাগালি দিচ্ছে !

হেনরিয়েটা। এখন যেতে বল—বল, সায়েবের শরীর খারাপ—

বয় চলিয়া গেল

মধু। Henrietta, this is hell. (সহসা উঠিয়া) Please let me go—I shall plead guilty—I shall tell them that I am a pauper now. এক কপর্দ্দকও আমার কাছে আর নাই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও মেরে ফেল—অপমান আর ক'রো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।

হেনরিয়েটা। Please don't go—please—

তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। মধুসূদন দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিলেন—মুখে বিচিত্র হাসি !

মধু। Am I not playing my part well! Splendid—isn't it? (সহসা) যাও, তুমি শোও গে যাও—জ্বর গায়ে বসে থাকবার দরকার নেই। Give me the bottle of Brandy and Dante's Inferno.

হেনরিয়েটা। Please don't excite yourself!

মধু। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) Don't contradict! যা বলছি শোন!

হেনরিয়েটা ভয়ে ভয়ে মধুর আদেশ পালন করিলেন—ব্র্যাণ্ডি ও ইনফার্নো আগাইয়া দিলেন।

হেনরিয়েটা। আমার যা দু-একখানা সৌখীন কাপড় গয়না এখনও বাকী আছে—সব বিক্রি করে দাও। আমাদের এই আসবাবপত্র যা-কিছু আছে সব বিক্রি করে দাও—ঋণ শোধ করে ফেল—তুমি সুস্থ হও—আবার সব হবে!

মধু। (মিনতি করিয়া) Please leave me alone—যাও ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়—you are ill, my dear. Go—

হেনরিয়েটা চলিয়া গেলেন—মধুসূদন নির্জ্জলা ব্র্যাণ্ডি খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ইনফার্নো-খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন। বয় আসিয়া প্রবেশ করিল ও একখানি কার্ড দিল

(কার্ডখানি দেখিয়া) সায়েবকে আসতে বল!

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

Good afternoon মন্থ—এস! I hope you have not come to remind me of my debts!

মনোমোহন। (সহাস্যে) Oh, no.

মধু। (সহসা) উঃ—বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণটাও যদি শোধ ক'রে যেতে পারতাম! ওঁদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় আমার—অথচ they are the people I respect most.

আবার মদ্যপান করিলেন।

Will you have a drop, মন্থ?

মনোমোহন। No, thanks. কিন্তু আপনি এ করছেন কি? চারিদিকে কপাট জানালা বন্ধ করে দিয়ে নির্জ্জলা মদ খাচ্ছেন!

মধু। (সহাস্য) There is no doubt about it!

মনোমোহন। এর পরিণাম কি জানেন?

মধু। জানি না? গলায় ছুরি বসালেও পারতাম—but this is a process equally sure but less painful.

মনোমোহন। (হাসিয়া) আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! দিনকতক একটু নিয়মে থাকুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধু। (আর একপাত্র পান করিয়া) হেনরিয়েটাও এতক্ষণ ঠিক ওই কথাই বলছিল আমাকে। সে মেয়েমানুষ তার মুখে ওসব কথা মানায়। But you are not only a man but a clever barrister—you should not talk nonsense.

মনোমোহন। কি আশ্চর্য্য! এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন কেন আপনি?

মধু। Do you think I want to die? Do you think I want to leave this beautiful world? No. But the fact is there is no way out of it. তা ছাড়া আমার এখন বেঁচে

থাকার কোন অর্থ হয় না। Why should I drag on this miserable existence any more? Why should I?

মনোমোহন। বাঃ—বাঁচতে হবে বই কি আপনাকে—we cannot afford to lose a genius like you.

মধু। But the genius is dead long ago. আমি এখন তার প্রেতাত্মা—genius in another sense of the word! A dead volcano.

মনোমোহন। কি যে বলেন আপনি!

মধু। ঠিকই বলছি—আমার বেঁচে থাকার আর কোন সার্থকতা নেই। (একটু পরে) অনেক আগেই আমার মরে যাওয়া উচিত্ ছিল।

মনোমোহন। কেন?

মধু। 'সধবার একাদশী' পড়েছ? দীনবন্ধু has become popular at my cost! By the bye, where is বঙ্কিম? He is the coming light—I would like to see him.

মনোমোহন। দীনবন্ধুর কথা আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। সধবার একাদশীর নিমচাঁদ যে আপনি তা কে বললে?

মধু। কে আবার বলবে! Am I a fool?

মনোমোহন। না, না, ওটা আপনার ভুল। দীনবন্ধু নিজে সে কথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন মধু কি কখনও নিম হয়?

মধু। দেখ ভাই, আমিও কিছুদিন আগে 'একেই কি বলে সভ্যতা' লিখেছি এবং আমিও ব্যক্তিবিশেষকেই লক্ষ্য ক'রে লিখেছি। But do you think I would admit it publicly? Certainly not! আমি দীনবন্ধুর ওপরে রাগ করি নি—I appreciate the satire—I admit he has got a powerful pen—but still it hurts! কেমন আছে সে আজকাল? শুনেছিলাম সে-ও অসুস্থ—

মনোমোহন। তাঁর ডায়াবিটিস হয়েছে শুনেছি।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন

মধু। (সহসা) আমি কি সত্যিই নিমে দত্তের মত?

মনোমোহন। Far from it! ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা আপনার লেখাগুলোই পড়বে—আপনাকে ত আর দেখতে পাবে না এইটেই দুঃখ। I wonder how your biographers will paint you.

মধু। আমার চরিত্রের মধ্যে প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই—I am reckless, tactless, thoughtless and everything-less!

মনোমোহন। বলেন কি! এক বিদ্যাসাগর ছাড়া আপনার মত মহানুভব লোক ত আমি আর দেখি নি!

মধু। You are a darling মনু। But don't try to delude me. I understand you and thank you.

মনোমোহন। This is no delusion. I have seen it with my own eyes যে, আপনার দারুণ অভাবের সময় আপনি মুঠো মুঠো টাকা দান করেছেন—গরীব মক্কেলের কাছ থেকে এক পয়সা ফি নেন নি—চক্ষুলজ্জার খাতিরে বড়লোক মক্কেলের কাছ থেকেও নেন নি! এই সেদিনও নিতান্ত অভাবের মধ্যেও আপনি আপনার পাঠ-শালার পণ্ডিতকে কুড়িটা টাকা স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিলেন। যখন দ্বারকাবাবু হাইকোর্টের Justic হলেন—everybody became jealous—but you becamee overjoyed and gave a grand dinner. কাল হুগলী জেজুরগাঁয়ের রাধাকিশোর ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি আপনার কথা বলছিলেন—

মধু। কি বলছিলেন?

মনোমোহন। বলছিলেন—সেবার অত খেটেখুটে আমার মোকদ্দমাটা

করলেন উনি—কিন্তু ফি দিতে গেলাম কিছুতেই নিলেন না। অনেক ধরাধরি করাতে শেষটা বললেন—নিতান্তই যদি কিছু দিতে চাও —একটা Burgundy, half a dozen beer আর একশ মালদহের আম পাঠিয়ে দিও। সেদিন এক বামুন সখী-সংবাদ গান শুনিয়ে আপনার কাছে কাজ আদায় করে নিয়ে গেল! Are these not facts?

মধু। ব্রাহ্মণ গেয়েছিল কিন্তু সুন্দর। সখী-সংবাদের অমন গান বড় একটা শোনা যায় না।

মনোমোহন। আপনার মত লোকের কখনও টাকা হতে পারে!

মধু। আমি ত টাকা চাই না—আমি সুখে থাকতে চাই। কিন্তু এ জীবনে তা আর হ'ল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

মনোমোহন। সব হবে আবার—আপনি একটু সামলে উঠুন। বৌদি কোথা? ছেলেরা কোথা?

মধু। ছেলেরা বাইরে গেছে—they have gone to Floyd. তোমার বৌদির জ্বর। ডাক্তার পামারকে খবর দিতে পার?

মনোমোহন। নিশ্চয় পারি! খুব বেশী জ্বর নাকি? কোথায় আছেন তিনি?

মধু। পাশের ঘরেই আছে—যাও না দেখে এস—তোমার সঙ্গে ত কোন formality নেই। বয়টাকে ডেকে একটা খবর দিয়ে—যাও—

মনোমোহন ভিতরের দিকে গেলেন।

নেপথ্যে বয় বয় ডাক শোনা গেল! মধুসূদন আবার খানিকটা মদ্যপান করিলেন ও ইন্‌ফার্নোখানার পাতা উলটাইতে লাগিলেন। সহসা গোবর্দ্ধন দত্ত নামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন পাওনাদার।

গোবর্দ্ধন। নমস্কার দত্ত সাহেব!

মধু। একি, গোবর্দ্ধন যে! এস।

গোবর্দ্ধন। আপনার চাকরটা ঢুকতেই দেয় না—এ ত এক মুস্কিল! সে ভেতরে যেতেই ঢুকে পড়লাম আমি! আপনার অসুখ নাকি?

মধু। হ্যাঁ—ভাল নেই শরীরটা। তারপর খবর কি?

গোবর্দ্ধন। খবর ভালই।

মধু। দিগম্বর ভাল আছে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ, (একটু ইতস্তত করিয়া) টাকাটার কোন ব্যবস্থা হ'ল?

মধু। কিচ্ছু হয় নি।

গোবর্দ্ধন। অনেক দিন ধরে পড়ে রয়েছে টাকাটা—

মধু। (সহাস্যে) এই সমস্ত ফার্নিচারই ত তুমি দিয়েছিলে—না?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। এইগুলোই তুলে নিয়ে যাও and release me! ওই bust-গুলোও নিয়ে যাও—অনেক দাম দিয়ে বিলেত থেকে কিনে এনেছিলাম এগুলো—ওই বইগুলোও—সব নিয়ে যাও—সব নিয়ে যাও—কিছু টাকা তবু তোমার উশুল হবে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? Take them all!

গোবর্দ্ধন। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে সে কি হয়! টাকা হলে দেবেন এখন পরে। আমি শুধু এমনি খবর নিতে এসেছিলাম। যাই তা হলে—নমস্কার!

গমনোদ্যত

মধু। ওহে—শোন শোন—আমার কতকগুলো অপ্রকাশিত কবিতা আছে। নেবে? নাও ত দিতে পারি। বিক্রি করলে কিছু পেতে পার!

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে না। টাকা যখন হয় দেবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না ওর জন্যে—

চলিয়া গেলেন।

মধু। অনুগ্রহ! গোবর্দ্ধনের মত লোকও অনুগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে আমাকে! O God, how long am I to suffer this? O Almighty God in Heaven—please end my miseries!

মনোমোহন ঘোষ পুনঃপ্রবেশ করিলেন।
তাঁহার হস্তে একখানি কাগজ—

মনোমোহন। আচ্ছা, আপনি এ কি কাণ্ড আরম্ভ করেছেন বলুন দেখি!

মধু। কি?

মনোমোহন। আপনি এ কবিতা লিখেছেন কেন? বৌদিদি এই কবিতাটি পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন! ছি, ছি, ভারি অন্যায় আপনার!

মধু। কি কবিতা?

মনোমোহন। এই যে—এটা নাকি আপনার ওয়েস্‌ট পেপার বাস্কেটে পড়েছিল—শর্ম্মিষ্ঠা কুড়িয়ে পেয়েছে।

মধু। কই দেখি! আজকাল কোথায় যে কি ফেলি মনে থাকে না আমার! অথচ I had a powerful memory once! রেভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা এনে কোথায় যে হারালাম! কি কবিতা দেখি!

মনোমোহন। এই দেখুন—

কবিতাটি মধুসূদনকে দিলেন

মধু। ও—এটা waste paper basket-এ ছিল! অথচ আমি এটা চতুর্দ্দিকে খুঁজছি। পড় ত কবিতাটা—read it aloud.

মনোমোহন। Excuse me—ও আমি পড়তে পারব না।

মধু। আমি পড়ি তা হলে—দাও।

চেরা বিকৃত স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি,—জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মনোমোহন। এ কবিতাটা লেখা কি আপনার উচিত হয়েছে!

মধু। Why not? I am digging my own grave. Why shall I not write my own epitaph too?—যাক্ যেতে দাও ওসব। হেনরিয়েটাকে কেমন দেখলে?

মনোমোহন। খুব জ্বর—

মধু। ডাক্তার পামারকে ভাই একবার—

মনোমোহন। ব্যস্ত হবেন না আপনি—আমি ব্যবস্থা করছি তার।

'বয়' আসিয়া প্রবেশ করিল ও একটি ডাকের চিঠি দিয়া গেল

মধু। (পত্রখানি পড়িতে পড়িতে) তাহলে ত ভালই হ'ল!

মনোমোহন। কি?

মধু। উত্তরপাড়া থেকে জয়কৃষ্ণ মুকুজ্যে চিঠি লিখেছে। তাকে চিঠি লিখেছিলাম যদি সে তাদের লাইব্রেরি ঘরটায় কিছুদিনের জন্যে

থাকতে দেয় আমাকে। He has welcomed me.—একটু changeও হবে—তাছাড়া পাওনাদারের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি ভাই! I want a little respite।

মনোমোহন। এ ত খুব ভাল কথা।

মধু। তুমি তাহলে সব ব্যবস্থা করে দাও ভাই! কালই একটা বজরা জোগাড় করো—আর দেরী ক'রো না। আর ডাক্তার পামারকে একবার পাঠিয়ে দাও আজ—হেনরিয়েটাকে দেখে যাক্! You just go—আর দেরী ক'রো না! বুঝলে?

মনোমোহন। আচ্ছা—চললাম তাহলে! Good bye.

মধু। Good bye.

মনোমোহন চলিয়া গেলে মধুসূদন কবিতার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—

I wonder, if they will put it up on my grave! (একটু পরে) The curtain will soon be rung down and the show will be over! Funny!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

সুন্দর কথা লিখে গেছে শেক্‌স্‌পীয়ার—All the world's a stage! (সহসা) Bye the bye—stage-এর কথায় মনে পড়ল শরৎ ঘোষকে 'মায়াকানন'টা লিখে দেব বলেছিলাম—শেষই করতে পারছি না বই-খানা! অথচ টাকা দিয়ে গেছে বেচারা।

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গৌরদাসের অনেকদিন খবর পাই নি। ভোলানাথও আসে না আজ-

কাল। ভূদেবের চিঠিটাই বা কোথায় ফেললাম—'হেক্‌টার বধ' পেয়ে সুন্দর একখানা চিঠি লিখেছিল ও আমাকে!

টেবিলের দেরাজটা খুলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

কোথায় যে কি ফেলি—কিচ্ছু মনে থাকে না! Everything is topsy-turvy—সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার!

পাশের ঘরে কান্নার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

ও কি! হেনরিয়েটা কাঁদছে নাকি! হেনরিয়েটা—হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা!—

প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন

শেষ দৃশ্য

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সম্মুখে বঙ্গদর্শনের ফাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের এক হস্তে ফড়সির নল অন্য হস্তে লেখনী। রাত্রিকাল। সহসা দুয়ার ঠেলিয়া মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পোষাক —বগলে একগাদা বই। মধুসূদনকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিম। আসুন, আসুন—আপনি এ সময়ে হঠাৎ! বসুন!

মধু। (উপবেশনান্তে) তোমাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হ'ল! লিখছিলে নাকি! কি লিখছ?

বঙ্কিম। বঙ্গদর্শনের জন্য লিখছি—

মধু। Good—তোমার 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' পড়েছি —চমৎকার হয়েছে—চমৎকার! তোমার বঙ্গদর্শনও সুন্দর হচ্ছে! You have created real romances in our literature. I congratulate you. আমার এই বইগুলো তোমায় দিতে এলাম—I hope you will take care of them.—দেখ, জীবনে অনেক কিছু করব মনে করেছিলাম। আরও ঢের ভাল কাব্য লেখবার ইচ্ছে ছিল আমার—ভাল গদ্যও রচনা করব ভেবেছিলাম—শিশুপাঠ্য পুস্তক লেখবারও আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার। কিছুই আর হয়ে উঠল না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা। I hope you will do what I could not.

বঙ্কিম। আপনার অসুখ শুনেছিলাম ?

মধু। (সহাস্যে) I have been cured now. I am going out for a lor.g change.

বঙ্কিম। কোথায় ?

মধু। ঠিক জানি না।

বঙ্কিম। ফিরবেন কবে ?

মধু। তাও ঠিক জানি না। এবার উঠি—সময় নেই বেশী আমার —God bless you, my boy—keep the flag flying—Good bye.

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন

(নেপথ্যে)বঙ্কিমবাবু বাড়ী আছেন না কি ?

বঙ্কিম। আছি—আসুন।

জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন

ভদ্রলোক। খবর শুনেছেন ? আপনাদের কবি মাইকেল মধুসূদন মারা গেছেন আজ !

বঙ্কিম। (সবিস্ময়ে) মারা গেছেন ? মাথা খারাপ হ'ল নাকি আপনার !

ভদ্রলোক। এইমাত্র কোলকাতা থেকে একজন লোক এল তারই মুখে শুনলাম ! আজই মারা গেছেন—আলিপুর জেনারেল হাঁসপাতালে। উত্তরপাড়ায় জয়কেষ্ট মুকুজ্যেদের লাইব্রেরীতে ছিলেন—সেখানে বাড়াবাড়ি হওয়াতে আলিপুর হাঁসপাতালে আনা হয় তাঁকে। সেখানেই মারা গেছেন !

বঙ্কিম। (হাসিয়া) একেবারে বাজে গুজব।

ভদ্রলোক। কি যে আপনি বলেন মশায়! ... ময় তাঁর মেমসাহেবও মারা গেছেন—তিনিও ভুগছিলে... ...ব তিনি হাসপাতালে মরেন নি—বেনেটোলার বাড়ীতে ... —স্বামীর আগেই মারা গেছেন শুনলাম।

বঙ্কিম। মশাই, আপনি আসবার ঠিক আ... বইগুলো (সবিস্ময়ে)—কই বইগুলো কোথা গেল—তাই ত—ব ... ইখানে ছিল যে—এ কি!

খুঁ... ...ন

ভদ্রলোক। কি বই?

বঙ্কিম। এইখানে ছিল যে বইগুলো—কি আশ্চয্য!

ভদ্রলোক। অত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে ... ছেন শুনলে চোখের জল রাখা যায় না!

বইগুলি দেখিতে না... ম
নির্ব্বাক বিস্ময়ে খোলা দ্ব... ...
চাহিয়া রহিলেন—যে দ্বারপ...
এইমাত্র ঝড়ের মত বেগে ...
গিয়াছেন। ভদ্রলোকও নির্ব্ব...
বঙ্কিমের দিকে চাহিয়াছিলেন।
বাক্যস্ফুর্ত্তি হইলে তিনি বলিলেন

বঙ্কিম। মধুসূদন মরে নি—মরতে পারে না—অসম্ভব।

যবনিকা